উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

COB

রাজনীতি, পরিবার ত্যাগ লালু-কন্যার
ভোটে ভরাডুবির ধাক্কায় ঘর ভাঙল আরজেডি সুপ্রিমো লালুপ্রসাদ যাদবের। শনিবার লালু-কন্যা রোহিণী আচার্য রাজনীতি ছাড়ার কথা ঘোষণা করেন। পরিবারের সঙ্গেও সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন। ১১

তালিকা প্রকাশ এসএসসি'র
'যোগ্য'দের ভাগ্য নির্ধারণ করল এসএসসি। শনিবার প্রকাশিত একাদশ-দ্বাদশ স্তরের শিক্ষক নিয়োগের ইন্টারভিউয়ের তালিকায় নেই বহু 'যোগ্য' চাকরিহারার নাম। ৫

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
শিলিগুড়ি	২৯°	১৬°
জলপাইগুড়ি	২৯°	১৬°
কোচবিহার	২৯°	১৬°
আলিপুরদুয়ার	২৭°	১৫°

থানায় বিস্ফোরণ, মৃত ৯
শুক্রবার রাতে জম্মু ও কাশ্মীরের নওগাম থানায় বিস্ফোরণে মৃত ৯। ঘটনার তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে কেন্দ্র। প্রাথমিক তদন্তে এটি দুর্ঘটনা বলে জানিয়েছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। ১০

২৯ কার্তিক ১৪৩২ রবিবার ৭.০০ টাকা 16 November 2025 Sunday 20 Pages Rs. 7.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 177

আইন ভেঙে বিডিও'র নীলবাতি জাদু

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

শিলিগুড়ি, ১৫ নভেম্বর : সল্টলেকের স্বর্ণ ব্যবসায়ী স্বপন কামিল্যা হত্যাকাণ্ডের ১৬ দিন বাদে অপহরণ এবং খুনে ব্যবহৃত নীলবাতির গাড়িটি উদ্ধার করলেন বিধাননগর কমিশনারেটের গোয়েন্দারা। পুলিশ সূত্রের খবর, ঘটনায় ধৃত রাজগঞ্জের বিডিও প্রশান্ত বর্মনের গাড়ির চালক রাজু ঢালিকে জেরা করেই গাড়ির খোঁজ মিলেছে। নিউটাউন থেকেই গাড়িটি উদ্ধার করা হয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে গোয়েন্দারা জানতে পেরেছেন, গাড়িটির রেজিস্ট্রেশন হয়েছে শিলিগুড়ি আঞ্চলিক পরিবহণ দপ্তরে। তবে কাগজে-কলমে গাড়িটির মালিক প্রশান্ত নন। গাড়িটি ভাড়া নেওয়া হয়েছিল কি না বা কোন চুক্তিতে গাড়িটি ব্যবহার করা হচ্ছিল, গাড়িটি কোথায় কোথায় যাতায়াত করত, কারা গাড়িটি ব্যবহার করতেন, আর কোনও বেআইনি কাজে গাড়িটি ব্যবহার করা হয়েছে কি না সেসব খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। সূত্রের খবর, ইতিমধ্যেই নতুন একটি সিসিটিভি ফুটেজ হাতে পেয়েছেন তাঁরা, যেখানে ওই নীলবাতির গাড়িতে কয়েকজন তরুণকে দেখা গিয়েছে। তাঁরা কারা তা নিয়েও তৈরি হয়েছে ধোঁয়াশা। শুধু খুনের কাজেই নয়, গাড়িটি অন্য কোনও বেআইনি কাজেও ব্যবহার করা হয়েছে বলেই আশঙ্কা করছেন গোয়েন্দারা।

তদন্তের সূত্রেই প্রশান্তর নীলবাতির অবৈধ কেরামতির নানা গল্প সামনে আসতে শুরু করেছে। রাজগঞ্জের বিডিও ঠিক কতগুলো নীলবাতির গাড়ি ব্যবহার করেন তা নিয়ে এখনও ধন্দে বিধাননগর কমিশনারেটের কর্তারা। নীলবাতি ব্যবহারের ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশিকা রয়েছে। সেই নির্দেশিকা অনুসারে একজন বিডিও নীলবাতির গাড়ি ব্যবহার করতে পারেন না। নিয়ম ভাঙলে জরিমানার কথাও আইনে বলা আছে। তবে প্রশান্ত এতটাই প্রভাবশালী যে সর্বোচ্চ আদালতের নির্দেশকেও বুড়ো আঙুল দেখাতে পিছপা হননি। শুধু নিজের কর্মক্ষেত্রে রাজগঞ্জ নয়, তার বাইরে অন্য জেলাতেও নীলবাতির গাড়ি চড়ে দিব্যি ঘুরে বেড়াচ্ছেন তিনি। বিডিও'র বেআইনি নীলবাতির এমনই জাদু যে তা গাড়ি থেকে খোলার সাহস দেখায় না ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষও। জেলা প্রশাসন বা পুলিশের কর্তারা যে কিছু জানেন না তা নয়। সকলের চোখের সামনেই নীল আভা ছড়িয়ে প্রশান্তর গাড়ি ছুটে যায়। তবুও সকলেই জেগে ঘুমান। বেআইনি নীলবাতি ব্যবহারের বিরুদ্ধে কেন পদক্ষেপ হচ্ছে না? পুলিশের কর্তারা বিষয়টি নিয়ে কোনও কথাই বলতে চাননি। জলপাইগুড়ি সদরের মহকুমা শাসক

এরপর চোদ্দোর পাতায়

শর্তে মুক্তি সেই ডাক্তারকে

হতবাক জানিসারের প্রতিবেশীরা

অরুণ ঝা

ডালখোলা (কোনাল), ১৫ নভেম্বর : দিল্লি বিস্ফোরণ কাণ্ডে জড়িত সন্দেহে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এনআইএ শুক্রবার ডালখোলা থানার কোনাল এলাকার বাসিন্দা চিকিৎসক জানিসার আলমকে আটক করে শিলিগুড়ি নিয়ে গিয়েছিল। দীর্ঘ জেরার পর এনআইএ কর্তারা শনিবার বিকেলে জানিসারকে একাধিক শর্তে মুক্তি দিয়েছেন। জানিসারের পরিবারের সদস্যরা এনআইএ'র শর্তের কথা জানিয়েছেন। শিলিগুড়ি থেকে জানিসারকে নিয়ে ফেরার পথে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক তাঁর খুড়তুতো এক দাদা বললেন, 'এনআইএ'র দিল্লি দপ্তর থেকে পরবর্তী নির্দেশ না আসা পর্যন্ত জানিসারকে ডালখোলার বাড়িতেই থাকতে হবে। এমনকি সোশ্যাল মিডিয়ায় সক্রিয়তা থেকেও তাকে বিরত থাকতে হবে। সঙ্গে তদন্ত সংক্রান্ত কোনও বিষয়ে সংবাদমাধ্যমের সামনে মুখ না খুলতেও এনআইএ জানিসারকে স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছে।'

জানিসার লুধিয়ানায় পরিবারের সঙ্গে থাকেন। তাঁর বাবা তৌহিদ আলম পেশায় হাতুড়ে। ২০২৪ সালে হরিয়ানার আল ফালাহ মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস পাশ করেছেন। আল ফালাহ কলেজ বর্তমানে তদন্তকারী সংস্থার রাডারে রয়েছে। স্বভাবতই এনআইএ'র পক্ষ থেকে একাধিক শর্তে জানিসারকে ছেড়ে দেওয়া নিয়ে রীতিমতো ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। ইসলামপুর পুলিশ জেলার সুপার জবি থমাস বলেন, 'এনআইএ ভায়া থানা নোটিশ করে একজনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডেকেছিল। বাকিটা তদন্তকারী সংস্থাই বলতে পারবে।' এলাকায় হাই অ্যালার্ট জারি করা প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, 'সীমান্ত এলাকা হওয়ায় এমনিতেই গোটা বছর ইসলামপুর পুলিশ জেলার সমস্ত থানা এলাকা সতর্ক থাকে। দিল্লি বিস্ফোরণের পর আমরা নজরদারি আরও বাড়িয়ে দিয়েছি।'

এদিন সকালে ২৭ নম্বর জাতীয় সড়ক থেকে অসুরাগর এলাকায় গ্রামীণ রোড ধরে উত্তর কোনাল পৌঁছাতেই জটলা করা ভিড়ের উৎসুক চাউনি নজরে পড়ল। সেনপাড়া চৌরাস্তা মোড় থেকে ডানদিকের রাস্তা ধরে কোনাল গ্রামে জানিসারের বাড়ি। বেহাল রাস্তা অতিক্রম করে বাড়ির সামনে পৌঁছাতেই আত্মীয় এবং প্রতিবেশীদের জটলা চোখে পড়ার মতো ছিল। সকলের মুখেই উদ্বেগের ছাপ। জানিসারের মা জুনেরা বেগম কান্নায় ভেঙে পড়ছিলেন। কোনওমতে বললেন, 'ছেলে সূর্যাপুরের একটি জিমে গিয়েছিল।

এরপর চোদ্দোর পাতায়

জানিসার আলমের বাড়ি।

ঘুঁটি সাজাতে তুফানগঞ্জে আসছেন অভিষেক

বাবাই দাস

তুফানগঞ্জ, ১৫ নভেম্বর : রাজনীতিতে তুফানগঞ্জের ছবিটা এখন অনেকটাই অন্যরকম। কোচবিহারের অন্য অংশে শাসকদলের পাল্লা যথেষ্ট ভারী হলেও তুফানগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্র এখনও বিজেপির শক্ত ঘাঁটি হিসেবেই পরিচিত। জেলাজুড়ে রাজনৈতিক পালাবদলের খেলায় বিরোধী দলের বহু নেতা-কর্মী শাসকদলে যোগ দিলেও তুফানগঞ্জ যেন তার ব্যতিক্রম। কারণ, বিজেপির দখলে থাকা গ্রাম পঞ্চায়েত দখল নিতে রীতিমতো বেগ পেতে হয়েছে তৃণমূলকে। বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে সংগঠনে নতুন উদ্দীপনা ফেরানোই এখন তৃণমূলের প্রধান চ্যালেঞ্জ। আর এই পরিস্থিতিতে তুফানগঞ্জে রাজনৈতিক প্রচারের ঝড় তুলতে আসছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

কেন হঠাৎ তাঁর তুফানগঞ্জ সফর? এনিয়ে রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে জোর জল্পনা। সূত্রের খবর, সম্প্রতি এসআইআর সহ একাধিক ইস্যুতে সংগঠনের ভিতরে অস্বস্তি দেখা দিয়েছে। জেলা থেকে ব্লক, বিভিন্ন স্তরে রদবদল হয়েছে নেতৃত্বে। ক্ষোভ-অভিমানের কথা পৌঁছে গিয়েছে অভিষেকের কাছেও। *এরপর চোদ্দোর পাতায়*

জীবন যখন উলটো স্রোতে

কেউ শখে হাঁটে রাসমেলায়, কেউ পেটের টানে। কোচবিহারে ভাস্কর সেহানবিশের তোলা ছবি।

ভেঙে পড়ল সেতু

ডাম্পার উঠতেই বিপত্তি

সায়নদীপ ভট্টাচার্য

বক্সিরহাট, ১৫ নভেম্বর : একদিন বড়সড়ো বিপদ হবে বলে একটা আশঙ্কা ছিলই। সেটাই শেষপর্যন্ত সত্যি হল।

সেই বাম আমলে সেতুটি তৈরি হয়েছিল। তারপর দু'দশক কেটে গেলেও আর সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। আর সেই লোহার দুর্বল সেতু দিয়ে অবাধে শয়ে-শয়ে ডাম্পার চলত। শনিবার ভোরে পাথরবোঝাই ডাম্পার উঠতেই তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের মানসাই-দেবগ্রাম সড়কের মাঝে থাকা শিল্পী টগর অধিকারী সেতু হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে। ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। বাংলার পাশাপাশি অসমের বাসিন্দারাও যাতায়াতে সমস্যায় পড়েছেন। সেতু ভাঙার ঘটনায় বাসিন্দারা প্রশাসনকে কাঠগড়ায় তুলেছেন। সেতু ভাঙার খবর পেয়ে জেলা প্রশাসনের কর্তারা ঘটনাস্থলে আসেন। যাতায়াতে বাসিন্দাদের দুর্ভোগ মেটাতে আপাতত বাঁশের সাঁকো তৈরি করে দেওয়া হবে বলে প্রশাসন আশ্বাস দিয়েছে। তুফানগঞ্জ-২'এর বিডিও অজয়কুমার দণ্ডপাত বলেন, 'কোনও বাসিন্দা আহত হননি। আপাতত যাতায়াতের জন্য বাঁশের সাঁকো তৈরি করা হবে। আজ থেকে সেই কাজ শুরু করা হয়েছে।'

প্রায় ২৫ বছর আগে মানসাই-দেবগ্রামের সংযোগকারী রাস্তার মাঝে থাকা মরা রায়ডাক নদীর ওপর ৮৫ মিটার দীর্ঘ শিল্পী টগর অধিকারী সেতুটি তৈরি করা হয়েছিল। এরপর সময় গড়ানোর ফাঁকে লোহার সেতুটির পিলারগুলি জলের সংস্পর্শে মরচে ধরে ক্ষয় হয়ে গিয়েছে। পিলারগুলি দুর্বল হচ্ছিল। বাসিন্দারা বারবার সেতু সংস্কারের দাবি তুলেছিলেন। অভিযোগ, তা সত্ত্বেও স্থানীয় রাজনৈতিক মহল ও প্রশাসনের টনক নড়েনি। প্রশাসনের তরফে সেতুতে কোনও সতর্কীকরণ বোর্ড লাগানো হয়নি। এদিন পাথরবোঝাই একটি ডাম্পার উঠতেই সেতুর মাঝের অংশ ভেঙে পড়ে। দুর্ঘটনায় হতাহতের খবর নেই। সেতু ভাঙার খবর ছড়িয়ে পড়তেই বাসিন্দারা সেখানে ভিড় জমান।

তুফানগঞ্জ-২ ব্লকে ওই সেতুটির গুরুত্ব কম নয়। দেবগ্রাম সহ তুফানগঞ্জের বালাভূত এমনকি পড়শি রাজ্য অসমের হালাকুরা, খেরবাড়ি প্রভৃতি এলাকার কয়েক হাজার মানুষের যোগাযোগের মাধ্যম হল এই সেতু। স্কুল-কলেজের পড়ুয়ারাও ওই সেতুর উপর দিয়ে তুফানগঞ্জ কলেজ ও স্কুলে যাতায়াত করে। অনেকবার স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও প্রশাসনের নজরে বিষয়টি আনা হলেও

এরপর চোদ্দোর পাতায়

কালিম্পংয়ের কমলায় সংশয়

শীতের মিঠে রোদ পোহাতে পোহাতে মুখে কমলার কোয়া চালান করার স্বর্গীয় অনুভূতি কমবেশি সকলেই পেয়েছেন। কিন্তু সেই কমলার সুদিন নষ্ট করে দিচ্ছে বাঁদরের দল।

অনুপ সাহা

ওদলাবাড়ি, ১৫ নভেম্বর : নামডাকে দার্জিলিংয়ের ধারেকাছে না থাকলেও স্বাদে নেহাত কম যায় না কালিম্পংয়ের কমলা। সামসিং থেকে গরুবাথান, কালিম্পংয়ের প্রায় ১৭০০ হেক্টর জায়গাজুড়ে কমলালেবুর চাষ এবার বিপদের মুখে। একদিকে জঙ্গল থেকে আসা বাঁদরের দল নষ্ট করে দিচ্ছে কমলালেবু। অন্যদিকে, শিলাবৃষ্টির মতো আবহাওয়ার তারতম্যে মান হারাচ্ছে কালিম্পংয়ের কমলা।

অথচ কয়েক বছর আগেও কালিম্পংয়ের কমলা বলতেই প্যারেন, তোদে, সামসিং এবং সামসিং সংলগ্ন লোয়ার ঘুমতিগাঁও, আপার ঘুমতিগাঁও, ভালুখোপ, তিনকাটারি, চিপলেদাড়া ও খোলাগাঁও এলাকার নাম উঠে আসত। সেবক পেরিয়ে হাইওয়ে ধরে ডুয়ার্সে যাওয়ার সময় দু'পারে ডালা সাজিয়ে বসে থাকা পসারিদের কাছ থেকে কিনে এই কমলার স্বাদে মজতেন পর্যটকরা। ডুয়ার্স লাগোয়া কালিম্পংয়ের কমলা নিয়ে ট্রাক যেত শিলিগুড়ির বাজারেও। এবার সেই কমলার স্বাদ ক্রেতারা কতটা পাবেন, তা নিয়ে কিন্তু সন্দেহ আছে।

গাছভর্তি কমলা। কালিম্পং জেলার চুইখিমের কাছে একটি গ্রামে।

প্যারেন ও তোদে এলাকায় এবারও ফলন ভালো হয়েছে। তবে লাগোয়া জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসা বাঁদরের অত্যাচারে সামসিং ও কাছাকাছি গ্রামগুলোতে কমলা চাষ করা দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছে। এখানকার কমলাচাষিরাই জানাচ্ছেন, গত পাঁচ বছর ধরে সংলগ্ন জঙ্গল থেকে দলবেঁধে বাঁদরের দল এসে বাগানের কমলা খেয়ে বা নষ্ট করে দিচ্ছে। বন দপ্তর ও হর্টিকালচার দপ্তরে একাধিকবার অভিযোগ জানানো হলেও এখনও পর্যন্ত কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।

কর্তব্য প্রধান নামে সামসিংয়ের এক কমলাচাষি বললেন, 'ঠাকুরদার আমল থেকে বংশপরম্পরায় আমরা

এরপর চোদ্দোর পাতায়

এ সপ্তাহ কেমন যাবে

শ্রীদেবাচার্য্য, ৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : জনহিতকর কাজে যোগদান করে মানসিক তৃপ্তি। সংসারের কোনও সদস্যের শারীরিক অসুস্থতায় চিন্তা বাড়বে। কোনও বন্ধুর সহায়তায় ব্যবসার অগ্রগতি। কর্মক্ষেত্রে বিরোধীপক্ষ অবশেষে আপনার মতকে সমর্থন করবে। অকারণে ব্যয় করে মানসিক দুশ্চিন্তা। প্রেমের সংকট কাটবে।

বৃষ : ব্যবসা নিয়ে দুশ্চিন্তা থাকবে। সপ্তাহের শেষভাগে দুশ্চিন্তার অবসান হবে। শরীর নিয়ে উৎকণ্ঠা থাকবে। সন্তানের সৃজনশীল কাজের সাফল্যে মানসিক তৃপ্তি। অযথা কাউকে উপদেশ দিতে গিয়ে অসম্মানিত হতে পারেন। নতুন সম্পদ কেনার সুযোগ মিলবে। কর্মক্ষেত্রে দায়িত্ব বৃদ্ধি। প্রেমের সঙ্গীকে আপনার সব কথা খুলে বলুন, সমস্যা মিটে যাবে।

মিথুন : সপ্তাহটি খুবই পরিশ্রমে কাটবে। তবে সাফল্য ধরা দেবে। ব্যবসার কারণে ঋণ নিতে হতে পারে, অতিরিক্ত ঋণ নেওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে। মেয়ের বিবাহ স্থির হওয়ায় মানসিক স্বস্তি। যে কাজ দীর্ঘদিন আর্থিক কারণে বন্ধ হয়ে আছে তা শুরু করতে পারবেন। পেটের রোগের কারণে কোনও অনুষ্ঠান বাতিল করতে হতে পারে।

কর্কট : ব্যবসার জটিলতা কাটায় মানসিক স্বস্তি। বাবার শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তার অবসান। দূরের কোনও বন্ধুর সুসংবাদে আনন্দ লাভ। কোনও মহৎ ব্যক্তির সঙ্গে সময় কাটিয়ে আনন্দ। আটকে থাকা কোনও সম্পত্তি উদ্ধার করে মানসিক তৃপ্তি।

সিংহ : অহেতুক বিলাসিতায় অধিক ব্যয় হওয়ায় মানসিক অস্থিরতা। পথে চলতে খুব সতর্ক থাকতে হবে। সামান্য কারণে উৎকণ্ঠায় শারীরিক সমস্যা। মায়ের পরামর্শে দাম্পত্যের সমস্যা কাটিয়ে উঠতে পেরে মানসিক তৃপ্তি। বিপন্ন কোনও ব্যক্তির পাশে দাঁড়াতে পেরে মানসিক স্বস্তি। প্রেমে সামান্য সমস্যা।

কন্যা : বাবার শরীর নিয়ে সারাসপ্তাহ উৎকণ্ঠায় কাটবে। অন্যায়কারীকে এ সপ্তাহে চিনতে পেরে অবাক হবেন। সামান্য কারণে সমস্যা তৈরি করে ফেলতে পারেন। শান্ত থাকার চেষ্টা করুন। বিদেশে পাঠরত সন্তানের জন্য দুশ্চিন্তা। নতুন সম্পত্তি কেনার পর আইনি সমস্যা হতে পারে। পরিবারের সঙ্গে সময় কাটিয়ে আনন্দ লাভ।

তুলা : বহুদিন পরে প্রিয়জনের সান্নিধ্য মনে তৃপ্তি দেবে। নতুন ব্যবসার পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারেন। পাওনা আদায়ে অহেতুক জোর করতে গেলে সমস্যা হতে পারে। সামান্যে সন্তুষ্ট থাকার চেষ্টা করুন। ভ্রমণের পরিকল্পনায় বাধা। সন্তানের চাকরিক্ষেত্রে সাফল্যে আনন্দ। পিঠ ও কোমরের ব্যথায় দুর্ভোগ বাড়বে।

বৃশ্চিক : পরিবারের অন্যান্য সদস্যের সঙ্গে মতানৈক্যে সমস্যা। বাড়ি সংস্কারে নেমে পড়শির সঙ্গে বিবাদে সমস্যা। কর্মক্ষেত্রে কোনও জটিল কাজ সমাধান করে জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি। এ সপ্তাহে খুব সাবধানে চলাফেরা করুন। সন্তানের শারীরিক সমস্যা নিয়ে চিন্তা হতে পারে।

ধনু : রেল, বন বিভাগে যুক্তদের পদোন্নতির সুযোগ। অবিবাহিতদের বিবাহের যোগ দেখা যায়। ব্যবসার কারণে ঋণ নিতে হতে পারে। প্রেমের সঙ্গীকে অন্যের কথায় বিচার করতে গিয়ে সমস্যায় জড়িয়ে পড়বেন। কাছের লোকের দ্বারা প্রতারিত হওয়ার সম্ভাবনা।

মকর : ব্যবসার প্রয়োজনে দূরস্থানে যেতে হতে পারে। সন্তানের জন্যে গর্বিত হবেন। সমাজসেবায় মানসিক শান্তি পাবেন। অকারণে কাউকে উপদেশ দিতে গিয়ে অপমানিত হতে পারেন। মায়ের পরামর্শে দাম্পত্যের সমস্যা মিটিয়ে ফেলতে পারবেন। বাড়ি সংস্কারে নেমে অধিক অর্থ ব্যয় হওয়ায় সমস্যার সম্মুখীন। প্রেমের সঙ্গীকে অবশ্যই সময় দিন।

কুম্ভ : মায়ের রোগমুক্তি স্বস্তি আনবে। এ সপ্তাহে আয়বৃদ্ধির নতুন সুযোগ। ঋণ শোধ করতে সমস্যার সম্মুখীন। পরোপকার করে আনন্দ লাভ। ক্রীড়াবিদগণ নতুন সুযোগ পাবেন। সামান্য তর্ক থেকে বড় সমস্যা তৈরি হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে আপনার সিদ্ধান্ত সমর্থিত হওয়ায় স্বস্তি।

মীন : শরীর নিয়ে সপ্তাহভর উৎকণ্ঠা থাকবে। দূরের কোনও বন্ধুর কাছ থেকে সহায়তা পেয়ে ব্যবসার সমস্যা কাটিয়ে উঠবেন। সামান্যে সন্তুষ্ট থাকার চেষ্টা করুন। অতি আকাঙ্ক্ষা সমস্যা তৈরি করতে পারে। নতুন সম্পদ কেনায় লাভবান হবেন। সন্তানের পরীক্ষার ফলে তৃপ্তিলাভ। শ্লেষ্মাঘটিত সমস্যা বৃদ্ধি।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২৯ কার্তিক, ১৪৩২, ভাঃ ২৫ কার্তিক, ১৬ নভেম্বর, ২০২৫, ২৯ কাতি, সংবৎ ১২ মার্গশীর্ষ বদি, ২৪ জমাঃ আউঃ। সূঃ উঃ ৫।৫৫, অঃ ৪।৫০। রবিবার, দ্বাদশী শেষরাত্রি ৫।২৯। হস্তানক্ষত্র রাত্রি ৩।৫১। বিষ্কুম্ভযোগ দিবা ৯।৪৯। কৌলবকরণ সন্ধ্যা ৪।৫৬ গতে তৈতিলকরণ শেষরাত্রি ৫।২৯ গতে গরকরণ। জন্মে- কন্যারাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা, রাত্রি ৩।৫১ গতে রাক্ষসগণ বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা। মৃতে- দ্বিপাদদোষ, শেষরাত্রি ৫।২৯ গতে একপাদদোষ। যোগিনী- নৈর্ঋতে, শেষরাত্রি ৫।২৯ গতে দক্ষিণে। বারবেলাদি ১০।১ গতে ১২।৪৪ মধ্যে। কালরাত্রি ১।১ গতে ২।৩৯ মধ্যে। যাত্রা- শুভ পশ্চিমে ও উত্তরে নিষেধ, রাত্রি ২।৩৯ গতে নৈর্ঋতে অগ্নিকোণেও নিষেধ, রাত্রি ৩।৫১ গতে যাত্রা নাই। শুভকর্ম- নাই। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- দ্বাদশীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। বিষ্ণুপদী সংক্রান্তিঃ- অদ্য রাত্রি ১।২৮ গতে সূর্য সংক্রমণ জন্য পরদিন দিবসের পূর্বার্দ্ধ পুণ্যকাল। মতান্তের শ্রীশ্রীকার্তিকেয় ব্রত ও শ্রীশ্রীকার্তিকপুজো। অমৃতযোগ- দিবা ৬।৫৪ গতে ৯।১ মধ্যে ও ১১।৫১ গতে ২।৪১ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।২৯ গতে ৯।১৬ মধ্যে ও ১১।৫৭ গতে ১।৪৪ মধ্যে ও ২।৩৭ গতে ৫।৫৬ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৩।২৪ গতে ৪।৬ মধ্যে।

ফোনের অর্ডারে বাড়ি পৌঁছাবে বনবস্তির হস্তশিল্প

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ১৫ নভেম্বর : গরুমারার জঙ্গলে বেড়াতে এসেছেন। স্থানীয় মহিলাদের তৈরি হস্তশিল্প সামগ্রী দেখে ভালো লেগেছে, কিন্তু কয়েকদিন পরে কিনতে চান? চিন্তা নেই। তাঁদের মোবাইলে ফোন করুন বা হোয়াটসঅ্যাপ। বাড়িতে বসেই পেয়ে যাবেন পছন্দের সামগ্রী। গরুমারার বনবস্তির শেফালি ঘোষ, মিতালি সাহাদের তৈরি পাট, বাঁশের সামগ্রীর বিপণন বাড়াতে এখন এই ব্যবস্থাই করেছে হস্তশিল্প সামগ্রীর উৎপাদক প্রতিষ্ঠান। যেখানে কয়েকটি স্বনির্ভর গোষ্ঠী মিলে হস্তশিল্প সামগ্রী তৈরি করে।

গরুমারা জঙ্গল লাগোয়া বিছাভাঙ্গা, সুরসুতি, সরস্বতী, ধূপঝোরা, পানঝোরার মতো বনবস্তিগুলির মহিলাদের এখন আগের মতো উপার্জন নেই। চলতি বছর থেকেই জঙ্গলে পর্যটকদের প্রবেশমূল্য মকুব করেছে বন দপ্তর। আগে এন্ট্রি ফি-র সঙ্গে থাকা হস্তশিল্প সামগ্রীর দাম ধরা থাকত। এখন নিখরচায় জঙ্গলে প্রবেশে বাধা না থাকায় স্থানীয়দের তৈরি সামগ্রীর বিক্রি হচ্ছে না। পেশাসংকটে পড়ায় উদ্যোগী হয়ে নিজেদের তৈরি সামগ্রী নিজেরাই বিক্রির উদ্যোগ নিয়েছেন।

প্রায় দুই শতাধিক মহিলা এখানকার হস্তশিল্পে যুক্ত আছেন। মাদুর থেকে পাটের ঘর সাজানোর সামগ্রী, ব্যাগ, মহিলাদের সাজসজ্জার সামগ্রী, টেবিল ম্যাট, ফুলদানির

ধূপঝোরায় নিজেদের তৈরি মাদুর দেখাচ্ছেন এক হস্তশিল্পী।

মতো নানান সামগ্রী তৈরি করছেন মহিলারা। সবিতা কুরা নামে এক মহিলা বলেন, 'নিজেরাই এখন পর্যটকদের কাছে মোবাইল নম্বর দিয়ে যোগাযোগ করি। অ্যাডভান্সে পেমেন্ট নিয়ে থাকি জিপে বা ফোন পে-র মাধ্যমে। ভালো সাড়া মিলছে।'

কিন্তু এই পর্যটকদের সঙ্গে যোগাযোগ হয় কীভাবে? বনবস্তির অনেকেই লোকনৃত্য পরিবেশন করে থাকেন পর্যটকদের কাছে। তখনই স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা তাঁদের করুণ দশার কথা তুলে ধরেন। অনেকে তখনই কিছু সামগ্রী কিনে নেন। অনেকে ফোন নম্বর নিয়ে অর্ডার করে দেন। এক হস্তশিল্প প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা সুখদেব সাহা জানালেন, এখন জঙ্গলে এন্ট্রি ফি মকুব হওয়ায় ব্যবসা লাটে উঠেছে। বনবস্তিবাসী এই গরিব মহিলাদের কী হবে? তাই তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করে সরাসরি ফোন নম্বর পর্যটকদের কাছে পাঠিয়ে বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে হস্তশিল্প সামগ্রী। ফোন, হোয়াটসঅ্যাপে অর্ডার নেওয়া হচ্ছে। স্পিড পোস্ট বা কুরিয়ারে সামগ্রী পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

গরুমারার ডিএফও দ্বিজপ্রতিম সেন বলেন, 'আগে বন দপ্তরের টিকিট কাউন্টার থেকে এন্ট্রি ফি-র মধ্যেই হস্তশিল্প সামগ্রীর দাম ধরা থাকত। এখন টোকেন ইস্যু করায় আমরা অসহায়। তাঁদের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানাচ্ছি।'

পাত্র চাই

■ ভৌমিক, মাহিষ্য, 38/5'-4", M.Sc., বেসরকারি স্কুল (জলঃ) কর্মরতা, নিঃসন্তান ডিভোর্সি (ইস্যুহীন), উজ্জ্বলবর্ণা। এরূপ পাত্রীর জন্য (ইস্যুহীন) উপযুক্ত, সুউপায়ী, নেশাহীন, সৎ বাঙালি পাত্র কাম্য (40-43)-এর মধ্যে। জলঃ/শিলিঃ অগ্রগণ্য। ঘটক/ম্যাট্রিমনি নহে। (M) 7098204732. (C/119319)

■ কায়স্থ, 37y., M.A.Pass, ফর্সা, 5'-2", উচ্চশিক্ষিত, চাকুরে পাত্র চাই। (M) 7029385410. (C/113608)

■ ব্রাহ্মণ, 29, M.A., B.Ed., 5'-1", সংগীতজ্ঞা, ফর্সা, সুমুখশ্রী, একমাত্র কন্যার সরকারি চাকুরে/সুপ্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মণ পাত্র কাম্য। উত্তরবঙ্গ অগ্রগণ্য। (M) 9883581038. (S/C)

■ ব্রাহ্মণ, 36, মাধ্যমিক, 5'-4", ফর্সা, ঘরোয়া, একমাত্র কন্যার সরকারি চাকুরে/সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, স্বঃ/অসবর্ণ, নেশাহীন পাত্র কাম্য। (M) 7908950069. (S/C)

■ মালদা নিবাসী, Gen., দাস, 34+/5'-3", M.A., B.Ed., ফর্সা, সুশ্রী, ডিভোর্সি পাত্রীর জন্য উপযুক্ত সুপাত্র চাই। (M) 8927944491. (C/119072)

■ 1980-তে জন্ম, 5'-4", M.A., ইনফরমেশন টেকনলজিতে ডিপ্লোমা, ফর্সা, স্লিম, স্মার্ট, অবিবাহিতা পাত্রীর জন্য সুচাকুরে, 50-52 মধ্যে উপযুক্ত অবিবাহিত পাত্র চাই। (M) 7001873697. (C/118730)

■ ব্রাহ্মণ, কাশ্যপ, মকর, দেব, 29+/5'-5", M.Sc., B.Ed., Health Dept. চাকরিরতা পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। No caste bar. Ph : 9475247544, 9382084797. (C/119119)

■ পাত্রী B.A., Eng.(H), 36/5', SC, SBI স্থায়ী কর্মী। এক বোন। পিতা অবসরপ্রাপ্ত SBI কর্মী। মা গৃহিণী। চাকরিজীবী/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। 6295933518. (C/118378)

■ মালদা নিবাসী, ফর্সা, সুশ্রী, কর্মকার, কায়স্থ, 28, B.Tech. in Agri. Engineer, M.Sc. in Food Science and Technology, একমাত্র কন্যা, উপযুক্ত পাত্র চাই। 9064463729. (C/119053)

■ পাত্রী বারুজীবী, 28 yrs. 5 Ft., B.Sc., ফর্সা, সুন্দরী। পিতা Retd. Cent. Govt. Employee, মাতা Housewife, সরকারি চাকরিজীবী পাত্র চাই। Mob No. 9650776723. (C/118575)

■ কায়স্থ, 26+/5', M.A., B.Ed., উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা, নৃত্য ও সংগীত শিল্পী, সুশ্রী, একমাত্র কন্যা। বাবা অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মী। কেঃ/রাজ্য সরকারি চাকরিজীবী পাত্র কাম্য। কোচবিহার। (M) 7001757820, 9064072510. (C/118186)

■ PSU Bank অফিসার, ফর্সা, ৫', M.Sc., বয়স ৩৪, ঘোষ, মধুগোল্য গোত্র। এরূপ পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র কাম্য। 7601941915, বিকাল ৫টা থেকে রাত ১০টা। (C/119087)

■ সাহা, 33, M.Tech. IIT (Delhi), 5'-2", পাত্রীর Delhi-তে কর্মরত, 20 Lakh ঊর্ধ্বে এবং SC,ST বাদে পাত্র চাই। (M) 8625708433. (S/C)

■ সাহা, 31/5'-3", সঃ চাঃ জীবী পাত্রীর জন্য প্রতিষ্ঠিত পাত্র কাম্য। (M) 9126035434. (C/119080)

■ কায়স্থ, 25+/5'-8", দেবারি, বৃশ্চিক, M.A. (H), 35 মধ্যে সুচাকুরে, লম্বা পাত্র চাই। (M) 9064966352. (K)

■ পূঃ বঃ, কায়স্থ, স্লিম, সুশ্রী, ৩৩+/৫'-৩", M.A., B.Ed., বেঃ সঃ শিক্ষিকা। যোগ্য পাত্র চাই। মোঃ 9064021249, 8944051857. (C/118577)

■ শিবগোত্র, 27+/5'-3", M.Sc., B.Ed., সরকারি চাকরিরতা, সুশ্রী পাত্রীর জন্য অনূর্ধ্ব 35, যোগ্য পাত্র কাম্য। যোগাযোগ-8373092329. (S/A)

পাত্র চাই

■ জলপাইগুড়ি নিবাসী, কায়স্থ, 28+/5', উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা, দেবারিগণ, সরকারি চাকরিজীবী (Staff Nurse), এক কানে সামান্য খুঁত রয়েছে। সঃ/বেঃ চাকরিরত উপযুক্ত পাত্র চাই। (M) 9800315277. (C/118580)

■ পাত্রী সাহা, শিক্ষিকা, 49, সরকারি চাকুরে/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। বিপত্নীক/ডিভোর্সিও চলিবে। (M) 9064641231. (S/N)

■ আলিপুরদুয়ার, কায়স্থ, সুশ্রী, ফর্সা, 29/5'-5", B.Tech. Computer শিক্ষিকা পাত্রীর জন্য সরকারি চাকরিজীবী পাত্র চাই। (M) 8016694187. (C/118189)

■ মুসলিম, ২৮/৫', রাজ্য সরকারি চাকরিরতা (গ্রুপ বি অফিসার), উত্তরবঙ্গের মধ্যে সরকারি চাকুরে পাত্র চাই (কোচবিহার অগ্রগণ্য)। ৬২৯৫৮৩৬০২৭. (C/119088)

■ কায়স্থ, সুশ্রী, ঘরোয়া, বিএ, ৩৮, দেবারি, ডিভোর্সি পাত্রীর জন্য সুচাকুরে/সুব্যবসায়ী জলপাইগুড়ির পাত্র চাই। ঘরজামাই অগ্রগণ্য। (M) 9434027098. (C/118583)

■ পাল, বাংলা M.A., 33/5', ফর্সা পাত্রীর জন্য সঃ চাকুরে/প্রঃ ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। রায়গঞ্জ। (M) 9614906228. (C/119097)

■ WB, কায়স্থ, 36+/5', M.A., B.Ed. (G), Upper Pry. (High School) Teacher (কালিয়াগঞ্জ), পিতা Rtd., একমাত্র কন্যা, ডিভোর্সি, কৃষ্ণনগর। সরকারি চাকুরে/বেসরকারি ভালো কোম্পানি। (M) 9734839731, 9734139243. (C/119097)

■ পাত্রী ব্রাহ্মণ, 39/5'-2", M.A., দেব, মিথুন, শ্যামবর্ণা, ঘরোয়া। ন্যূনতম স্নাতক, সুচাকুরে/ব্যবসায়ী, অনূর্ধ্ব 45, স্বঃ/উঃ অসবর্ণ, শিলিগুড়ি/জলপাইগুড়ি নিবাসী পাত্র চাই। (M) 9434466424 (7 P.M. - 10 P.M.). (C/119305)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, 30/5'-2", সুশ্রী, M.A. (Eng.), B.Ed., বেঃ সঃ ইংরেজিমাধ্যম স্কুলে কর্মরতা, শীল সম্প্রদায়ভুক্ত পাত্রীর জন্য স্বঃ/অসবর্ণ উপযুক্ত চাকরিজীবী/ব্যবসায়ী পাত্র চাই। পিতা অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী। সরাসরি পদবী চলিবে না। (M) 8167802821. (C/119315)

■ শিলিগুড়ি-শিবমন্দিরস্থ, বাংলায় এমএ, বিএড পাশ, ২৬ বছর, সদগোপ, ফর্সা, সুন্দরী, ঘরোয়া, চাকরি ইচ্ছুক, গৃহকর্মে নিপুণা, ৫'-8", পাত্রীর সরকারি চাকরিজীবী, নেশাহীন, সৎ পাত্র চাই। জাতিভেদ বাধা নেই। কেবলমাত্র অভিভাবক যোগাযোগ করবেন। ফোন- ৭৩৬৪৮৩২৬৭৯, ৭৩৬৪৮৩২৬০৯ (সন্ধ্যে ৬টা থেকে রাত্রি ১০টা). (C/119301)

■ ময়মনসিংহ, ক্ষত্রিয়, 30+/5'-2", হেলথে কর্মরতা সরকারি চাকরিরতা, সুশ্রী পাত্রীর জন্য উপযুক্ত সরকারি চাকুরে পাত্র কাম্য। (M) 8016690615. (C/119303)

■ বৈশ্য সাহা, জেনারেল, 27/5'-1", M.Sc., B.Ed., কোলকাতায় ইংলিশ-মিডিয়াম মাধ্যমিক স্কুলে কর্মরতা, একমাত্র কন্যার মধ্যবিত্ত পরিবারের ডাক্তার/ইঞ্জিনিয়ার, সরকারি/বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত নেশাহীন উপযুক্ত, স্বঃ/অসবর্ণ পাত্র কাম্য। কোলকাতায় চাকরিরত উত্তরবঙ্গের পাত্র অগ্রগণ্য। (M) 9432316370. (S/C)

■ ব্রাহ্মণ, 34/5'-5", শাণ্ডিল্য গোত্র, বিধবা, BCA, বর্তমানে বেঃ সঃ চাকরিরতা, উঃ বঙ্গ (মালদা, রায়গঞ্জ অগ্রগণ্য)। সুপাত্র কাম্য। WhatsApp : 6290725482. (C/119304)

■ পাল, 30/5'-3", M.A., B.Ed., উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা পাত্রীর উপযুক্ত সরকারি/বেসরকারি চাকরিজীবী পাত্র চাই। (M) 8509914223. (C/119309)

■ রাজবংশী, ২৬+/৫'-৬", M.Sc. (Chem.), B.Ed., ফর্সা, সুশ্রী পাত্রীর জন্য Govt., A/B Gr. চাকুরে পাত্র কাম্য। সরাসরি যোগাযোগ- 9832596963. (C/118192)

পাত্র চাই

■ কুণ্ডু, 29/5'-4", M.A., B.Ed., দেবারিগণ, নিম্ন মাঙ্গলিক পাত্রীর জন্য আলিপুরঃ/কোচবিহার/শিলিগুড়ি/জলপাইগুড়ি মধ্যে সরকারি চাকরিজীবী/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র চাই। (M) 8972500644. (C/118736)

■ কায়স্থ, 33, H.S. (CBSE), 5'-2", ডিভোর্সি (সন্তান আছে), সুশ্রী পাত্রীর জন্য উদারমনের পাত্র কাম্য। (M) 9126261977. (C/119313)

■ 30, প্রকৃত সুন্দরী, রেলওয়েতে কর্মরতা, পিতা-মাতা সরকারি কর্মচারী। পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। ফোন-6289645809. (K)

■ বয়স 50, সরকারি ব্যাংকে কর্মরতা, বিধবা, নিঃসন্তান পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। যোগাযোগ করুন- 6297679754. (K)

■ বাঙালি সুন্নি মুসলিম, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৭, গভঃ কলেজের নন টিচিং স্টাফ। এইরূপ পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। (M) 9874206159. (C/119127)

পাত্র চাই

■ কায়স্থ, 23/5'-3", B.A., B.Ed., সুন্দরী, গানজানা ভদ্র ফ্যামিলির পাত্রীর জন্য সঃ চাঃ/ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। 9635924555. (C/119127)

■ পাত্রী রাজবংশী, 33/5'-3", M.A. (Sanskrit), B.Ed., NET Qualified, অনূর্ধ্ব 40, সঃ চাকুরে, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, উকিল, রাজবংশী পাত্র চাই। (M) 7384427108, ঘটক নিষ্প্রয়োজন। (C/119127)

■ পাত্রী 26/5'-3", Computer Engineer, Bangalore MNC-তে কর্মরত, মা রাজবংশী, বাবা হরিয়ানার Patel, Head of Power Plant, একমাত্র কন্যার জন্য স্বঃ/অসবর্ণ PSU, Cent. Govt. কর্মরত পাত্র চাই। ঘটক নিষ্প্রয়োজন। (M) 7605028985. (C/119127)

■ WB (OBC), বয়স 29, হাইট 5'-1", Chemistry Honours, মিথুন রাশি, তুলা লগ্ন, দেবগণ, শ্যামবর্ণ, একমাত্র মেয়ের জন্য 34 বছরের মধ্যে পাত্র চাই। মোঃ 9734902143. (C/119126)

পাত্র চাই

■ জন্ম ১৯৯৫, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, শিক্ষিতা, সুন্দরী। কমিউনিটি হেলথ অফিসার পদে কর্মরতা। যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 7596994108. (C/119127)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৯, B.Tech. পাশ, MNC-তে কর্মরতা। পিতা অবসরপ্রাপ্ত ও মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। (M) 7679478988. (C/119127)

■ সাহা, 23/5'-3", সুন্দরী, ব্যবসায়ী পরিবারের ভদ্র পাত্রীর জন্য ভালো পাত্র চাই, জাতিভেদ নাই। 9593704442. (C/119128)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৫, M.A. (ইংলিশ), B.Ed. পাশ ও বর্তমানে বেসরকারি স্কুল টিচার। পিতা সরকারি চাকরিজীবী, মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। (M) 9330394371. (C/119128)

■ সরকার, 30+/5'-2", M.A., ডিভোর্সি, শ্যামবর্ণা, দেবারিগণ, পাত্রীর জন্য চাকুরে/ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। (M) 9002518594. (C/119129)

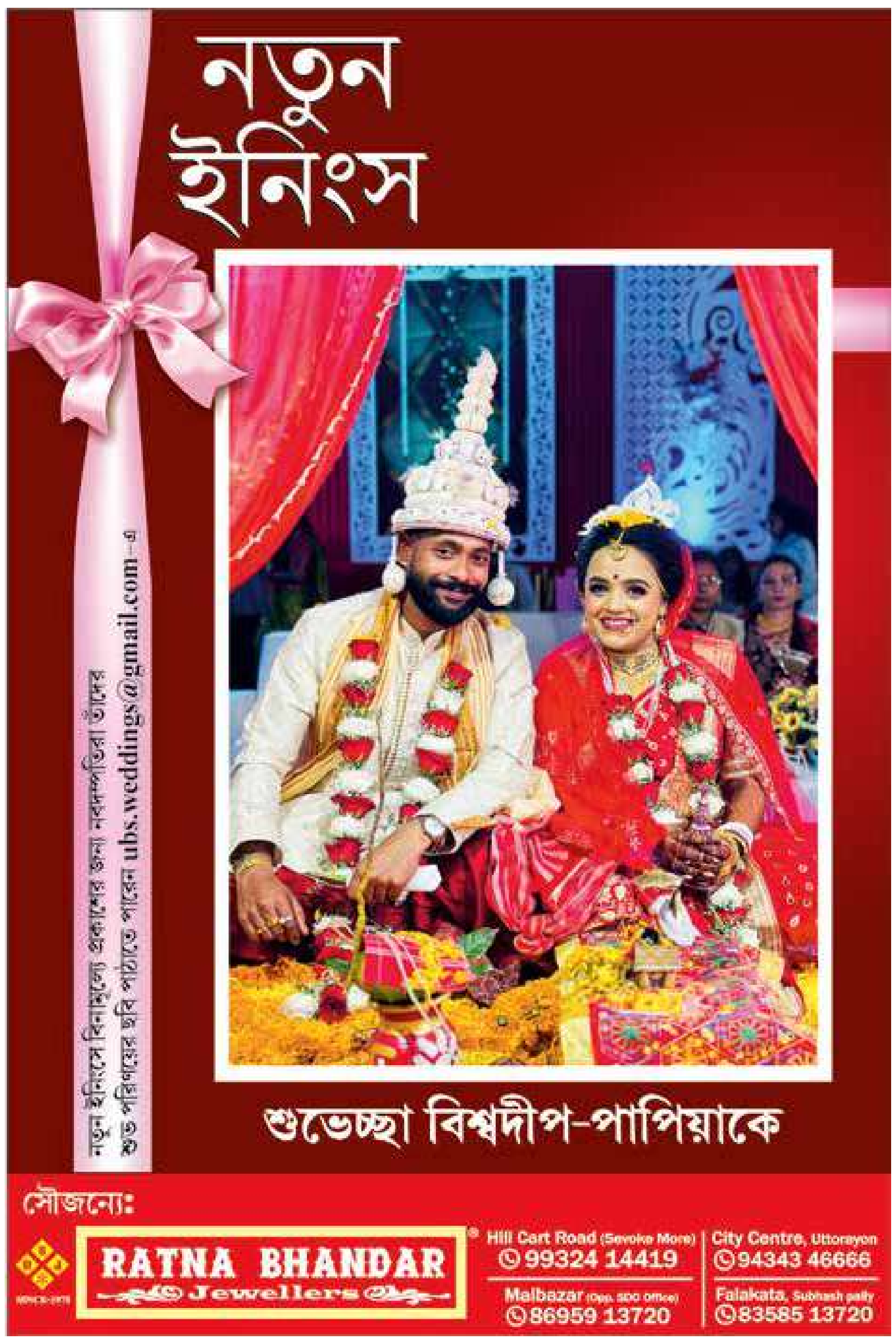

■ রুদ্রজ ব্রাহ্মণ, 31/5'-4", BDS ডাক্তার (শিলিগুড়িতে নিজস্ব চেম্বার), কনভেন্ট এডুকেটেড, ফর্সা, স্লিম, সুশ্রী পাত্রীর জন্য উপযুক্ত ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার পাত্র কাম্য। শিলিগুড়ি বা পার্শ্ববর্তী এলাকা অগ্রগণ্য। (M) 9832015615. (C/119127)

■ মাথাভাঙ্গা নিবাসী, নমশূদ্র, ২৮/৫'-২", M.A., D.El.Ed., BLIS, পাত্রীর জন্য সঃ চাঃ/প্রঃ ব্যঃ, স্ববর্ণ পাত্র চাই। 7479165780. (C/119127)

■ ডিভোর্সি, 26/5'-3", Private Tuition করায়, সুন্দরী, শিক্ষিতা, ঘরোয়া পাত্রীর জন্য সুপাত্র চাই। 9093909382. (C/119128)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৩, B.Sc., B.Ed. পাশ, গানে বিশারদ, প্রাইভেট স্কুলের শিক্ষিকা। এইরূপ ঘরোয়া পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র চাই। (M) 9874206159. (C/119127)

■ বাঙালি, নিঃসন্তান ডিভোর্সি, শিক্ষিতা, সুন্দরী, বয়স ৩৫+, গৃহকর্মে নিপুণা, পিতা অবসরপ্রাপ্ত ও মাতা গৃহবধূ। পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। সন্তান গ্রহণযোগ্য। (M) 8967180345. (C/119127)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, হিন্দু বাঙালি, স্বল্পকালীন ডিভোর্সি, ২৯, প্রাইভেট স্কুল শিক্ষিকা, পিতা রাজ্য সরকারি চাকরিজীবী, মাতা গৃহবধূ। পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। (M) 9836084246. (C/119128)

পাত্রী চাই

■ কায়স্থ (দে), B.Com., 41/5'-5", বেসরকারি চাকরি, মাতৃ-পিতৃহীন পাত্রের জন্য শিক্ষিতা, সুশ্রী, অনূর্ধ্বা 34 পাত্রী চাই। (M) 9733142800. (C/113607)

■ কায়স্থ, 34/5'-8", Axis Bank-এ কর্মরত পাত্রের জন্য রায়গঞ্জ নিবাসী ও নিকটবর্তী পাত্রী কাম্য। Mob : 8250105439. (K)

■ ব্রাহ্মণ, 32, পিতা পেনশনভোগী, একমাত্র পুত্র, রেলওয়েতে উচ্চপদে কর্মরত পাত্রের জন্য 21-26'এর মধ্যে শিক্ষিতা, সুশ্রী, ঘরোয়া, উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। (M) 9641657361. (C/118733)

পাত্রী চাই

■ কায়স্থ, 32/5'-7", LLB পাশ, নামী প্রাইভেট কোম্পানিতে কর্মরত, নিজস্ব প্রতিষ্ঠিত ব্যবসা আছে। মোটামুটি সুন্দরী পাত্রী চাই। অভিভাবকরা যোগাযোগ। আলিপুরদুয়ার-9064806223. (C/118731)

■ মালদা নিবাসী, মিত্র, কায়স্থ, তুলা রাশি, দেবগণ, মাঙ্গলিক, 34+/5'-8", B.Tech. ইঞ্জিনিয়ার, কলিকাতায় কর্মরত। উপযুক্ত পাত্রী চাই। কর্মরতা চলবে। (M) 9474473843, 7872258930. (C/119054)

■ জলপাইগুড়ি নিবাসী, ভারতীয় রেলওয়েতে কর্মরত, বয়স ৩২/৫'-৭", ব্রাহ্মণ পাত্রের জন্য শিক্ষিত, সুশ্রী, ঘরোয়া ব্রাহ্মণ পাত্রী কাম্য। জলপাইগুড়ি জেলা অগ্রগণ্য। (M) 9609912715, 6295187769. (C/118563)

■ Retd. Govt. Emp.-র একমাত্র পুত্র, ব্রাহ্মণ, 29+/5'-8", দেবগণ, মাঙ্গলিক, কাশ্যপ, Pvt. Bank Emp., জলপাইগুড়ি নিবাসী পাত্রের জন্য ব্রাহ্মণ সুপাত্রী কাম্য। Mob : 7679174367, 8918561322. (C/118673)

■ কায়স্থ, 35, একমাত্র ছেলে (মাথায় চুল কম আছে), B.A.(H), প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী (Press Digital), 26-30 মধ্যে মধ্যবিত্ত, ঘরোয়া পাত্রী কাম্য। 9733335413, 9434891526. (M/G)

■ ব্রাহ্মণ, সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, 27/5'-6", স্নাতক, পিতা কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মী, নিজস্ব দ্বিতল বাড়ি, একমাত্র পুত্রের জন্য পাত্রী চাই। Ph : 9749398141. (C/119085)

■ ব্রাহ্মণ, 32, স্নাতক, 5'-8", দেবারিগণ, ব্যবসায়ী পাত্রের অনূর্ধ্বা 27, ঘরোয়া, ব্রাহ্মণ পাত্রী কাম্য। (M) 9749521071. (S/C)

■ বারুজীবী, 36/5'-7", দেবারিগণ, B.Tech., MBA, হায়দ্রাঃ কর্মরত, ইস্যুলেস ডিভোর্সি, মাঙ্গলিক পাত্রের জন্য সুশ্রী, নম্র, শিক্ষিতা পাত্রী চাই। আলিঃ/কোচঃ/ময়নাগুড়ি/জলঃ/উঃ বঃ অগ্রগণ্য। 9635885649. (C/118732)

■ শিলিগুড়ির B.Com., 35/5'-4", বেঃ সঃ সংস্থায় কর্মরত, ব্রাহ্মণ পাত্রের জন্য ঘরোয়া পাত্রীর সন্ধান চাই। 9832047522. (C/119077)

■ WB, ৪২/৫'-৭", কুম্ভকার, নরগণ, সিংহ রাশি, বেঃ সঃ ম্যানেজার পদে চাকরিরত পাত্রের জন্য কলকাতায় বিবাহ করতে ইচ্ছুক, সুশ্রী, উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। কোনও বিবাহ প্রতিষ্ঠান ও ঘটক কাম্য নয়। M+Wapp-7044007049. (K)

■ পাত্র কায়স্থ, ৩১, MBBS, সরকারি ডাক্তার, মেডিকেল অফিসার, সুন্দরী/চাকুরে/MBBS পাত্রী চাই। (M) 9083527580. (C/118581)

■ কায়স্থ, মাঙ্গলিক, দেবগণ, 32+/5'-6", MBA, MNC-তে H.R., ন্যূনতম স্নাতক, সুশ্রী, কায়স্থ পাত্রী চাই। 9733228905. (P/S)

■ দত্ত (স্বর্ণবণিক), ৩১ বছর, গ্র্যাজুয়েট (H), মেডিকেল রিপ্রেজেনটেটিভ, শিলিগুড়ি নিবাসী পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। ঘটক নিষ্প্রয়োজন। মোঃ 9832328130. (C/119086)

■ ব্রাহ্মণ, 40, স্নাতক, 5'-3', বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত, বিপত্নীক পাত্রের বিধবা পাত্রী অগ্রগণ্য। (M) 8695153793. (S/C)

■ শিলিগুড়ি, 29/5'-8", B.Tech. Engineer, একমাত্র ছেলের জন্য সুন্দরী পাত্রী চাই। (M) 6297076867. (C/119090)

■ পাত্র কায়স্থ, বয়স-40, উচ্চতা 5'-5", H.S.Pass, দক্ষিণ দিনাজপুর বালুরঘাটের বাসিন্দা, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্রের জন্য স্নাতক, ঘরোয়া, অনূর্ধ্ব 33 বৎসর-এর মধ্যে সুপাত্রী কাম্য। উত্তরবঙ্গবাসী অগ্রগণ্য। Mo. 9647849115. (C/119094)

■ ব্রাহ্মণ, 42+/5'-6", B.A., সেলস ও মার্কেটিং (মেডিসিন), NGO, সুশ্রী, অনূর্ধ্ব 39 পাত্রী কাম্য। SC/ST বাদে। (M) 9339104636. (C/119097)

পাত্রী চাই

■ পাত্র নমশূদ্র, বয়স 31/5'-6", স্নাতক, ব্যবসা, সুন্দরী পাত্রী কাম্য। যে কোনও কাস্ট চলিবে। যোগাযোগ- 9832095130. (C/119306)

■ পাত্র ইঞ্জিনিয়ার, রায় (Gen.), 32, ফালাকাটা নিবাসী, উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। কোনও Matrimony যোগাযোগ করবেন না। Ph : 7551812147. (C/119302)

■ কায়স্থ, ৩২/৫'-৬", B.Tech. (পাশ), Civil, Coaching Centre-এর Tutor Politechnic ও নিজস্ব ব্যবসা। বাবা অবসরপ্রাপ্ত সঃ কর্মচারী। পাত্রের জন্য 20 ঊর্ধ্বে, শিক্ষিতা, সুন্দরী পাত্রী কাম্য। কোচবিহার অগ্রগণ্য। (M) 9851146036. (C/118191)

■ পাত্র কায়স্থ, 35+/5'-9", MCA, আংশিক মাঙ্গলিক, মিঃ ডিভোর্সি, Bengaluru-তে IT Sector-এ কর্মরত। পারিবারিক মূল্যবোধের বিশ্বাসী, সুশিক্ষিতা, Registry বিবাহে আগ্রহী। Bengaluru-তে কর্মরতা, ডিভোর্সি/অবিবাহিতা পাত্রীর (উভয়বঙ্গের), মাতা-পিতারা সরাসরি যোগাযোগ করিবেন। (M) 9474385953. (M/M)

■ কায়স্থ (নাগ), 31/5'-8", আলিপুরদুয়ার শহর নিবাসী, সাউথ ইস্টার্ন রেলে ইঞ্জিনিয়ার পদে কর্মরত পাত্রের জন্য ফর্সা, সুশ্রী, ২৩-২৮'এর মধ্যে 5'-4"-এর ওপরে রাক্ষসগণ ব্যতীত, উত্তরবঙ্গের মধ্যে গ্র্যাজুয়েট পাত্রী চাই। (M) 9434137964. (C/118735)

■ কায়স্থ, উচ্চপদস্থ সরকারি চাকরি, স্বল্পদিনের ইস্যুহীন ডিভোর্সি। ফর্সা, সুশ্রী, 36-42'এর B.A./H.S. পাশ, অবিবাহিতা পাত্রী চাই। (M) 7319077182. (C/119125)

■ 34/5'-6", কায়স্থ, MBA, বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত, একমাত্র পুত্রের জন্য ফালাকাটা সংলগ্ন পাত্রী কাম্য। মা পেনশনভোগী। 8597519854. (B/S)

■ কায়স্থ, ৪৩/৫'-৩", ইংরেজি-মাধ্যম স্কুল শিক্ষক পাত্রের জন্য ৩০-৩৮'এর মধ্যে ঘরোয়া, সুন্দরী পাত্রী কাম্য। চলভাষ-7076391485. (C/119311)

■ নমঃ, এক পুত্র, 36+/5'-8", দ্বিতল বাড়ি, বিত্তবান। সুন্দরী, শিক্ষিতা, 28/30 মধ্যে পাত্রী চাই। (M) 7872835973. (C/118586)

■ EB, কায়স্থ, কুম্ভ, 39/5'-11", সুদর্শন, 50,000/- PM, 18-34 পাত্রী চাই। 9330339105. (C/119314)

■ ভিনরাজ্যে কর্মরত, অধ্যাপক। কায়স্থ, ৫'-৮", তুলা, দেবারি, শিলিগুড়ির বাসিন্দা। একমাত্র সন্তান। অনূর্ধ্ব ২৬, পাত্রী কাম্য। বাবা-মা যোগাযোগ-9733300200.

■ সাহা, 33/5'-8", শিলিগুড়ি নিবাসী, সিপলা কোম্পানিতে কর্মরত পাত্রের জন্য সুপাত্রী চাই। (M) 9641480868. (C/119126)

■ 34/5'-10", B.Tech., MNC উচ্চপদে কর্মরত, 30 LPA, একমাত্র পুত্রের জন্য শিক্ষিত, কর্মরতা পাত্রী কাম্য। উত্তরবঙ্গ নিবাসী অগ্রগণ্য। Caste no bar. 8653243203. (C/119127)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী একমাত্র পুত্র, 37/5'-10", MBA, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, স্বল্পকালীন বিবাহে ডিভোর্সি পাত্রের জন্য ডিভোর্সি/অবিবাহিত পাত্রী কাম্য। 9635026555. (C/119127)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, 35/5'-10", MBA, কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মরত পাত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। 8016232769. (C/119127)

■ বাঙালি সুন্নি মুসলিম, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৮, M.Tech. পাশ করে ব্যাঙ্গালোর-এর MNC-তে কর্মরত পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। (M) 9874206159. (C/119127)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, ২৯, M.Tech. রেলওয়েতে উচ্চপদে কর্মরত। পিতা-মাতা অবসরপ্রাপ্ত সরকারি চাকরিজীবী। এইরূপ প্রতিষ্ঠিত পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। (M) 9874206159. (C/119127)

পাত্রী চাই

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ডিভোর্সি, ৪৫+, সেন্ট্রাল গভঃ চাকরিরত। মাতা মৃত, পিতা সেন্ট্রাল গভঃ অবসরপ্রাপ্ত। পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। সন্তান গ্রহণযোগ্য। (M) 8967180345. (C/119127)

■ বয়স ৩৫, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, পাত্র ইনকামট্যাক্স ইন্সপেক্টর পদে কর্মরত। এইরূপ পরিবারের উপযুক্ত পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। (M) 7596994108. (C/119127)

■ ডিভোর্সি, 33, Cent. Govt. Rail-এর গেজেটেড অফিসার, একমাত্র ছেলের জন্য উপযুক্ত পাত্রী চাই। 9734488572. (C/119128)

■ ঘোষ, 29, M.Tech., Central গভঃ Electrical ইঞ্জিনিয়ার পাত্রের জন্য ভালো পরিবারের ঘরোয়া বা চাকরিরতা পাত্রী চাই। 9733066658. (C/119128)

■ Gen., 33/5'-8", M.Sc., Govt. BDO অফিসার পদে কর্মরত, ভদ্র, নেশাহীন পাত্রের জন্য সুপাত্রী চাই (পাত্রী গরিব হলেও চলিবে)। 9432076030. (C/119128)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ডিভোর্সি, ৩২, M.Tech. পাশ, সেন্ট্রাল গভঃ-এর অধীন ইন্ডিয়ান রেলওয়েতে কর্মরত। পিতা অবসরপ্রাপ্ত গভঃ চাকরিজীবী, মাতা গৃহবধূ। পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। (M) 9836084246. (C/119128)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ব্রাহ্মণ, M.Tech. পাশ, CPWD-তে কর্মরত, ৩১, পিতা অবসরপ্রাপ্ত গভঃ চাকরিজীবী, মাতা গৃহবধূ। একমাত্র পুত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। (M) 9330394371. (C/119128)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, কায়স্থ, ৩৮/৫'-৬", প্রাইঃ হাসপাতালের ম্যানেজার পাত্রের জন্য অনূর্ধ্ব ৩৪, শিক্ষিত, ঘরোয়া সুপাত্রী চাই। 8170028064. (C/119039)

■ জলপাইগুড়ি নিবাসী, ৩৬, M.Tech. পাশ এবং নামী MNC-তে কর্মরত। পিতা অবসরপ্রাপ্ত ও মাতা গৃহবধূ। পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। (M) 7679478988. (C/119128)

■ রাজবংশী, জলপাইগুড়ি নিবাসী, ২৯, B.Tech. পাশ করে সেন্ট্রাল গভঃ চাকরিজীবী। পিতা অবসরপ্রাপ্ত, মাতা গৃহবধূ। পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। দাবিহীন। (M) 7679478988. (C/119128)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, রাজবংশী, ৩৮, সেন্ট্রাল গভঃ চাকরিজীবী। পিতা ও মাতা অবসরপ্রাপ্ত। এইরূপ পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। (M) 7679478988. (C/119128)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, 42/5'-4", B.Com., নিজস্ব বাড়ি, পাত্রের জন্য মধ্যবিত্ত ঘরের, শিক্ষিতা, সুশ্রী পাত্রী কাম্য। শিলিগুড়ি সংলগ্ন। (M) 9734823086. (C/119129)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, 34/5'-9", M.A., LLB, ট্যাক্স কন্সালট্যান্ট পাত্রের জন্য সুমুখশ্রী পাত্রী কাম্য। (M) 8016560396. (C/119129)

■ কায়স্থ, ৩৬/৫'-৭", এমএ ডাবল, ডিএলএড, একমাত্র ছেলে, কনট্রাকচুয়াল হাইস্কুল শিক্ষক ও সাংবাদিক পাত্রের জন্য শিক্ষিতা, জেনারেল কাস্ট পাত্রী চাই। যোগাযোগ-9800902443, সন্ধে ৬টা থেকে ৯টা। (N/M)

■ ব্রাহ্মণ, 32/5'-8", সুশ্রী, ফর্সা, ট্রিপল এমএ, ডিএলইডি, বেঃ সঃ মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষক। সুন্দরী, নম্র স্বভাবের পাত্রী চাই। মোঃ 9093670692. (D/S)

বিবাহ প্রতিষ্ঠান

■ একমাত্র আমরাই পাত্রপাত্রীর সেরা খোঁজ দিই মাত্র 799/-, Unlimited Choice. (M) 9038408885. (C/119127)

ঘটক চাই

■ বিশ্বস্ত ঘটক চাই। শিলিঃ/জলপাইঃ/কোচঃ অগ্রগণ্য। মোবাইল- 7827501579. (K)

রোজগারমেলা ২.০-তে বক্তব্য রাখছেন রাজ্যসভার সাংসদ হর্ষবর্ধন শ্রিংলা। শনিবার। ছবি : জয় মণ্ডল / অন অ্যাসাইনমেন্ট

জমজমাট রোজগারমেলা

কেউ চাকরি পেলেন, কেউ থাকলেন অপেক্ষায়

> অন্তত তিন হাজার কর্মসংস্থান হবে বলে মনে করছি। রাজ্যপাল সফল প্রার্থীদের হাতে নিয়োগপত্র তুলে দেবেন।
> – হর্ষবর্ধন শ্রিংলা *সভাপতি, দার্জিলিং ওয়েলফেয়ার সোসাইটি*

শিলিগুড়ি, ১৫ নভেম্বর : দার্জিলিং ওয়েলফেয়ার সোসাইটির উদ্যোগে শনিবার থেকে শিলিগুড়ির সেলেসিয়ান কলেজে শুরু হল রোজগারমেলা ২.০। দু'দিনের এই মেলায় প্রথম দিন ২১৭৪ জন চাকরীপ্রার্থী অংশগ্রহণ করেন। দ্বিতীয় দিন অর্থাৎ রবিবার আরও ছেলেমেয়ে মেলায় অংশগ্রহণ করবেন বলে আয়োজকরা জানিয়েছেন। প্রথম দিন যেসব বিভিন্ন সংস্থার তরফে চাকরীপ্রার্থীদের নির্বাচিত করা হয়েছে রবিবার তাঁদের হাতে নিয়োগপত্র তুলে দেবেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। এছাড়াও রবিবার নিয়োগ প্রক্রিয়ায় যাঁরা নির্বাচিত হবেন তাঁদের হাতেও নিয়োগপত্র তুলে দেবেন রাজ্যপাল।

রোজগারমেলা ২.০-তে অতিথিদের বরণ। শনিবার। ছবি : জয় মণ্ডল / অন অ্যাসাইনমেন্ট

রোজগারমেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যসভার সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য। এছাড়াও ছিলেন দার্জিলিং ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সভাপতি তথা রাজ্যসভার সাংসদ হর্ষবর্ধন শ্রিংলা, জলপাইগুড়ির সাংসদ ডাঃ জয়ন্ত রায়, বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায় ও আনন্দময় বর্মন। মঞ্চ থেকেই রাজ্যের বেকারত্ব নিয়ে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে কটাক্ষ করেন শমীক। তাঁর কথায়, 'শিল্পপতিরা পশ্চিমবঙ্গ থেকে পাততাড়ি গুটিয়ে অন্য রাজ্যে চলে যাচ্ছেন। চাকরি নেই, বেকারত্ব বেড়ে চলেছে। রাজ্যটা অনুপ্রবেশকারীদের দখলে চলে গিয়েছে।'

এদিন রোজগারমেলায় ৬০টির বেশি সংস্থার প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। যার মধ্যে গাড়ি নির্মাতা, চিকিৎসা সম্পর্কিত, বিমান, ব্যাংক, নির্মাণ, আইটি, পর্যটনের মতো বিভিন্ন ধরনের বিশ্বমানের সংস্থার প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। চাকরীপ্রার্থীদের যোগ্যতা ও চাহিদা অনুযায়ী নির্দিষ্ট সংস্থায় তাঁদের সাক্ষাৎকারের সুযোগ করে দেওয়া হয়।

উত্তর দিনাজপুরের চোপড়া থেকে রোজগারমেলায় এসেছিলেন ২২ বছর বয়সি মানিক রায়। এদিন তিনটি সংস্থায় ইন্টারভিউ দেন তিনি। প্রথম দুটি ইন্টারভিউতে চাকরি পাকা না হলেও তৃতীয় সাক্ষাৎকারে একটি চারচাকার গাড়ির সংস্থা তাঁকে বাছাই করে। চাকরি পাওয়ায় হাসি ফুটেছে মানিকের মুখে। তিনি বলেন, 'রবিবার ফের ডাকা হয়েছে। ওই দিন নিয়োগপত্র দেওয়া হবে।' কলকাতার বাসিন্দা হলেও বাবার চাকরির সূত্রে শিলিগুড়িতে থাকেন পৃথ্বীশ মজুমদার। সেলেসিয়ান কলেজের ছাত্র পৃথ্বীশ এদিন চাকরির জন্য জীবনে প্রথম ইন্টারভিউতে অংশ নেন। দুটি সংস্থা তাঁকে চাকরির জন্য বাছাই করে। পৃথ্বীশের কথায়, 'আগামীকাল চাকরির নিয়োগপত্র দেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছে। কোন সংস্থার কাজে যোগ দেব তা পরে ঠিক করব।'

জীবনে প্রথমবার চাকরির জন্য ইন্টারভিউ প্রক্রিয়ায় অংশ নেওয়ার আগে স্নায়ুর চাপে ভুগছিলেন কোচবিহারের মেখলিগঞ্জের বাসিন্দা মিন্টু বর্মন। তবে, এদিন তাঁকে বাছাই করেনি কোনও সংস্থা। মিন্টু অবশ্য হাল ছাড়তে নারাজ। তিনি বলেন, 'একটি সংস্থা জানিয়েছে দিন কয়েক পরে তারা ফোন করে চাকরি হবে কি না সেটা জানাবে বলেছে। সেই আশাতে রয়েছি।'

এদিকে মেলায় আয়োজক তথা সংস্থার সভাপতি হর্ষবর্ধনের বক্তব্য, 'অন্তত তিন হাজার কর্মসংস্থান হবে বলে মনে করছি। রাজ্যপাল সফল প্রার্থীদের হাতে নিয়োগপত্র তুলে দেবেন।'

দিনভর

শনিবার থেকে শিলিগুড়ির সেলেসিয়ান কলেজে শুরু হল রোজগারমেলা ২.০

প্রথম দিন ২১৭৪ জন চাকরিপ্রার্থী অংশগ্রহণ করেন

তাঁদের মধ্যে অনেকেই বিভিন্ন সংস্থায় নিয়োগ পেয়েছেন

রবিবার তাঁদের হাতে নিয়োগপত্র তুলে দেবেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস

দ্বিতীয় দিনে অংশগ্রহণ করবেন আরও কর্মপ্রার্থী

একা হাতিতে রক্ষে নেই, দোসর বাঁদর

রাজু সাহা

শামুকতলা, ১৫ নভেম্বর : হাতির হানা তো নিত্যদিনের ঘটনা। কিন্তু এখন জঙ্গল লাগোয়া বাসিন্দাদের কাছে হাতির দোসর হয়ে দাঁড়িয়েছে বাঁদর। ঝাঁকে ঝাঁকে বাঁদর হানা দিচ্ছে গ্রামে। তাতেই জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের পূর্ব বিভাগের বনাঞ্চল লাগোয়া ছিপড়া, ছোট চৌকিরবস, স্কুলডাঙ্গা গ্রামের বাসিন্দাদের। লাগাতার হাতির হানা এবং বাঁদরের উৎপাত রোধে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি তুলেছেন বাসিন্দারা।

বাসিন্দাদের অভিযোগ, রাতে বুনো হাতি হানা দিলে, বাঁদরের দল হানা দিচ্ছে দিনে। বুনো হাতির দল রাতে গ্রামে এসে খেতের ফসল, কলা বাগান, সুপারি বাগান নষ্ট করে দিচ্ছে, ঘরবাড়ি ভাঙছে। অন্যদিকে, আবার দিনে বাঁদরের দল ঝাঁকে ঝাঁকে এসে খেতের ফসল তো নষ্ট করছেই সেইসঙ্গে ঘরে ঢুকে এটা সেটা নিয়ে পালাচ্ছে। এমনকি রান্না করা খাবারও নিয়ে পালাচ্ছে বাঁদরের দল। এই অবস্থায় বুনোদের হানা রুখতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি তুলেছেন বাসিন্দারা।

ছিপড়া গ্রামের বাসিন্দা সুমন্ত নার্জিনারি জানান, ধান কাটা চলছে। সেই ধানের লোভে প্রতি রাতে বুনো হাতির দল হানা দিচ্ছিল গ্রামে। গত এক সপ্তাহে প্রায় ৭ বিঘা জমির ধান গাছ, তিন বিঘা কলা বাগান খেয়ে সাফ করেছে। সুপারি বাগানও তছনছ করেছে ওই হাতির দল। হল্লা ও পটকা এবং মশালকে তোয়াক্কা না করে প্রতিদিন বুনো হাতির দল হানা দেওয়ায় রাতে ঘুমোতে পারছেন না। ফসল ও বাড়িঘর রক্ষা করতে রাত জেগে গ্রাম পাহারা দিতে হচ্ছে। দিনে আবার হানা দিচ্ছে বাঁদর। স্কুলডাঙ্গার বাসিন্দা অম্লান দাস বলেন, 'রাতে হাতির দল হানা দিচ্ছে। দিনের আলো ফুটতেই দলবেঁধে বাঁদর এসে হানা দিচ্ছে চাষের জমিতে। খেতের লাউ, আলু, কলা তো খাচ্ছেই সেইসঙ্গে গ্রামবাসীদের রান্নাঘরেও হানা দিচ্ছে ওই বাঁদরের দল। রান্না করা খাবারও খেয়ে নিচ্ছে সেগুলি। এমনকি ছোটখাটো বাসনপত্র, জামাকাপড়, সাবান পর্যন্ত নিয়ে চম্পট দিচ্ছে।' গ্রামবাসীরা জানালেন, দলবেঁধে গ্রামে ঢুকেই কলা ও লাউখেতে হানা দিচ্ছে। আবার কখনও ঘরের চালে বা গাছের ডালে ওঁত পেতে বসে থাকে বাঁদররা। সুযোগমতো নেমে এসে এটা সেটা নিয়ে আবার গাছের মগডালে উঠে পড়ছে। হাতের থেকে খাবারও ছোঁ মেরে নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। গুলতি মেরেও তাড়ানো যাচ্ছে না।

রেঞ্জ অফিসার দেবাশিস মণ্ডল জানান, বুনো হাতির হানা রোধে গ্রামের চারপাশে বিদ্যুতের তারের বেড়া, সার্চলাইট এবং পটকা দেওয়া হচ্ছে। বাঁদরের হানা রোধ করা খুব কঠিন।

শৈশব ও আনন্দ

ফরাক্কা সংলগ্ন এলাকায় ছবিটি তুলেছেন রাজু দাস।

তিন জেলায় তৈরি হবে ২০০ ফুটব্রিজ

নাশকতা রুখতে উদ্যোগী রেল

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ১৫ নভেম্বর : রেলসেতুতে নাশকতার পরিকল্পনা ভেস্তে দেওয়ার পাশাপাশি সেতুর ওপর নজরদারি ব্যবস্থা জোরদার করতে রেলসেতুগুলিতে ফুটব্রিজ তৈরির পরিকল্পনা ঘোষণা করল উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জলকিশোর শর্মা বলেন, '২০২৫ সাল থেকে ২০৩০ সাল উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের তরফে রেলসেতুর পাশে ৪৫২টি ফুটব্রিজ নির্মাণ করা হবে। যার মধ্যে উত্তরবঙ্গের তিন জেলায় আলিপুরদুয়ার রেল ডিভিশনে তৈরি হবে ২০০টি ফুটব্রিজ।'

রেলসেতু লাগোয়া এলাকায় ট্রেন দুর্ঘটনা ঘটে। সে সময় যাত্রীদের উদ্ধার কিংবা রেলকর্মী, ইঞ্জিনিয়ারদের রেলসেতুর পরিকাঠামো উন্নয়ন কিংবা রক্ষণাবেক্ষণের কাজে খুব সমস্যা হয় ফুটব্রিজ না থাকায়। তাছাড়া বিভিন্ন সময়ে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে নাশকতামূলক ঘটনার পর নিরাপত্তা ব্যবস্থাও বাড়ানো হয়। সেসময় প্রত্যন্ত রেলসেতুগুলোর পাশে ফুটব্রিজ না থাকাতে রেলওয়ে প্রোটেকশন ফোর্স বা অন্য কেন্দ্রীয় নিরাপত্তাবাহিনীর পক্ষে নজরদারি, টহল চালানোর কাজেও সমস্যা হয়। এমনকি সংশ্লিষ্ট রেলসেতুতে তল্লাশি চালানোর কাজেও হিমসিম খেতে হয় কেন্দ্রীয় নিরাপত্তাবাহিনীকে। একদিকে রেলের রক্ষণাবেক্ষণ ও দেখভাল, অন্যদিকে, নিরাপত্তাবাহিনীর নজরদারির সুবিধার্থে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের তরফে এই উদ্যোগ, জানালেন কপিঞ্জলকিশোর।

> ২০২৫ সাল থেকে ২০৩০ সাল উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের তরফে রেলসেতুর পাশে ৪৫২টি ফুটব্রিজ নির্মাণ করা হবে। যার মধ্যে উত্তরবঙ্গের তিন জেলায় আলিপুরদুয়ার রেল ডিভিশনে তৈরি হবে ২০০টি ফুটব্রিজ।
> **কপিঞ্জলকিশোর শর্মা** *মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল*

আলিপুরদুয়ারের সাংসদ মনোজ টিগ্গা এবং জলপাইগুড়ির সাংসদ জয়ন্ত রায় এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন। শিলিগুড়ির পর থেকে আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহারের অসম সীমানা পর্যন্ত প্রচুর রেলসেতু রয়েছে। অনেকসময় স্থানীয়রা রেলসেতুর ওপর লাইন ধরে হাঁটতে গিয়ে দুর্ঘটনার কবলে পড়েন। ফুটব্রিজ তৈরি হলে এই ধরনের দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব, মত সাংসদদের।

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল তাদের অধীনে মোট ৯৪৩টি রেলসেতুর সঙ্গে ফুটব্রিজ নির্মাণের জন্য জায়গা চিহ্নিত করেছে। যার মধ্যে ৩৮২টি ফুটব্রিজের কাজ শেষ হয়েছে। ২০২৪-'২৫ অর্থবর্ষে ৩২টি ফুটব্রিজের কাজ শুরু হয়েছে। চলতি আর্থিকবর্ষে ১০৯টি ফুটব্রিজ তৈরির লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছিল। সেগুলোর মধ্যে ৪৯টির কাজ শুরু হয়েছে। অন্যদিকে, ২০২৫-'৩০ পর্যন্ত আরও ৪৫২টি ফুটব্রিজ তৈরির পরিকল্পনা রয়েছে। যার মধ্যে আলিপুরদুয়ার রেল ডিভিশনেই তৈরি করা হবে ২০০টি ফুটব্রিজ।

জয় জোহরমেলা নিয়ে তৃণমূলে দ্বন্দ্ব

গঙ্গারামপুর, ১৫ নভেম্বর : ফের প্রকাশ্যে তৃণমূলের দ্বন্দ্ব। এবার জয় জোহরমেলাকে কেন্দ্র করে গঙ্গারামপুরে ব্লকে দলের অন্তর্কলহ সামনে এসেছে। দলের প্রাক্তন জেলা সভাপতি তথা জেলা পরিষদের সভাপতি মৃণাল সরকার জানান, আদিবাসী সমাজকে যথাযথ গুরুত্ব না দেওয়া এবং জনপ্রতিনিধিদের উপেক্ষা করার অভিযোগ তুলে এ বছর মেলা বয়কট করেছেন গঙ্গারামপুর ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বিউটি সরকার, সমিতির সদস্য ছবি মুর্মু, বুধী তির্কি এবং জেলা পরিষদের সদস্য ঝর্না কর্মকার, রেজিনা বিবি।

শনিবার গঙ্গারামপুর ব্লকের মালিপাড়া হাইস্কুল মাঠে গঙ্গারামপুর ব্লক প্রশাসন এবং গঙ্গারামপুর পঞ্চায়েত সমিতির তরফে জয় জোহরমেলার সূচনা করা হয়। সেই মেলায় আমন্ত্রণ জানানো হলেও বেশ কয়েকজন জনপ্রতিনিধি মেলাতে আসেননি বলে জানা গিয়েছে। দলের একটি সূত্রে খবর, দলের বর্তমান জেলা সভাপতি সুভাষ ভাওয়ালের বিপরীত গোষ্ঠীর জনপ্রতিনিধিরা এদিনের মেলার সূচনায় আসেননি।

মৃণাল বলেন, 'প্রতি ব্লকে আদিবাসী সমাজের কমিটি থেকে অনুষ্ঠান পরিচালনার কথা থাকলেও গঙ্গারামপুরেই সেটি মানা হয়নি। তাছাড়া আদিবাসী সমাজের প্রতিনিধিদের আহ্বান জানানো হয়নি মেলায়। সে কারণেই গঙ্গারামপুর পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদের বেশিরভাগ জনপ্রতিনিধি এই অনুষ্ঠান বয়কট করেছেন।'

যদিও আমন্ত্রণ না জানানোর অভিযোগ মানতে নারাজ গঙ্গারামপুর ব্লকের বিডিও অর্পিতা ঘোষাল। তাঁর বক্তব্য, 'উনি কী বলেছেন, আমার জানা নেই। তবে প্রশাসনের তরফে সকলকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।'

এদিকে, প্রাক্তন সভাপতির এমন অভিযোগকে পাত্তা দিতে নারাজ বর্তমান সভাপতি সুভাষ। নাম না নিয়ে প্রাক্তন সভাপতিকে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, 'এই মেলাগুলো পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি এবং বিডিওর তত্ত্বাবধানে হয়ে থাকে। তাছাড়া বিডিও সকলকে নিমন্ত্রণ জানিয়েছেন।'

এখানে মেঘ গাভীর মতো চরে

অপরূপ কাঞ্চনজঙ্ঘা।। সান্দাকফু থেকে ফালুট যাওয়ার পথে সুশান্ত পালের তোলা ছবি।

পিছোল ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

নিউজ ব্যুরো

১৫ নভেম্বর : আপাতত স্থগিত হয়ে গেল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শীতকালীন বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। গ্রাম পঞ্চায়েত স্তর থেকে রাজ্য স্তরের প্রতিটি খেলা অনিবার্য কারণে স্থগিত রাখার কথা জানিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ। শনিবার এই মর্মে নির্দেশিকা জারি হয়। ইতিমধ্যে এসআইআর-এর জন্য বিভিন্ন স্কুল থেকে বহু শিক্ষক বিএলও-র দায়িত্ব পেয়েছেন। আবার ডিসেম্বরের মাঝামাঝি স্কুলগুলিতে তৃতীয় পর্বের মূল্যায়ন পরীক্ষা হবে। এই পরিস্থিতিতে কীভাবে এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করা যেতে পারে, প্রশ্ন উঠেছিল।

প্রকাশিত হল
WBTA
WEST BENGAL TEACHERS' ASSOCIATION
MADHYAMIK 2026
TEST PAPERS
প্রশ্নের বিভ্রান্তি নয়, সেরা প্রশ্নের সেরা সংযোজন
নকল থেকে সাবধান উত্তরসহ
শিক্ষা প্রকাশন 9874310175
১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০০৯

'লক্ষ্মীকান্তপুর লোকাল'-এ শুভঙ্করের গান

অসীম বর্মন

বালুরঘাট, ১৫ নভেম্বর : নাটক, সাংস্কৃতিক শহর বালুরঘাট। সেই বালুরঘাটের নাম আরও উজ্জ্বল করলেন শহরের ছেলে শুভঙ্কর চৌধুরী। ২১ নভেম্বর মুক্তি পাবে জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত চলচ্চিত্র পরিচালক রামকমল মুখোপাধ্যায়ের নতুন ছবি 'লক্ষ্মীকান্তপুর লোকাল'। এই সিনেমার দুটি গান শুভঙ্করের লেখা। তার মধ্যে আইটেম সং 'দিল্লি কা তুফান' ইতিমধ্যে ইউটিউবে মুক্তি পেয়ে দর্শক মহলে সাড়া ফেলেছে।

বালুরঘাটের সাহেব কাছারির বাসিন্দা শুভঙ্কর। তাঁর বাবা সুশান্ত চৌধুরী ব্যবসায়ী, মা রাখি চৌধুরী ছিলেন শিক্ষাকর্মী। লকডাউনের পরে বালুরঘাটে ফিরে এসে শর্ট ফিল্ম নিয়ে কাজ শুরু করেন বরাবরের এই কৃতী। তিনি পেশাগতভাবে শিক্ষকতার পাশাপাশি একধারে শর্ট ফিল্ম পরিচালক, অন্যদিকে সিনেমাটোগ্রাফার, সুরকার এবং গীতিকার। ২২ বছর ধরে গানের চর্চা করছেন। শিখেছেন ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীত। লেখালেখি শুরু করেন ২০১১ সাল থেকে। তবে গান লিখছেন গত ৭-৮ বছর। প্রথম কাজ 'আনসাক্সেফুল' নামে একটি নির্বাক শর্ট ফিল্ম। এরপর থেকে সংগীত নিয়ে লাগাতার কাজ করছেন শুভঙ্কর।

লক্ষ্মীকান্তপুর লোকাল সিনেমার একটি দৃশ্য। (ইনসেটে) সিনেমার দুটি গানের লেখক শুভঙ্কর চৌধুরী।

তবে তাঁর জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয় তেভাগা আন্দোলন নিয়ে তৈরি শর্ট ডকুমেন্টারি ফিল্ম 'তেভাগা দ্য স্যাঙ্গোনিয়া সার্ভিস'। সহকারী পরিচালক এবং সংগীত পরিচালকের যুগ্ম দায়িত্বে ছিলেন তিনি। নারীকেন্দ্রিক 'ভামিনী' ছবিতে কাজের সূত্র ধরে পরিচয় হয় 'বিনোদিনী'র পরিচালক রামকমলের সঙ্গে। এবার 'লক্ষ্মীকান্তপুর লোকাল' সিনেমায় দুটি গান লিখে চমক দিয়েছেন গীতিকার শুভঙ্কর। আর গান লেখার ক্ষেত্রে পরিচালক রামকমলের থেকে নানারকম সাহায্য, উপদেশ পেয়েছেন।

শুভঙ্কর বলেন, 'সিনেমা জগতে, সংগীতের জগতে আরও ভালো কাজ করতে চাই। লেখনীই আমার আত্মা। গান আমার প্রাণ। ভবিষ্যৎকে আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চাইনি কখনও। বর্তমান আর বাস্তবকে নিয়ে থাকতে চাই। জীবনে অন্তত একটা গান লিখতে চাই, যা ১০০ বছর পরেও আপন মনে মানুষ গুনগুন করবে।'

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়ী হলেন ধূপগুড়ি-এর এক বাসিন্দা

বাসিন্দা জয়রাম অধিকারী - কে 17.08.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 96E 54325 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি সিকিম রাজ্য লটারিতে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "একসময় আমার জীবনটা অনিশ্চিত লাগত এবং স্বপ্নগুলোও যেন অনেক দূরের মনে হত। তারপর ডিয়ার লটারি এমন একটা সুযোগ এনে দিল যা আমি ভাবতেও পারিনি। আমার জীবনে পরিবর্তন সম্ভব, এটা বিশ্বাস করানোর জন্য আমি ডিয়ার লটারি এবং সিকিম রাজ্য লটারিকে ধন্যবাদ জানাই।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সত্যতা প্রমাণিত।
পশ্চিমবঙ্গ, ধূপগুড়ি- এর একজন
* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

Jaigaon Development Authority
(A statutory Organization of Govt. of West Bengal under UD&MA Deptt.)
Abridge Tender Notice
In Ref. to the NIeT..No.03/XVIII/GS/JDA/Tender/2025-26 of JDA, e-tenders (online) are invited from the eligible, resourceful & bonafied bidders in connection with one revenue generated schemes of JDA. The last date of submission of bids is 05-12-2025 at 6.00 P.M. For further details, please contact JDA office, Jaigaon during office hrs and visit **www.wbtenders.gov.in**
Sd/-
ADM, Alipurduar & Executive Officer, JDA

e-Tender Notice
Office of the Block Development Officer
Kranti Development Block
Kranti ::: Jalpaiguri
e-Tender have been invited by the undersigned for different works vide e-NIT No: E-NIT NO: WB/39/APAS-22/BDOKNT/25-26, Dated: 13-11-2025 work Sl 01 to 38 & E-NIT NO: WB/040/APAS-23/BDOKNT/25-26(Retender-2),Dated: 13-11-2025 work Sl 01 to 06. Last date of submission of bid through online is 05-12-2025 up to 17:00 hrs. For details please visit https://wbtenders.gov.in. from 13-11-2025 from 17:00 hrs. respectively.
Sd/-
EO & BDO,
Kranti Development Block
Kranti :: Jalpaiguri

কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসে আধুনিক এলএইচবি কোচ

জলপাইগুড়ি, ১৫ নভেম্বর : দুর্ঘটনার প্রভাব কমিয়ে যাত্রীসুরক্ষা জোরদার করতে শিয়ালদাগামী কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসের কামরাগুলিকে এলএইচবি (লিংক হফম্যান বুশ) কোচে পরিণত করা হচ্ছে। আগামী ২৮ ও ২৯ নভেম্বর থেকে শিয়ালদা-সাবরাং এবং শিয়ালদা-শিলচরে চলাচলকারী কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসে অত্যাধুনিক এলএইচবি কোচ সংযুক্ত করা হবে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জলকিশোর শর্মা বলেন, 'এলএইচবি কোচ সংযুক্ত করার পর কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসে কোনও দুর্ঘটনা ঘটলে তার প্রভাব কম পড়বে। কারণ অ্যান্টি টেলিস্কোপিক ডিজাইন দিয়ে আধুনিক কোচগুলি তৈরি করা হয়েছে। এছাড়া উন্নত সাসপেনশন ব্যবস্থা থাকায় যাত্রীস্বাচ্ছন্দ্যর পাশাপাশি আরামদায়ক ট্রেনযাত্রা করা যাবে।'

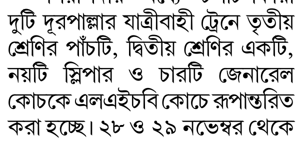

শিয়ালদার মধ্যে চলাচলকারী দুটি দূরপাল্লার যাত্রীবাহী ট্রেনে তৃতীয় শ্রেণির পাঁচটি, দ্বিতীয় শ্রেণির একটি, নয়টি স্লিপার ও চারটি জেনারেল কোচকে এলএইচবি কোচে রূপান্তরিত করা হচ্ছে। ২৮ ও ২৯ নভেম্বর থেকে এলএইচবি কোচ নিয়ে এই দুটি ট্রেন ছুটবে বলে কপিঞ্জলকিশোর জানান। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের রেলওয়ে ইউজার্স কমিটির সদস্য পার্থ রায় জানান, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি, উত্তর দিনাজপুর ও মালদার বিভিন্ন স্টেশনে কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস থামে। উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলির পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের প্রচুর মানুষ এই ট্রেনে যাতায়াত করেন। আধুনিক কোচ দেওয়ায় যাত্রীসুরক্ষা আরও সুনিশ্চিত হল।

শিলিগুড়ি পৌর নিগম
বিজ্ঞপ্তি
শিলিগুড়ি পৌর নিগম প্রকাশ করতে চলেছে, শিলিগুড়ি মহকুমা স্মারক গ্রন্থ। এই স্মারক গ্রন্থের জন্য শিলিগুড়ি মহকুমার পুরোনো দিনের দুষ্প্রাপ্য ছবি বা তথ্য কোনও ব্যক্তির সংগ্রহে থাকলে তা স্মারক গ্রন্থ প্রকাশের স্বার্থে আগামী ৩০শে নভেম্বর ২০২৫ তারিখের মধ্যে নিম্নে উল্লেখিত ই-মেল এ ফেরত যোগ্য শর্তে প্রেরণ করবার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। স্বীকৃতি ও ঋণ স্বীকার স্বরূপ তাঁদের নাম স্মারক গ্রন্থে উল্লেখিত থাকবে।
ই-মেল smarakgrantha2025@gmail.com
মহাধ্যক্ষ
শিলিগুড়ি পৌর নিগম

CINEMA সিনেমা

NEW CINEMA (A.C) SILIGURI 9832336881

KHADAAN	11.00 AM, 4.15 PM DEV ADHIKARI IDHIKA PAUL JISSHU SENGUPTA
HAQ	1.30 PM EMRAAN HASHMI YAMI GAUTAM
Ek Deewane ki Deewaniyat	7.00 PM SONAM BAJWA HARSHVARDHAN RANE

ওষুধ, অস্ত্রোপচার এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সরবরাহ
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: এইচ-এমইডি-এলপি-২০২৫-২৬পিটি৪, তারিখ: ০৮-১১-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: টেন্ডার নং: এইচ-এমইডি-এলপি-২০২৫-২৬পিটি৪; কাজের নাম: নিউ জলপাইগুড়ি সাব ডিভিশনাল রেলওয়ে হাসপাতাল-এ স্থানীয় ক্রয়ের অধীনে ০২ বছর অর্থাৎ ২০২৬-২০২৮ -এর জন্য এসডিআরএইচ/নিউ জলপাইগুড়ির নিকটবর্তী মেডিক্যাল শপ/সরবরাহকারী/বিক্রেতা/ ডিস্ট্রিবিউটর/ফার্ম থেকে তালিকাভুক্তির মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ওষুধ, অস্ত্রোপচার এবং ভোগ্যপণ্য সরবরাহ। বিজ্ঞাপিত মূল্য: ৩৬,০০,০০০/- টাকা; বায়নার ধন: ৫০,০০০/- টাকা। ই-টেন্ডার ২৯-১১-২০২৫ তারিখের ১৩.০০ ঘণ্টায় বন্ধ হবে। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
সিএমএস, নিউ জলপাইগুড়ি
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

সিটি, এমআরআই, আল্ট্রাসাউন্ড এবং এক্স-রে সেন্টার স্থাপন
টেন্ডার নং: আরটি-এমডি-সিটি-এমআরআই-২০২৫-২৬, তারিখ: ১২-১১-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডারগুলি আহ্বান করা হচ্ছে: কাজের নাম: উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে, সেন্ট্রাল হাসপাতাল (এনএফআরসিএইচ), মালিগাঁও, অসম-এ ইতিমধ্যেই নির্মিত স্থানে পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ (পিপিপি)-এ (প্রতিষ্ঠা, সরঞ্জাম, পরিচালনা এবং ব্যবস্থাপনা)-এর মাধ্যমে সিটি, এমআরআই, আল্ট্রাসাউন্ড এবং এক্স-রে সেন্টার স্থাপন। বিজ্ঞাপিত মূল্য: ২১,৮৪,৪০০.০০ টাকা। বায়নার ধন: ৪,১৯,৭০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ০৫-১২-২০২৫ তারিখের ১২.০০ ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in-এ উপলব্ধ থাকবে।
মেডিকেল ডিরেক্টর, সেন্ট্রাল হাসপাতাল, মালিগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

বিভিন্ন ইঞ্জিনিয়ারিং মেশিনের জন্য সিগন্যালিং সাহায্য
ই-টেন্ডার নোটিস নং. কেআইআর-এল-২০২৫-কে-৫৫ তারিখ: ১৩-১১-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে: কাজের নাম: এসএসই এসআইজি শিলিগুড়ি জংশন অধিক্ষেত্রের অধীনে কর্মরত বিভিন্ন ইঞ্জিনিয়ারিং মেশিনের জন্য সিগন্যালিং সাহায্য। টেন্ডার রাশি: ২৭,৫২,৮৭৪/- টাকা। বায়না রাশি: ৫৫,১০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়: ০৫-১২-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবে: ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য আগামী ০৫-১২-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
ডিআরএম/(এসএন্ডটি)/কাটিহার
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

হাই ভোল্টেজ কম্পোজিট ইনসুলেশন আবরণের ব্যবস্থা
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: এপি-ইএল-টিআরডি-১৩-২৫-২৬। নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: ক্র. নং. ১, টেন্ডার নং: এপি-ইএল-টিআরডি-১৩-২৫-২৬, কাজের নাম: চাপাগুড়ি-মাথাভাঙ্গা সেকশনের অধীনে ব্রিজ নং. ৭৩, সেকশন আগামনি-গোলকগঞ্জ জংশনের অধীনে ব্রিজ নং. ১৭৪ এবং গুলমা-সিবোক সেকশনের অধীনে ব্রিজ নং. ২৯-এ হাই ভোল্টেজ কম্পোজিট ইনসুলেশন আবরণের ব্যবস্থা, যা ওএইচই স্থানে সীমাবদ্ধ বৈদ্যুতিক ক্লিয়ারেন্সে ২৫ কেভি ওএইচই-এর জন্য উপযুক্ত (ফেস-I)। বিজ্ঞাপিত টেন্ডার মূল্য: ৭,০৫,৮৭,৬৫০.০০ টাকা, বায়নার ধন: ৫,০২,৯০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার ১২-১২-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় বন্ধ হবে এবং ১২-১২-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায় ডিআরএম/ ইলেক্ট. (টিআরডি)/ আলিপুরদুয়ার জং. কার্যালয়ে খোলা হবে। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
সিনি. ডিইই/টিআরডি, ওপি অ্যান্ড জিএস, আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকের সেবায়

ডিসেম্বর মাস, ২০২৫ -এর জন্য ই-নিলাম কর্মসূচি
ডিসেম্বর মাস, ২০২৫ -এর জন্য তিনসুকিয়া ডিভিশনের এখতিয়ারের অধীনে রেলওয়ের বর্জ্য সামগ্রী বিক্রির জন্য ই-নিলাম কর্মসূচি এতদ্বারা নিম্নরূপ স্থির করা হয়েছে :-

ক্রম নং	মাস	নির্ধারিত তারিখ
১	ডিসেম্বর, ২০২৫	তিনসুকিয়া ডিভিশনের জন্য ০৩-১২-২৫, ১১-১২-২৫ ও ২৩-১২-২৫ এবং জিএসডি/ডিব্রুগড় টাউনের জন্য ০৮-১২-২৫, ১৮-১২-২৫ ও ২৯-১২-২৫

আগ্রহী দরদাতাদের নিবন্ধন, প্রশিক্ষণ, ই-নিলামে অংশগ্রহণের জন্য আইআরইপিএস ওয়েবসাইট (www.ireps.gov.in) এর মাধ্যমে বিড জমা দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
ডেপুটি চিফ ম্যাটেরিয়ালস ম্যানেজার, ডিব্রুগড়
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১২৩৪০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১২৪০০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১১৭৮৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	১৫৬২০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	১৫৬৩০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

Notice Inviting eBid
The Block Development Officer, Karandighi, Uttar Dinajpur invites the following NIT :
1. eNIT No:- 69/KDI/2025-26, Memo No : 1829/Estt, Dated : 15/11/2025. 2. eNIT No:- 70/KDI/2025-26, Memo No:- 1830/Estt, Dated : 15/11/2025 Bid Proposal submission start date : 17/11/2025 at 05.00 PM. Bid Proposal for submission Closing date : 11/12/2025 at 05.00 PM. Bid Opening for Technical evaluation date : 13/12/2025.
Sd/-
Block Development Officer
Karandighi Development Block

আলিপুরদুয়ার মণ্ডলের বিভিন্ন রেলে এসএলআরের লিজের লাইসেন্স প্রদানের হেতু ই-নিলাম
আলিপুরদুয়ার মণ্ডলের বিভিন্ন রেলে এসএলআর কম্পার্টমেন্টের লিজের জন্যে ই-নিলাম। বিবরণ: এসএলআর কোচে পার্সেল স্থান (সিঙ্গল কম্পার্টমেন্ট), রেট ইউনিট: প্রতি ট্রিপে লাইসেন্স প্রদানের শুল্ক।

অঙ্কন ক্যাটালগ নং. সি-এপি-পিসিএল-লিজ

এসইকিউ নং.	এলওটি সংখ্যা./শ্রেণী	ট্রিপস
এএ/১	১৫৪৪৮-এসএলআর-এফ১-বিএক্সটি-এসজিইউজে-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	৭৩০
এএ/২	১২৩৭৮-এসএলআর-এফ১-এনওকিউ-এসডিএএইচ-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	৭৩০
এএ/৩	১৫৪১৭-এসএলআর-আর১-এপিডিজে-এসএইচটিটি-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	৩১৩
এএ/৪	১৫৭৬৯-এসএলআর-এফ২-এপিডিজে-এমএফএন-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	৭৩০
এএ/৫	১৩১৪২-এসএলআর-আর১-এনওকিউ-এসডিএএইচ-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	৭৩০
এএ/৬	১৫৭৬৮-এসএলআর-আর১-এপিডিজে-এসজিইউজে-২৫-২ (পার্সেল-এসএলআর)	৭৩০
এএ/৭	১৫৭৬৮-এসএলআর-এফ২-এপিডিজে-এসজিইউজে-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	৭৩০
এএ/৮	১৩১৫০-এসএলআর-এফ১-এপিডিজে-এসডিএএইচ-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	৭৩০
এএ/৯	১৫৭৫৩-এসএলআর-এফ২-এপিডিজে-জিএইচওয়াই-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	৭৩০
এএ/১০	১৫৭৭৮-এসএলআর-এফ১-এপিডিজে-এনজেপি-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	৭৩০
এএ/১১	১৫৭৬৮-এসএলআর-এফ১-এপিডিজে-এসজিইউজে-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	৭৩০
এএ/১২	১৫৪৪৮-এসএলআর-এফ২-বিএক্সটি-এসজিইউজে-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	৭৩০
এএ/১৩	১৫৭৫৩-এসএলআর-এফ১-এপিডিজে-জিএইচওয়াই-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	৭৩০
এএ/১৪	১৫৭৫৩-এসএলআর-আর১-এপিডিজে-জিএইচওয়াই-২৫-২ (পার্সেল-এসএলআর)	৭৩০
এএ/১৫	১৫৪১৭-এসএলআর-এফ১-এপিডিজে-এসএইচটিটি-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	৩১৩
এএ/১৬	১৫৭৬৯-এসএলআর-আর১-এপিডিজে-এমএফএন-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	৭৩০
এএ/১৭	১৩১৪২-এসএলআর-এফ২-এনওকিউ-এসডিএএইচ-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	৭৩০
এএ/১৮	১৩১৪৮-এসএলআর-এফ১-বিএক্সটি-এসডিএএইচ-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	৭৩০
এএ/১৯	১৩১৪২-এসএলআর-এফ১-এনওকিউ-এসডিএএইচ-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	৭৩০
এএ/২০	১৫৪৪৮-এসএলআর-আর১-বিএক্সটি-এসজিইউজে-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	৭৩০

নিলাম প্রারম্ভ হওয়ার তারিখ এবং সময়: ২২-১১-২০২৫ তারিখে ১১.০০ ঘণ্টায় এবং বন্ধ হবে: ১৪.৪০ ঘণ্টায়। প্রত্যাশিত টেন্ডারকর্তাগণকে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in এ ই-নিলাম লীজিং মডিউল অবলোকন করার জন্য অনুরোধ করা হল।
মণ্ডল রেলওয়ে প্রবন্ধক (সি), আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

আজ টিভিতে

লোনলি প্ল্যানেট : থাউজ্যান্ড আল্টিমেট এক্সপিরিয়েন্সেস
বিকেল ৩.১৭ সোনি বিবিসি আর্থ এইচডি

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.০০ মন যে করে উড়ু উড়ু, দুপুর ১.০০ দেবী, বিকেল ৪.১৫ জিও পাগলা, সন্ধে ৭.৩০ হিরোগিরি, রাত ১০.৪৫ হরিপদ ব্যান্ডওয়ালা
কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৯.৩০ ফান্দে পড়িয়া বগা কান্দে রে, দুপুর ১.০০ ফাইটার মারব নয় মরবো, বিকেল ৪.৩০ ওয়ান্টেড, রাত ৮.০০ আই লভ ইউ, ১১.১৫ রহমত আলি
জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.৩০ প্রথম দেখা, দুপুর ১২.০০ দিওয়ানা, ২.৩০ বদনাম, বিকেল ৫.০০ রক্ত নদীর ধারা, রাত ১০.০০ সোনার কেল্লা
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ মন যাকে চায়, সন্ধে ৭.৩০ বস্তির মেয়ে রাধা
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ নাচ নাগিনী নাচ রে
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ মশাল
স্টার গোল্ড : সকাল ১০.৪৩ টোটাল ধমাল, দুপুর ১.০৭ ভুল ভুলাইয়া, বিকেল ৪.২৩ চুপ চুপ কে, সন্ধে ৭.৫০ মার্গন, রাত ১০.২৫ ফাইটার
অ্যান্ড পিকচার্স : বেলা ১১.০১ ভোলা, দুপুর ১.৩৩ জানোয়ার, বিকেল ৪.৫০ লাডলা, সন্ধে ৭.৩০ কোই মিল গয়া, রাত ১০.৩৭ হরর শার্ক
জি সিনেমা : দুপুর ১.২১ হম

জাট সন্ধে ৭.৫৫
জি সিনেমা

মার্গন সন্ধে ৭.৫০
স্টার গোল্ড

সাথ সাথ হ্যায়, বিকেল ৪.৫৮ সূর্যবংশী, সন্ধে ৭.৫৫ জাট, রাত ১০.৫৭ বাগি
জি অ্যাকশন : বেলা ১১.০২ এনকাউন্টার শংকর, দুপুর ১.৪০ পুলিশ পাওয়ার, বিকেল ৪.৩৩ ফুল অওর অঙ্গার, সন্ধে ৭.২৮ মাসুম, রাত ১০.৩২ নাগমতী

আল্টিমেট এনিমিজ বিকেল ৫.২৩ ন্যাট জিও ওয়াইল্ড

পঞ্জাব নৈশনল বৈংক ...भरोसे का प्रतीक ! punjab national bank ...the name you can BANK upon !

অ্যাসেট রিকভারি মনিটরিং ব্রাঞ্চ, এন.জে.পি (শিলিগুড়ি), ইউনাইটেড ব্যাংক বিল্ডিং, তৃতীয় তলা, হিলকার্ট রোড, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ জেলা- দার্জিলিং, পশ্চিমবঙ্গ [ইমেল : CS8289@pnb.co.in, ফোন নং- ০৩৫৩-২৪৩২৬৬৪]

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় নোটিশ

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর রুল ৮(৬)-এর অনুবিধি সহ পঠিত সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনানসিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২-এর অন্তর্গত স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন বিক্রয় নোটিশ।
সাধারণভাবে জনসাধারণ এবং নির্দিষ্টভাবে ঋণগ্রহীতা (গণ) এবং জামিনদাতা (গণ)-কে এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, নিম্নে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি বন্ধকী ঋণদাতাকে বন্ধক দেওয়া/চার্জ দেওয়া সম্পত্তির গঠনমূলক/প্রকৃতিগত/প্রতীকী দখল ব্যাংক/সুরক্ষিত ঋণদাতার দ্বারা নেওয়া হয়েছে, নিম্নের তালিকাতে উল্লেখিত তারিখ অনুসারে 'যেখানে যেমন আছে,' 'যেখানে যা কিছু আছে,' 'যেখানে যাই থাকুক' ভিত্তিতে যেটি পুনরুদ্ধার করা হবে ব্যাংক/সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে নির্দিষ্ট ঋণগ্রহীতা (গণ) এবং জামিনদাতা (গণ)-এর বকেয়া পূরণের মাধ্যমে। সংরক্ষিত অর্থমূল্য এবং অগ্রীম অর্থমূল্য যেটি জমা দিতে হবে তা নিম্নে উল্লেখিত তালিকায় নির্দিষ্ট সম্পত্তির হিসেবে উল্লেখ করা হবে।

সুরক্ষিত সম্পত্তির অনুসূচি

ক্রমিক নং	ক) শাখার নাম খ) অ্যাকাউন্টের নাম গ) ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা-এর অ্যাকাউন্টের নাম এবং ঠিকানা	ঘ) স্থাবর সম্পত্তিটির বিস্তারিত বিবরণ বন্ধকদাতা/মালিকের নাম [সম্পত্তি(গুলির) বন্ধকদাতা]	ঙ) সারফাইসি অ্যাক্ট ২০০২ এর ১৩(২) সেকশনের অন্তর্গত ডিমান্ড নোটিশের তারিখ চ) বকেয়া অর্থমূল্য ছ) সারফাইসি অ্যাক্ট ১৩(৪) সেকশনের অন্তর্গত দখলের তারিখ জ) দখলের প্রকৃতি প্রতীকী/প্রকৃতিগত/গঠনমূলক	ক) সংরক্ষিত অর্থমূল্য খ) ইএমডি (ইএমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ) গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণ	ঘ) ই-অকশনের তারিখ/সময়	ঙ) দায়বদ্ধতার বিস্তারিত বিবরণ * সুরক্ষিত ঋণদাতার দ্বারা জানা আছে
১.	ক) কুম্ভিরা বারদুয়ারি (২৩৭২০০) খ) মেসার্স সুমন রিলিং সেন্টার ২৩৭২০০৮৭০০০০০৬৪৫ গ) মালিক এবং বন্ধকদাতা : মহম্মদ শিহানুল ইসলাম, রাইসুদ্দিন আহমেদের পুত্র ঠিকানা- গ্রাম- রানু চক, পোস্ট- শেরশাহি, থানা- কালিয়াচক, জেলা- মালদা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৩২২০১ জামিনদাতা : মহম্মদ আমিনুল ইসলাম, রাইসুদ্দিন আহমেদের পুত্র ঠিকানা : গ্রাম- রানু চক, পোস্ট- শেরশাহি, থানা- কালিয়াচক, জেলা- মালদা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৩২২০১	ঘ) দুইতলা বিশিষ্ট ভবন সমেত সম্পত্তিটির সমস্ত অবিভাজ্য অংশ জে.এল নং- ৭১ এবং ১৬৮, এল.আর খতিয়ান নং ৫১৯২ এবং ৩২৬২, এল.আর দাগ নং- ১১১১, ১১২৫, ১১২৬, ১১৩৬, ১১২৬/১২০৪, ১১১৫/১২৩৪, ২০৭৭, ২০৭৮, ২০৮৭, ২০৮৮, ২০৮৯, ২১৬০, ২১৬১ এবং ২১৬৫, জমির পরিমাণ ৭.৮৩৪+১১.৭২= ১৯.৫৫৭ ডেসিমেল নিবন্ধীত দলিল অনুসারে দলিল নং- ৪৮৩১/০৮ ০৮.০৮.২০০৮ তারিখ অনুসারে, মৌজা দক্ষিণ দিনাজপুর, থানা- কালিয়াচক, জেলা- মালদা, শ্রেণি বিভাগ- বাস্তু, মহম্মদ শিহানুল ইসলাম শেখ রাইসুদ্দিন-এর পুত্র। সম্পত্তিটির সীমানা : পূর্ব- গোসলিন, আনসারি মোমিন এবং জি.পি. রাস্তা, পশ্চিম- ওয়াহেদ আলি এবং জি.পি রাস্তা, উত্তর- মহম্মদ কেলিমুদ্দিন এবং প্রবোধ কুমার রায়, দক্ষিণ ইব্রাহিম আলি এবং কেলিমুদ্দিন	ঙ) ০৯.১২.২০১৪ চ) টাঃ ৫৫,০৯,৫৬৮.০০ (অর্থমূল্যটি ১৩(২) নোটিশে উল্লেখ করা হয়েছে) সঙ্গে আরও সুদ ছ) ২৮.০৫.২০১৫ জ) প্রতীকী	ক) টাঃ ৪০.৬৪ লক্ষ খ) টাঃ ৪.০৬৪ লক্ষ (১৭.১২.২০২৫) দুপুর ৩-৩০ পর্যন্ত গ) টাঃ ০.২৫ লক্ষ	ঘ) ১৭.১২.২০২৫ সকাল ১১-৩০টা থেকে দুপুর ৩:৩০ পর্যন্ত	ঙ) ব্যাংকের দ্বারা জানা নেই
২.	ক) জালালপুর (পশ্চিমবঙ্গ) (০৮৭৩২০) খ) মেসার্স নাইট রোজ ওয়ার্কশপ ০৮৭৩২৫০০২২৯৬০ গ) ঋণগ্রহীতা এবং মালিক শ্রীমতী সারিফা বিবি, মহম্মদ মৈনুল হকের স্ত্রী ঠিকানা : গ্রাম- খিখিরবোনা, পোস্ট- উত্তর লিরিয়াপুর, থানা- কালিয়াচক, জেলা- মালদা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৩২২১২ জামিনদাতা এবং বন্ধকদাতা : শ্রীমতী জরীনা বিবি মহম্মদ হাজি আব্দুস শাহিদের স্ত্রী জামিনদাতা : মহম্মদ মৈনুল হক, আব্দুল শাহিদের পুত্র ঠিকানা : গ্রাম- খিখিরবোনা, পোস্ট- উত্তর লিরিয়াপুর, থানা- কালিয়াচক, জেলা- মালদা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৩২২১২	ঘ) জমি এবং ভবন সমেত সম্পত্তিটির সমস্ত অবিভাজ্য অংশ জে.এল নং- ১৩৫, এল.আর খতিয়ান নং- ৯৭৫, ১১৮৬, প্লট নং- আর.এস- ২৭৪, এল.আর- ১৭৫, আর.এস- ২৬৯, এল.আর-১৭৪, আর.এস ৩৩৪, এলআর ১৭৬, মৌজা- জগদীশপুর, পোস্ট- কালিয়াচক, জেলা- মালদা, শ্রেণি বিভাগ- বাস্তু, সম্পূর্ণ এলাকার পরিমাণ ৯.৭৫ ডেসিমেল, জরীনা বিবি, মহম্মদ হাজি আব্দুস শাহিদের স্ত্রীর স্বত্বাধিকারে বন্ধকৃত নিবন্ধিত বিক্রিত দলিল যেটির দলিল নং- ১২৯৪৩ ২৫.১১.২০১০ তারিখের হিসেবে অবস্থিত। সম্পত্তি আইডি : পিইউএনবিএবিএ ৪০৩৯২২৮০	ঙ) ১৭.০৩.২০২৫ চ) টাঃ ৪২,৯১,৮১০.৪৯ (নোটিশ ১৩(২) অনুসারে অর্থমূল্য উল্লেখ করা হয়েছে) সঙ্গে আরও সুদ ছ) ১৯.০৭.২০২৫ জ) প্রতীকী	ক) টাঃ ৯.৯৫ লক্ষ খ) টাঃ ০.৯৯৫ লক্ষ (১৭.১২.২০২৫) দুপুর ৩-৩০ পর্যন্ত গ) টাঃ ০.১০ লক্ষ	ঘ) ১৭.১২.২০২৫ সকাল ১১-৩০টা থেকে দুপুর ৩:৩০ পর্যন্ত	ঙ) ব্যাংকের দ্বারা জানা নেই
৩.	ক) আলিপুরদুয়ার (০২৩৬২০) খ) মেসার্স ঘোষ ট্রেডার্স ০২৩৬২৫০৩১৩৩৮৪ উজ্জ্বল ঘোষ ০২৩৮৩০৬৮২৪৫৫৫, ০২৩৮৩০৬৮৩৫৬৩৯ এবং ০২৩৮৩০৬৮৩৮৯০০ গ) মালিক এবং বন্ধকদাতা : শ্রী উজ্জ্বল ঘোষ, প্রয়াত সুকুমার ঘোষের পুত্র ঋণগ্রহীতা : শ্রী উজ্জ্বল ঘোষ, প্রয়াত সুকুমার ঘোষের পুত্র, শ্রী সুশান্ত ঘোষ প্রয়াত সুকুমার ঘোষের পুত্র ঠিকানা : কলেজ হল্ট, কোর্টপাড়া, এনবিএসটিসি বাস স্ট্যান্ডের বিপরীতে, পোস্ট- আলিপুরদুয়ার কোর্ট, জেলা- আলিপুরদুয়ার, পশ্চিমবঙ্গ- ৭৩৬১২২	ঘ) জমি এবং ভবনটির পরিমাপ ০.০২ একর যার সমস্ত অবিভাজ্য অংশ মৌজা- পশ্চিম জিৎপুর আলিপুরদুয়ার পুর নিগমের অন্তর্গত, থানা- আলিপুরদুয়ার, জেলা- আলিপুরদুয়ার, খতিয়ান নং- ৩৪৭৭, জেল.এল নং- ৪৯, উপহার প্রদত্ত দলিল নং- I-১৯৫৪ ২০০১ সালের হিসেবে এডিএসআর আলিপুরদুয়ারে নিবন্ধিত বুক নং-I, সিডি ভলিউম নং- ৩১ পৃষ্ঠা নং- ৩২৯ থেকে ৩৩৪ থানা- আলিপুরদুয়ার, জেলা- আলিপুরদুয়ারে অবস্থিত। সীমানা : পূর্ব- দানগ্রহীতার আরও জমি, পশ্চিম- ৪০ ফিট চওড়া আলিপুরদুয়ার কোচবিহার রাস্তা, উত্তর- আলিপুরদুয়ার ব্যাপটিস্ট গির্জা, দক্ষিণ- স্বপন ঘোষ এবং সুশান্ত ঘোষ সম্পত্তি আইডি: পিইউএনবিইউ ৪৪৪৪৯৬৯১০০১	ঙ) ১৩.০৮.২০১৯ চ) টাঃ ৫৩,৩৫,৪৯৩.৫৮ (নোটিশ ১৩(২) অনুসারে অর্থমূল্য উল্লেখ করা হয়েছে) সঙ্গে আরও সুদ ছ) ১৭.১০.২০১৯ জ) প্রতীকী	ক) টাঃ ২৭.০৪ লক্ষ খ) টাঃ ২.৭০৪ লক্ষ (১৭.১২.২০২৫) দুপুর ৩-৩০ পর্যন্ত গ) টাঃ ০.২০ লক্ষ	ঘ) ১৭.১২.২০২৫ সকাল ১১-৩০টা থেকে দুপুর ৩:৩০ পর্যন্ত	ঙ) জানা নেই

শর্তাবলি
সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ এবং আরও উল্লেখিত শর্তাবলি অনুসারে বিক্রয়ের নিয়ম এবং শর্তাবলি বিহিত করা হয়েছে :
১. সম্পত্তিটি বিক্রয় করা হয়েছে, 'যেখানে যেমন আছে,' 'যেখানে যা কিছু আছে,' 'যেখানে যাই থাকুক' ভিত্তিতে।
২. নির্দিষ্ট সংরক্ষিত সম্পত্তিগুলির উপরে উল্লেখিত সময়সূচি অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা সঠিক তথ্য দ্বারা প্রেরিত, কিন্তু যদি কোনও প্রকার ভুল, ভুল বিবৃতি অথবা ঘোষণার উপর কোনও প্রকার ভ্রান্তির সৃষ্টি হয় তবে তার জন্য অনুমোদিত আধিকারিক কোনও প্রকার উত্তর দিতে বাধ্য নন।
৩. নিম্নে স্বাক্ষরকারীর দ্বারা প্রেরিত ই-অকশন প্ল্যাটফর্ম ওয়েবসাইট https://baanknet.in-এ ১৭.১২.২০২৫ তারিখে সকাল ১১:৩০টা থেকে বিক্রয় সম্পন্ন হবে।
৪. বিক্রয় সম্পর্কিত শর্তাবলির আরও বিশদ বর্ণনার জন্য অনুগ্রহ করে https://baanknet.in এবং www.pnbindia.in-এ পরিদর্শন করুন।
তারিখ : ১৬.১১.২০২৫ স্থান : শিলিগুড়ি
স্বাক্ষরিত অনুমোদিত আধিকারিক, পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক
বিধিবদ্ধ বিক্রয় নোটিশটি সারফাইসি অ্যাক্ট ২০০২-এর রুল ৮(৬) এর অন্তর্গত

স্পোকেন ইংলিশ

■ স্বচ্ছন্দে ইংরেজি বলতে শেখার সহজ উপায় 'সেল্ফ অ্যারাল প্র্যাকটিস'। ২ মাসের কোর্স। ফোন : 9733565180, শিলিগুড়ি। (C/119117)

ভাড়া

■ Rent for Bank, Office, Gowdown, Play School in Sibmandir. 2,200 Sq Feet. M - 7319386015. (M/M)
■ শিলিগুড়ি প্রাইম লোকেশনে চালু অবস্থায় জুস, পার্লার ভাড়া দেওয়া হবে। চাইলে অন্য কিছু করা যাবে। 7908609530. (C/119127)

ব্যবসা-বাণিজ্য

■ কোনো দোকান ছাড়াই মডার্ন Door -এর ব্যবসাতে শুধু 25K Invest করে মাসে 25K - 50K ইনকাম করুন। যোগাযোগ :- 7384250162. (শিলিগুড়ি). (C/118391)

জ্যোতিষী

■ কুষ্ঠি তৈরি, হস্তরেখা বিচার, পড়াশোনা, অর্থ, ব্যবসা, মামলা, সাংসারিক অশান্তি, বিবাহ, মাঙ্গলিক, কালসর্পযোগ সহ যে কোনও সমস্যা সমাধানে পাবেন জ্যোতিষী শ্রীদেবঋষি শাস্ত্রী (বিদ্যুৎ দাশগুপ্ত) -কে তাঁর নিজগৃহে অরবিন্দপল্লি, শিলিগুড়ি। 9434498343, দক্ষিণা - 501/-। (C/119126)

বিক্রয়

■ Land for sale 425000/- per katha at Sahudangi Baruyapara, Siliguri. 9832060869, 9832014897.
■ ইস্টার্ন বাইপাস থেকে ৫ মিনিটের দূরত্বে আশীঘর থেকে সাহুডাঙ্গি হাট যাওয়ার মেন রোডে ৫ কাঠা ৬ কাঠা প্লট করে জমি বিক্রি হচ্ছে। 9332492359. (C/119126)
■ তিনতলা নতুন বাড়ি বিক্রয় হইবে। শান্তিনগর মাদানী বাজার, মেইন রোড-এর নিকট। Ph.: 9832066796. (C/119318)
■ শিলিগুড়ি দেশবন্ধুপাড়ায় বাড়ি সহ ৩ কাঠা জমি বিক্রয় হইবে। M : 98320-74584/9476293034. (C/113609)
■ 3 BHK ফ্ল্যাট সত্বর বিক্রয় আশ্রমপাড়া, শিলিগুড়ি। ফ্ল্যাট কনস্ট্রাকশন 2002. M : 8389997678. (C/119119)
■ জলপাইগুড়ি নিউটাউন পাড়ায় ৩ কাঠা জমি বিক্রয় কালচারাল ক্লাবের নিকটে 12' রাস্তা। যোগাযোগ 9531667142. (C/118584)
■ Flat for sale in Alphonso School Road, near Medical More. 3BHK and 1 BHK. 9064090513,9832890545. (C/119092)
■ বিক্রয় হবে জমি সমেত বাড়ি- ক্রান্তি বাজারে রাস্তার পাশে - 7063219217. (C/119308)

বিক্রয়

■ শিলিগুড়ি রথখোলা নবীন সংঘ ক্লাবের পাশে ৭½ কাঠা জমি বিক্রয় হবে, সামনে ১৮' রাস্তা পিছনে ৮½' রাস্তা। ও ২ কাঠা জমি বিক্রয় হবে রাস্তা ৮½'। (M) 9735851677. (C/119125)
■ শিলিগুড়ি শিবমন্দির মেডিকেল মোড়ের কাছে নতুন 2 BHK ফ্ল্যাট বিক্রয়, দালাল নিষ্প্রয়োজন। Mob : 8753936457. (C/119310)
■ পাগলুপাড়া নিয়ার সাউডাঙ্গী হাট মেইন রোড থেকে একটু ভিতরে 12 ফিটের রাস্তা ৪ কাঠা ওয়াল করা জমি বিক্রয় হবে। দাম প্রতি কাঠা পাঁচ লাখ 8250066241/9239615744. (C/119098)
■ Bastu Plot on Udaypur School road about 4 Katha is for sale under Udaypur Mouza, Raiganj Uttar Dinajpur, JL No. 155 Dag No. 199/373 Khatian No. 47. Price will be negotiable as per the current market rate. Contact No. 8910913116. (C/119130)
■ জলপাইগুড়ি শহরের নিকটে ২ কাঠা জায়গা বিক্রয় হইবে। দালাল নিষ্প্রয়োজন। 9733349023. (C/118589)

Land Sale

■ Well located 7+Land. Bigha at Salbari, Malbazar good for projects. Ph : 98320-67488/186178-74583. (C/119126)

অ্যাফিডেভিট

■ আমি রুবিনা পারভীন (Rubina Parvin) আমার জন্ম শংসাপত্রে আমার নামের পদবী ভুল থাকায় গত ১৯.০৯.২০২৫ তারিখে জলপাইগুড়ি EM-Court অ্যাফিডেভিট বলে SL NO - 19630 রুবিনা পারভীন (Rubina Parvin) এবং রুবিনা পারভীন (Rubina Pervin) এক ও অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইলাম। রুবিনা পারভীন বাসুয়া পাড়া, বাহাদুর। (C/118588)
■ আমি আজিমা খাতুন আমার জন্ম সার্টিফিকেটে বাবার নাম ভুল থাকায় গত 16.09.25 তারিখে জলপাইগুড়ি EM Court অ্যাফিডেভিট বলে SL NO 19296 আমির মহাম্মদ (Amir Mahamad) এবং আমির হোসেন এক ও অভিন্ন ব্যক্তি বলে পরিচিত হল। আমির মহাম্মদ (Amir Mahamad) জমাদার পাড়া, জলপাইগুড়ি। (C/118587)
■ আমি Dipti Kar, Dipti Kar Paul, পিতা Late Suresh Chandra Paul, স্বামী Jaidip Kar, ঠিকানা - উত্তর কলোনী, ওয়ার্ড নং 10, মাল, জলপাইগুড়ি, প; ব: এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট, সাব ডিভিশনাল কোর্ট, মাল, জলপাইগুড়ি এর Affidavit দ্বারা Dipti Paul নামে পরিচিত হলাম। Affidavit No. 06AC554955 Dated 11.11.2025, মাল, জলপাইগুড়ি। Dipti Kar, Dipti Kar Paul ও Dipti Paul একই ব্যক্তি। (B/B)

কর্মখালি

■ Sales Employee ও ফিটার চাই। Dealer রৌনক ট্রাক্টরস (Sonalika) পাহাড়পুর, জলপাইগুড়ি। ২ বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন। হলদিবাড়ি, মেখলিগঞ্জ, মালবাজার, ওদলাবাড়ি, মেটেলি, চালসা,ফুলবাড়ি, শিলিগুড়ি, জায়গাগুলির জন্য। Salary is Negotiable. M- 8910746867. (C/119078)
■ ঘরে সর্বক্ষণ কাজের মহিলা চাই। ৩০-৪০-এর মধ্যে শিলিগুড়ি বাহিরের অগ্রাধিকার। 8967851222. (C/119100)
■ দক্ষিণ কলিকাতায় গৃহস্থালির কাজ, রান্না এবং কুকুরের যত্নের জন্য জরুরি ভিত্তিতে একজন পূর্ণকালীন মহিলা গৃহকর্মী প্রয়োজন। বেতন ১২০০০-১৪০০০ টাকা। যোগাযোগ করুন 8777562580. (K)
■ শিলিগুড়িতে ওষুধের C.B. Agent-এর ওয়ারহাউসে প্যাকিংয়ের কাজের জন্য অনুর্দ্ধ ২৫ বৎসরের ন্যূনতম মাধ্যমিক পাশ ছেলে প্রয়োজন। কাজের সময় : দৈনিক ৮ ঘন্টা। আগ্রহী প্রার্থীকে সাদা কাগজে নিজের হাতের লেখায় (ইংরেজীতে) নাম, ঠিকানা এবং ফোন নম্বর লিখে সেই কাগজের ছবি তুলে প্রদত্ত হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে পাঠাতে হবে - 8637828349. (C/119316)
■ Required Sales Person, Experience in Mobiole Sale. At- The Musical Hut, H.C.Road, Siliguri. (M) 7001210094. (C/119126)

কর্মখালি

■ Wanted an A.T in ENGLISH(UP), Grad with B.Ed (as per G.O No- 1105-SE/S/1S-26/2010(Pt.-III) dated- 20.09.2016) in UR category in Maternity Leave vacancy (up to 26.04.2026) Apply to the President/T.I.C of Bhotebari Sitanath High School, P.O- Bhotebari, P.S- Mekliganj, Dist- Coochbehar, PIN- 735301, Cont No- 8348777630, within 10 (ten) days from the date of publication of Advertisement along with attested copies (2 sets) of all the testimonials.
■ প্রতিষ্ঠিত চা-Co. তে ১) ম্যানেজার, ২) ক্লার্ক (যোগ্যতা গ্র্যাজুয়েট, 7-10 বছরের অভিজ্ঞতা) চাই। Box No. 8252 উত্তরবঙ্গ সংবাদ, শিলিগুড়ি। (C/119131)
■ শিলিগুড়িতে নামী চা পাতার দোকানের জন্য একজন লোকাল কাউন্টার সেলসমেন আবশ্যক। (M) 9832367275. (C/119126)
■ উত্তরবঙ্গে মুখরোচক চানাচুর বিক্রয়ের জন্য Sales Officers প্রয়োজন শিলিগুড়ি বা মালদা শহরের স্থায়ী বাসিন্দা হওয়া আবশ্যক। বয়স: ২৫-৩০ বছর আপনি যদি Snacks trade এর অভিজ্ঞ Sales Professional হন, তাহলে আপনার resume নিম্নলিখিত email address এ পাঠাবেন। careers.mukharochak@gmail.com (K)

কর্মখালি

■ Required Bengali Data Analyst. Fresher/Student. M: 8010189196. (C/119312)
■ Required - Technical Personnel. PCM Group of Siliguri requires qualified Engineers, Supervisor, Technicians & Operators for its manufacturing plants in Abroad & Pan-India. Qualification: Degree/Diploma/ITI in relevant field (Civil/Mechanical/Electrical/Electrician/Fitter/Diesel Mechanic). Experienced preferred. Location: Siliguri, across India & abroad. Salary: as per qualification & experience. Apply immediately to: recruitment.hr.slg@gmail.com. (C/119126)
■ এন.জে.পি. রেলওয়ে স্টেশন এর কাছে একটি লজে ওয়েটার লাগবে। থাক খাওয়ার ব্যবস্থা আছে। স্যালারি ৬ থেকে ৬.৫ হাজার প্রতি মাস। যোগাযোগ- 9091162566. (C/119130)

শিক্ষক-শিক্ষিকা চাই

■ ন্যূনতম যোগ্যতা উচ্চমাধ্যমিক উত্তীর্ণ D.El.Ed বা B.Ed থাকা আবশ্যক, আগামী ১৯শে নভেম্বর এর মধ্যে আবেদনপত্র আহ্বান করা হচ্ছে নিম্ন ঠিকানায়- সম্পাদক সারদা শিশুতীর্থ পরিচালক সমিতি সূর্যসেন কলোনী, শিলিগুড়ি ৪। (C/119126)

কর্মখালি

■ জুয়েলারি কাউন্টার সেলের জন্য কয়েকজন পুরুষ ও মহিলা তৎসঙ্গে কয়েকজন পিউন প্রয়োজন। বয়স ২৫ এর উর্দ্ধে (বেতন যোগ্যতা অনুসারে), যোগাযোগ- মাল্টিলেভেল জুয়েলার্স এন্ড কোম্পানি, দেশবন্ধুপাড়া, শিলিগুড়ি। (C/119130)

Urgently Wanted

■ Optometrist-2 Part Time Opthalmologist Bethel Mission Hospital, Mathabhanga, Coochbehar. Contact No- 9933455499/9800497163. (C/119128)

Urgent Requirement

■ Immediate requirement of PGT/TGT Chemistry, Mathematics, English, Lady Counsellor and Receptionist for a CBSE School in Islampur, U/D. Submit your resume in greenvalleyisp@gmail.com or in W/P 9679169375, 8670527177, 9064952280. (S/N)

ভ্রমণ
ডলফিন হলিডেস্ (জলপাইগুড়ি)

■ রাজস্থান 24/1/26, কেরল 28/1, গুজরাট 5/1, মধ্যপ্রদেশ 8/2, কাশ্মীর 19/3, হিমাচল 20/3, অরুণাচল 3/4, আন্দামান, ভুটান যে কোনও দিন। 9733373530. (K)

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

ট্রেন উদ্বোধন

শনিবার থেকে নবদ্বীপ ঘাট স্টেশনের পরিবর্তে আমঘাটা হল্ট স্টেশন থেকে কৃষ্ণনগর লোকাল ট্রেন পরিষেবা চালু হল। উদ্বোধন করেন সাংসদ জগন্নাথ সরকার ও শিয়ালদার এডিআরএম রাজেশ কুমার।

মদ বাজেয়াপ্ত

বীরভূমের মুরারই ২ নম্বর ব্লকে পাঁচটি জায়গায় অভিযান চালিয়ে দেশি মদ ও তা তৈরির উপকরণ নষ্ট ও বাজেয়াপ্ত করল আবগারি দপ্তর। গ্রামবাসীদের থেকে খবর পেয়ে এই অভিযান চালানো হয়। দিনভর তল্লাশি চলে।

মেট্রোয় বিভ্রাট

পূর্ব নির্ধারিত ঘোষণা ছাড়াই শনিবার সকাল থেকে দক্ষিণেশ্বর মেট্রো স্টেশনে সিগন্যালিংয়ের কাজ শুরু করা হয়। তার ফলে সকাল থেকে বেলা ১০টা ২০ পর্যন্ত দক্ষিণেশ্বর থেকে বরানগর মেট্রো পরিষেবা বন্ধ থাকে।

বাউড়ি ভবন

আসানসোলে পশ্চিমবঙ্গ বাউড়ি কালচারাল বোর্ডের নতুন ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর উদ্বোধন করলেন মন্ত্রী মলয় ঘটক। বাউড়ি সম্প্রদায়কে নির্ধারিত সময়ে এনুমারেশন ফর্ম পূরণ করে জমা করার অনুরোধ করেন তিনি।

অবশেষে ইন্টারভিউ

একাদশ-দ্বাদশের তালিকায় নেই বহু 'যোগ্য' চাকরিহারা

নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ১৫ নভেম্বর : 'যোগ্য'দের ভাগ্য নির্ধারণ করল স্কুল সার্ভিস কমিশন (এসএসসি)। শনিবার প্রকাশিত একাদশ-দ্বাদশ স্তরের শিক্ষক নিয়োগের ইন্টারভিউয়ের তালিকায় নেই বহু 'যোগ্য' চাকরিহারার নাম। আন্দোলনের মুখ বলে পরিচিত চাকরিহারাদের একাংশও সুযোগ পাননি তালিকায়। যোগ্য শিক্ষক শিক্ষিকা অধিকার মঞ্চের সামনের সারির আন্দোলনকারী চিন্ময় মণ্ডলের নাম নেই তালিকায়। তবে তালিকায় জায়গা পেয়েছেন আন্দোলনের অন্যতম মুখ সংগীতা সাহা সহ অনেকেই। বিষয়ভিত্তিক চূড়ান্ত শূন্যপদের তালিকাও প্রকাশ করা হয়েছে। শিক্ষা মহলের আশঙ্কা, নবম-দশমের ফল ও ইন্টারভিউয়ের তালিকা প্রকাশের পর যেসব 'যোগ্য' চাকরিহারা সুযোগ পাবেন না, তাঁরা আন্দোলন আরও জোরালো করতে পারেন।

এদিন সন্ধ্যার পর তালিকা প্রকাশ করে এসএসসি। যাঁরা একাদশ-দ্বাদশের নিয়োগ প্রক্রিয়ায় সুযোগ পেলেন, তাঁরা যাতে নবম-দশম স্তরের ইন্টারভিউ ও ভেরিফিকেশন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ না করতে পারেন, সেদিকে কড়া নজর রাখছে এসএসসি। 'যোগ্য' চাকরিহারাদের কথায়, এই পুনর্নিয়োগ প্রক্রিয়ার ফলাফল যাই হোক, সকলে ভরসা রাখবেন কিউরেটিভ পিটিশনের দিকে। পরীক্ষার্থীরা ওয়েবসাইট মারফত নিজেদের তথ্য দিয়ে ইন্টারভিউতে সুযোগ পাচ্ছেন কি না, তা দেখতে পেয়েছেন এদিন। লিখিত পরীক্ষার ৬০ নম্বর, শিক্ষকতার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ১০ নম্বর ও শিক্ষাগত যোগ্যতার ভিত্তিতে ১০ নম্বরের ওপর নির্ভর করে তালিকা তৈরি করা হয়েছে বলে জানিয়েছে এসএসসি। আগামী ১৮ নভেম্বর ইন্টারভিউয়ের জন্য নির্বাচিতদের নথি যাচাই প্রক্রিয়া শুরু হবে। শেষ হবে ৩ ডিসেম্বর। একাদশ-দ্বাদশ স্তরের জন্য আবেদন করেছিলেন ২,৪৬,৫৪৩ জন। অংশগ্রহণ করেছিলেন ২,২৯,৬০৬ জন।

মোট ১১৬১টি পাতার তালিকায় নাম রয়েছে প্রায় ২০ হাজার চাকরিপ্রার্থীর। ইন্টারভিউয়ের তালিকায়

তালিকা প্রকাশ

- প্রায় ২০ হাজার চাকরিপ্রার্থী ইন্টারভিউয়ে সুযোগ পেলেন
- ১৮ নভেম্বর থেকে শুরু হবে নথি যাচাই প্রক্রিয়া
- ১১৬১ পাতার তালিকা প্রকাশ করেছে এসএসসি
- তালিকায় নেই আন্দোলনের মুখ চিন্ময় মণ্ডলের নাম

যাঁরা ঠাঁই পাননি, তাঁরাও নিজেদের প্রাপ্ত নম্বর দেখতে পেলেন ওয়েবসাইটে। শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু সমাজমাধ্যমে লিখেছেন, 'মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ডিসেম্বরের মধ্যে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে।' এসএসসি জানিয়েছে, চাকরিহারাদের পুরোনো চাকরিতে ফেরানোর জেরে মোট শূন্যপদের সংখ্যা কমানো হয়েছে। ১২৫১৪টি শূন্যপদ কমে দাঁড়িয়েছে ১২৪৪৫। চলতি বছরের কাটঅফ মার্কস অন্যান্য বছরের তুলনায় অনেকটাই বেশি।

জাতিগত ক্ষেত্রে কাটঅফ মার্কস আলাদা আলাদা। ইংরেজি বিষয়ে জেনারেল কাস্টের কাটঅফ মার্কস গিয়েছে ৭৭ পর্যন্ত। এদিন ফের ওয়েবসাইটের সমস্যার জন্য পরীক্ষার্থীরা জটিলতায় ভুগেছেন। নতুন-পুরোনো মিলিয়ে যাঁরা সুযোগ পেলেন, তাঁদের আপলোড করা তথ্য সঠিক কি না, তা যাচাই করবে কমিশন। কেন্দ্রীয়ভাবে এসএসসির মূল কার্যালয় থেকে এই ভেরিফিকেশন হবে। ১৫দিন থেকে চলবে এই প্রক্রিয়া। ভেরিফিকেশনের প্রক্রিয়ার পর শুরু হবে ইন্টারভিউ। ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহ থেকেই ইন্টারভিউ শুরু করা হতে পারে বলে জানিয়েছে এসএসসি। বাংলা বিষয় দিয়েই শুরু হবে ভেরিফিকেশন প্রক্রিয়া।

অবৈধ নির্মাণ, গাফিলতিতে বারবার আগুন

রিমি শীল

কলকাতা, ১৫ নভেম্বর : এক বছরে শহরে পর পর ৬টি বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা। শনিবার ভোর পাঁচটায় মধ্য কলকাতার প্রাণকেন্দ্র বৈদ্যুতিক সামগ্রীর অন্যতম পাইকারি বাজার এজরা স্ট্রিটে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ফের প্রশাসনিক তৎপরতা, নজরদারির ত্রুটি নিয়ে প্রশ্ন খাড়া করেছে। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এই পাইকারি বাজারে প্রতিদিন খুচরো ব্যবসায়ীরা আসেন। এই অগ্নিকাণ্ডের নেপথ্যে বেআইনি নির্মাণ, নজরদারির অভাব, প্রশাসনিক গাফিলতি রয়েছে বলে দাবি করছেন ব্যবসায়ী এবং স্থানীয়রা। এদিন এজরা স্ট্রিটের একটি বিল্ডিংয়ে বৈদ্যুতিক সামগ্রীর দোকানে আগুন লাগে। দাহ্যবস্তু মজুত থাকায় মুহূর্তের মধ্যে তা পর পর দোকান ও পার্শ্ববর্তী বিল্ডিংয়ে ছড়িয়ে পড়ে। ৯ ঘণ্টা পরেও আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে বেগ পেতে হয় ২৫টিরও বেশি দমকল ইঞ্জিনকে। সকালেই ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম, দমকলমন্ত্রী সুজিত বসু, কলকাতার পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মা, বিধায়ক নয়না বন্দ্যোপাধ্যায় ও স্থানীয় কাউন্সিলার সন্তোষ পাঠক।

এজরা স্ট্রিটের ঘিঞ্জি গলির দুই পাশে সারি সারি বৈদ্যুতিক সামগ্রীর দোকান। প্রতিটি বিল্ডিং একেবারে গায়ে গায়ে। হেরিটেজ তকমাপ্রাপ্ত এই বিল্ডিংয়ের ভিতরে পার্সি চার্চ। প্রায় সবকটি দোকানের বয়স ১০০ থেকে ১৫০ বছর। এদিক ওদিক অগোছালো ওয়্যারিং, ঝুলে থাকা তার, বিল্ডিংগুলির ভগ্নপ্রায় অবস্থা দেখলে বিপদের আশঙ্কা করা স্বাভাবিক। এদিন দিনভর ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীরা নিজেদের শেষ সম্বল বাঁচাতে ছোটাছুটি করেন।

প্রশাসনের দিকে আঙুল কাউন্সিলারের

পুড়তে থাকা গুদামের দিকে তাকিয়ে চোখে জল নিয়ে সুব্রত রায় বললেন, 'আমাদের দোকান, গুদাম সব পুড়ে ছাই। কিছু নেই।' গ্যাস কাটার দিয়ে দেওয়াল কেটে দমকলের কর্মীরা অতি তৎপরতার সঙ্গে আগুন নেভাতে ব্যস্ত। ৩০ বছর ধরে ওই এলাকার ব্যবসায়ী শৈলেন ঠাকুর বললেন, 'এর আগেও বহুবার আগুন লেগেছিল। মেয়র আশ্বাস দিয়েছিলেন, কিন্তু কিছুই হয় না।' এই ঘটনার পরে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে বৈঠক ডেকেছেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম। তবে অবিশ্বাসের সুর বিমল ছেত্রীর গলায়। জানালেন, 'মেয়র, দমকলমন্ত্রী আমাদের সঙ্গে কথা বলেছেন। কিন্তু ব্যবস্থা হবে বলে মনে হয় না। রাতে এখানে পর পর গাড়ি এসে দাঁড়িয়ে থাকে, বেআইনি নির্মাণ হয়েছে। পুরসভার নজরদারি থাকলে এগুলি হয়?'

প্রশাসনের বিরুদ্ধে আঙুল তুলে স্থানীয় কাউন্সিলার সন্তোষ পাঠক বলেন, 'এই বিল্ডিংটিতে অন্তত ২২ বার আগুন লেগেছে। যেভাবে বেআইনি নির্মাণ হয়েছে সেই কারণে ২০২৩ সালে পুরসভা, পুলিশ, দমকলের কাছে চিঠি দিয়েছিলাম। কিন্তু কোনও উত্তর আসেনি। দমকল দেরিতে এসেছে।' যদিও স্থানীয়দের ওপরে দায় চাপিয়েছেন দমকলমন্ত্রী সুজিত বসু। তাঁর দাবি, 'একা দমকল বা পুলিশ সব পারবে না। যাঁরা ব্যবসা করছেন তাঁদেরও কিছু দায়িত্ব থাকতে হবে। এর আগেও এফআইআর হয়েছে। আইন ভেঙে কিছু হলে অ্যাকশন হবে।' বেআইনি নির্মাণের বিষয়টি অস্বীকার করেননি মেয়র। তিনি বলেন, 'বেআইনি নির্মাণ হলেও হতে পারে। কিন্তু যখন হয় তখন কেউ জানায় না কেন? কাউন্সিলারের সঙ্গে মাসে দু'বার দেখা হয়। তখন কেন বলেননি?' সিপি মনোজ ভার্মা বলেন, 'ফরেন্সিক হলে আসল কারণ বোঝা যাবে। পুলিশ, দমকল ভালো কাজ করেছে।'

শনিবার কলকাতার এজরা স্ট্রিটে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের পর। ছবি : দেবার্চন চট্টোপাধ্যায়

লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে উপভোক্তা বাড়বে

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৫ নভেম্বর : আগামী বছর বিধানসভা নির্বাচনের আগে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পকেই আরও আঁকড়ে ধরতে চাইছে রাজ্যের শাসকদল। ইতিমধ্যেই ২ কোটিরও বেশি মহিলা রাজ্য সরকারের এই প্রকল্পের সুবিধা ২০২১ সাল থেকে পেয়ে আসছেন। আগামী বিধানসভা নির্বাচনের আগে আরও বেশি সংখ্যক উপভোক্তা তৈরি করতে জেলা প্রশাসনগুলিকে সক্রিয় হতে নির্দেশ দিয়েছে রাজ্য সরকার। নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, ডিসেম্বরে ফের 'দুয়ারে সরকার' শিবির বসবে। এখনও পর্যন্ত আবেদন করেও লক্ষ্মীর ভাণ্ডার না পাওয়া মহিলাদের যুক্ত করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে, আবেদনপত্রে সামান্য ভুল থাকার কারণেই তাঁদের প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করা যায়নি। এছাড়াও অনেকে দুয়ারে সরকারের শিবিরে লম্বা লাইনে দাঁড়াতে রাজি না হওয়ায় তাঁরা এই প্রকল্পে আগ্রহী হননি। এবার তাঁদেরও অন্তর্ভুক্ত করার লক্ষ্য নিচ্ছে নবান্ন।

২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পের কথা ঘোষণা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মহিলা ভোটের দাপটে বিপুল ব্যবধানে জয়ী হয়ে তৃতীয়বার সরকার গড়েন মমতা। ২ মে শপথগ্রহণের পর অগাস্ট থেকেই সাধারণ মহিলাদের অ্যাকাউন্টে ৫০০

নবান্নের উদ্যোগ

টাকা ও তপশিলি জাতি ও উপজাতি মহিলাদের ১০০০ টাকা করে দেওয়া শুরু হয়। গত লোকসভা ভোটের আগে এই অঙ্ক বাড়িয়ে ১০০০ টাকা ও ১২০০ টাকা করা হয়। লোকসভা ভোটে তার ফলও হাতেনাতে পান মুখ্যমন্ত্রী। মমতার দেখানো পথেই এবার বিহারে ভোটের আগে মহিলাদের এক কিস্তিতে ১০ হাজার টাকা করে দেন মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার। তার ফলও তিনি পেয়েছেন এবারের বিধানসভায়। আগামী বিধানসভা নির্বাচনের আগে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পে যে বরাদ্দ বাড়তে পারে, তা গত বাজেট পেশ করার সময়ই ইঙ্গিত দিয়েছিলেন অর্থ প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। যদিও এখনও বরাদ্দ বৃদ্ধির কথা ঘোষণা হয়নি।

এই প্রকল্পের বরাদ্দ বৃদ্ধির জন্য রাজ্য সরকার যে রাজস্ব বাড়ানোর দিকেও বিশেষ নজর দিয়েছে, তা স্পষ্ট। ডিসেম্বর থেকে দেশি ও বিদেশি মদের শুল্ক বৃদ্ধির নির্দেশিকাও জারি করেছে আবগারি দপ্তর। পরিবহণ খাতেও রাজস্ব বৃদ্ধির দিকে নজর দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অন্যান্য খাতেও রাজস্ব বৃদ্ধির অগ্রগতি নিয়ে গত সপ্তাহেই পর্যালোচনা বৈঠক করেছেন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ। সেখানে ভার্চুয়ালি উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রীও।

ফেব্রুয়ারিতে রাজ্যে বিধানসভায় ভোট অন অ্যাকাউন্ট পেশ হবে। বিধানসভা ভোটের দিকে নজর রেখে সেখানে যে জনমোহিনী প্রকল্পের ঘোষণা হতে পারে, তা অনেকেই আশা করছেন। উপভোক্তাদের আশা, লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের ভাতার পরিমাণও ভোটের আগে বাড়তে পারে।

নথি বিভ্রাটে 'আতঙ্কে' মৃত্যু

কলকাতা, ১৫ নভেম্বর : দত্তপুকুর থানার পশ্চিম খিলকাপুর পঞ্চায়েতের চাটুরিয়া গ্রামে সত্তরোর্ধ্ব এক বৃদ্ধের এসআইআর আতঙ্কে মৃত্যুর অভিযোগ উঠেছে। পরিবারের দাবি, ২০০২ সালের তালিকায় তাঁর নাম থাকলেও তাতে এপিক নম্বর উল্লেখ ছিল না। তাই এনুমারেশন ফর্ম পূরণ করতে পারবেন কি না তা নিয়ে দুশ্চিন্তায় ছিলেন তিনি। সেই কারণেই হৃদরোগে আক্রান্ত হন। প্রথমে তাঁকে ভর্তি করানো হয় বারাসত সরকারি মেডিকেল কলেজে। অবস্থার অবনতি হলে আরজি কর ও তারপর এনআরএসে স্থানান্তর করা হয়। এদিন সকালে মৃত্যু হয় তাঁর। মৃতের পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন স্থানীয় বিধায়ক রথীন ঘোষ ও প্রশাসনিক আধিকারিকরা। রথীন বলেন, 'বিজেপি নেতাদের কথা শুনে মানুষের মনে আতঙ্কের তৈরি হয়েছে। খুবই দুঃখজনক ঘটনা।'

এদিকে, এসআইআরে ফর্ম বিলি ও ফর্ম আপলোড নিয়ে ক্রমশ বিক্ষোভ বাড়ছে বিএলওদের মধ্যে। জেলায় জেলায় বিক্ষোভও দেখাচ্ছেন তাঁরা। এদিন নদিয়ার রানাঘাটে ব্লক অফিস ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখান তাঁরা। হাওড়া, উত্তর ২৪ পরগনায় বিক্ষোভ দেখিয়ে তাঁদের দাবি, বিএলও অ্যাপে একটি ফর্ম ডিজিটাইজড করতে ২০ মিনিটেরও বেশি সময় লাগছে। এই প্রেক্ষিতে ইআরও, এইআরও, অতিরিক্ত বিএলওদের এই অ্যাপ ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া নিয়ে নির্বাচন কমিশনে চিঠি লিখেছে মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিকের দপ্তর। প্রতিনিয়ত রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক বৈঠক করছেন। ইতিমধ্যেই ভোটারের অনুপস্থিতি, মৃত ভোটারের তালিকা কতদূর, তা নিয়ে জেলা থেকে রিপোর্টও চেয়েছে কমিশন। এদিকে এসআইআর আবহে সিএএ আবেদনেরও হিড়িক বেড়েছে। এই পরিস্থিতিতে সিএএ ক্যাম্পের নাম করে টাকা তোলার অভিযোগ উঠেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসন্তীতে।

নতুন রাস্তা কলকাতায়

কলকাতা, ১৫ নভেম্বর : কলকাতার রাস্তায় অতিরিক্ত যানজট কমাতে সড়ক উন্নয়ন পরিকল্পনায় সিলমোহর দিল কলকাতা পুরসভা। ইস্টার্ন মেট্রোপলিটন বাইপাসের ধারে চায়না টাউনের ভিতর ৮০ ফুট চওড়া রাস্তা তৈরি, দক্ষিণ কলকাতার রাসবিহারীর পণ্ডিতিয়া রোডের একটি বাইলেনকে ৩০ ফুট চওড়া করা ও মিলনমেলা প্রাঙ্গণের পশ্চিমে নতুন ৩০ ফুট চওড়া রাস্তা তৈরির অনুমোদন মিলেছে মেয়র পারিষদের বৈঠকে। পুরসভার আধিকারিকদের কাছে ইতিমধ্যেই সমীক্ষা রিপোর্ট পৌঁছে গিয়েছে। শীঘ্রই রিপোর্ট অনুযায়ী রাস্তা তৈরির কাজ শুরু করা হবে।

বাইপাসের মঠেশ্বরতলায় নতুন রাস্তা তৈরির কথা ভাবছে পুরসভা। একই সঙ্গে ১০৯ নম্বর ওয়ার্ডের চকগড়িয়া এলাকায় ৮ কিলোমিটার দীর্ঘ ও ২০ ফুট চওড়া রাস্তা নির্মাণ করা হবে। উত্তর কলকাতার বেলেঘাটার ক্যানাল সাউথ রোডকে চিংড়িঘাটা থেকে শিয়ালদা পর্যন্ত ৫০ ফুট চওড়া করার পরিকল্পনাও রয়েছে। চাউলপট্টি রোডকে ৩০ থেকে ৪০ ফুট চওড়া করার কাজ শীঘ্রই শুরু হবে। কসবার নোনাডাঙা অঞ্চলে ২ কিলোমিটার রাস্তাকেও ৮০ ফুট চওড়া করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। নিত্যদিনের যানজট সমস্যা তাতে দূর হবে বলেই আশা করছেন পুরসভার আধিকারিকরা।

কী মিষ্টি, দেখো মিষ্টি... *নলহাটিতে শনিবার। ছবি : তথাগত চক্রবর্তী*

ডেটা এন্ট্রি অপারেটর চেয়ে কমিশনের চিঠি

কলকাতা, ১৫ নভেম্বর : ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর নিয়ে প্রথম থেকেই একাধিক ইস্যুতে রাজ্য সরকারের সঙ্গে নির্বাচন কমিশনের সংঘাত লেগেছে। এর আগে বিএলও পদে নাম চেয়ে একাধিকবার নবান্নকে চিঠি দিতে হয়েছিল নির্বাচন কমিশনকে। বিএলও নিয়োগ হলেও পর্যাপ্ত ডেটাএন্ট্রি অপারেটর না থাকায় ভোটারদের তথ্য নথিভুক্ত করতে সমস্যা হচ্ছে বিএলওদের। এই নিয়ে একাধিকবার বিক্ষোভ দেখিয়েছেন বিএলওরা। তাই ফের এক হাজার ডেটাএন্ট্রি অপারেটর চেয়ে রাজ্য সরকারকে চিঠি দিল নির্বাচন কমিশন। এই নিয়ে শনিবার রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ পন্থের সঙ্গে কথাও বলেছেন মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল। এর আগেও অক্টোবরের দ্বিতীয় সপ্তাহে ডেটাএন্ট্রি অপারেটর চেয়ে রাজ্য সরকারকে চিঠি দিয়েছিল কমিশন।

নবান্নের দাবি, নির্বাচন কমিশনের কাজে ইতিমধ্যেই প্রশাসনিক আধিকারিক ও কর্মীদের নিযুক্ত করা হয়েছে। এর ফলে প্রশাসনের স্বাভাবিক কাজকর্ম বিঘ্নিত হচ্ছে। কয়েক মাসের মাথায় রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন। নির্বাচনের দিন ঘোষণা হয়ে গেলে উন্নয়নমূলক কাজকর্ম আটকে যাবে। তাই চলতি আর্থিক বছরে বরাদ্দকৃত প্রকল্পগুলির কাজ এখন থেকেই শুরু

আরও ১০০০ হাজার জন দরকার

করে ফেলতে হবে। এই পরিস্থিতিতে কমিশনের দাবিমতো প্রশাসনিক সমস্ত কর্মীকে ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনে যুক্ত করে দিলে প্রশাসনের স্বাভাবিক কাজকর্ম বিঘ্ন হবে। তাতে রাজ্যের বাসিন্দারা ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। তাই স্বাভাবিক কাজকর্ম অটুট রাখার মতো কর্মী রাজ্য সরকারের হাতে রাখতে হবে। যদিও কমিশন জানিয়েছে, ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনের ক্ষেত্রে আইন অনুযায়ী রাজ্য সরকারকে সমস্ত সহযোগিতা করতে হবে। কিন্তু এক্ষেত্রে পদে পদে বিঘ্নিত হচ্ছে।

৪ ডিসেম্বরের মধ্যে রাজ্যের ৭ কোটি ৬৩ লক্ষ ভোটারের ফর্ম পূরণ সম্পূর্ণ করার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। কিন্তু এখানেই আপত্তি জানিয়েছে তৃণমূল। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দাবি, মাত্র এক মাসের মধ্যে এসআইআর করতে গিয়ে প্রকৃত ভোটারের নাম বাদ যাওয়ার আশঙ্কা প্রচুর। কিন্তু একজন প্রকৃত ভোটারের নাম বাদ গেলেও তৃণমূল যে ছেড়ে দেবে না, সেই হুঁশিয়ারিও দিয়ে রেখেছে। এই পরিস্থিতিতে এখনই ডেটাএন্ট্রি অপারেটর না পাওয়া গেলে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এসআইআরের কাজ কীভাবে শেষ করা সম্ভব হবে, তা নিয়ে উদ্বিগ্ন কমিশনের কর্তারা। এদিনই সন্ধ্যায় এসআইআরের কাজের অগ্রগতি নিয়ে জেলা শাসক ও বিডিওদের সঙ্গে ভার্চুয়াল বৈঠক করেছেন কমিশনের কর্তারা।

দুর্নামের জন্য ষড়যন্ত্র, আশঙ্কা শিক্ষা মহলের

কলকাতা, ১৫ নভেম্বর : সম্প্রতি বরানগরে ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউটের (আইএসআই) কলকাতা ক্যাম্পাসের ছাত্রাবাসে ঘৃণার বার্তা ছড়ানোকে কেন্দ্র করে বিতর্ক দানা বেঁধেছে। শিক্ষাবিদদের ধারণা, উসকানিমূলক মন্তব্য লেখার পিছনে ছাত্র, অধ্যাপক ও গবেষকদের ভূমিকা না থাকারই কথা। সিভি রমন হলের সদর দরজা সহ বিভিন্ন অংশে একটি বিশেষ গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে এরূপ মন্তব্য ছড়ানোর পিছনে বহিরাগতদের প্রভাব আছে বলেই ধারণা। ইতিমধ্যেই ঘটনার তদন্তের জন্য বিশেষ কমিটি গঠন করেছেন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

আইএসআইয়ের ডেপুটি ডিরেক্টর দীপ্তিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন, পড়ুয়াদের সঙ্গে এই বিষয়টি নিয়ে একাধিকবার বৈঠক করেছেন কর্তৃপক্ষ। প্রতিষ্ঠান স্বীকার করে নিয়েছে, যে নির্দিষ্ট স্থানে ওই ঘটনাটি ঘটেছিল সেটি সিসি ক্যামেরার নজরদারির আওতায় ছিল না। এর পরেই ফের প্রশ্ন উঠেছে, দেশের সামনের সারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে। ছাত্রদের একাংশ জানিয়েছে, কর্তৃপক্ষের তদন্ত শুরুর আগে বিদ্বেষমূলক মন্তব্য মুছে দিয়ে প্রমাণ লোপাট করা হয়েছে। দফায় দফায় ছাত্রদের পালটা পোস্টারিংও চলছে কলেজ ক্যাম্পাসে। যদিও থানায় এই বিষয়ে এখনও পর্যন্ত কোনওরকম অভিযোগ দায়ের হয়নি। কর্তৃপক্ষ

আইএসআই-এর ঘটনায় বিতর্ক

বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে জানিয়েছেন, কোনওরকম ঘৃণ্য কাজকে তাঁরা সমর্থন করেন না। শিক্ষাবিদ পবিত্র সরকারের যুক্তি, 'আইএসআইয়ের স্বাধিকার কেড়ে নেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার অনেকদিন ধরে চেষ্টা করছে। এই সন্দেহ ভুলও হতে পারে। ইচ্ছাকৃতভাবে কলেজের দুর্নাম করার চেষ্টা চলছে।'

মতুয়া ইস্যু আঁকড়ে ধরতে চাইছে কংগ্রেস

রিমি শীল

কলকাতা, ১৫ নভেম্বর : এসআইআরের আবহে মতুয়া ভোটব্যাংককে ফের আঁকড়ে ধরতে চাইছে বিরোধীরা। এই প্রেক্ষিতে মতুয়া সম্প্রদায়ের নাগরিকত্ব ইস্যুতে জরুরি হস্তক্ষেপ চেয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে চিঠি দিলেন প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীররঞ্জন চৌধুরী। অর্ডিন্যান্স জারির দাবি করলেন তিনি। অধীরের দাবি, এসআইআরের জন্য প্রয়োজনীয় কঠিন নথিপত্রের বিধান থেকে এই জনগোষ্ঠীকে অব্যাহতি দিয়ে তাঁদের দীর্ঘদিনের নাগরিকত্বের দাবির স্বীকৃতি দেওয়া প্রয়োজনীয়।

তিনি লিখেছেন, পূর্ব পাকিস্তান থেকে ধর্মীয় নির্যাতনের শিকার হয়ে বহু মানুষ ভারতে আশ্রয় নিয়েছেন। তাই তাঁদের নাগরিকত্ব নিয়ে প্রশ্ন তোলা অবান্তর। কেন্দ্রীয় নাগরিকত্ব (সংশোধনী) আইনের আওতায় ৩১ ডিসেম্বর ২০১৪ থেকে ৩০ ডিসেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত যাঁরা ধর্মীয় নিপীড়নের শিকার হয়ে এদেশে এসেছেন, তাঁদের নাগরিকত্ব রক্ষায় শীতকালীন অধিবেশন শুরুর আগে একটি অর্ডিন্যান্স জারি করা অত্যন্ত জরুরি। সম্প্রতি মতুয়াদের অনশন মঞ্চে হাজির থাকার কথাও উল্লেখ করেছেন তিনি। রাজনৈতিক মহলের মতে, পশ্চিমবঙ্গের অন্তত ৭৬টি বিধানসভা কেন্দ্রে মতুয়া প্রভাব রয়েছে। অন্তত ২০টির বেশি আসনে মতুয়ারাই ভোটের ফলাফলের প্রধান নির্ণায়ক। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়ও মতুয়া ভোটের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য। শান্তনু, সুব্রতদের পিতামহ প্রমথরঞ্জন ঠাকুর বিধানচন্দ্র রায়ের সরকারে মন্ত্রী ছিলেন। পরবর্তীকালে মতুয়া এলাকার গ্রামীণ অংশে বামেদের ও শহরে কংগ্রেসের প্রভাব লক্ষ করা যেত। কিন্তু ২০০৮ সালের পর পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময় থেকে তৃণমূলের প্রভাব উল্লেখযোগ্য হয়ে ওঠে। ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনের সময় থেকে বিজেপির দিকে ঝুঁকতে শুরু করে। এখনও সেই প্রবণতা বজায় রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে আগামী বিধানসভা নির্বাচনের আগে এসআইআরকে হাতিয়ার করে মতুয়া ভোটব্যাংক ফেরানোর চেষ্টা করছে তৃণমূল ও বিজেপি। সেই পথেই হাঁটছে বাম-কংগ্রেসও।

রঙিন মোমে উদ্যোগপতির স্বপ্ন তরুণীর

নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ১৫ নভেম্বর : ব্যস্ত অফিস যাত্রীরা তখন বাড়ি ফিরছেন। রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে একজন ক্রমাগত হেঁকে চলেছেন, 'সেন্টেড ক্যানডেল নিয়ে যান। ৭-৮ ঘণ্টা জ্বলবে।' বছর একুশ বয়স। পিঠে ভারী ব্যাগের বোঝা। হাতের ট্রে-তে রং-বেরঙের মোম। চশমার ফ্রেমের পিছনের চোখদুটিতে একরাশ স্বপ্ন। আধুনিক যুগে দাঁড়িয়ে এরকম স্টার্টআপ গড়ার স্বপ্ন খুব একটা নতুন নয়। মহিলা উদ্যোগপতি বলতে এক ডাকে সবাই চেনেন কিরণ মজুমদার, ফাল্গুনি নায়ার ও বিনীতা সিংকে।

তবে সাধারণ মেয়ের অসাধারণ হয়ে ওঠার গল্প জানেন ক'জন? টালিগঞ্জ মেট্রোর বাইরে দাঁড়িয়ে রোজ আর ৫-৭ জন 'অসামান্যা নারী'র সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এই গল্পই লিখছেন দ্বিতীয় বর্ষের পড়ুয়া রনিষা শিট। লকডাউনে মা-বাবার ঋণের বোঝা মেটাতে শুরু করেছেন সুগন্ধি মোমবাতি তৈরি। মোম বিক্রির টাকাতেই বাণিজ্য বিভাগে নিজের পড়াশোনা জোরকদমে চালিয়ে যাচ্ছেন রনিষা।

বাবা জলের ব্যবসা করতেন। মায়ের পেশা সেলাই। আর্থিক অবস্থা মুখ থুবড়ে পড়ল করোনার থাবায়। মামার সাহায্য নিয়ে শহরের সামনের সারির এক বেসরকারি কলেজে বাণিজ্য বিভাগে ভর্তি হলেন রনিষা। চোখে তখন একটাই স্বপ্ন, ভালো চাকরি করে সংসারের হাল ধরতে হবে। কিন্তু সব স্বপ্ন পূরণ হয় না, সেটা তখনই বুঝে গিয়েছিলেন রনিষা।

লকডাউনে ২ লক্ষ টাকা লোনের বোঝা থেকে পরিবারকে বাঁচাতে প্রথমে ছোট ছোট বাচ্চাদের পড়ানোকে পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু নিজের পড়া সামলে পড়ানোর ঝক্কি অনেক। তাই শেষমেশ বড়বাজারে মোম তৈরির উপকরণ খুঁজতে ঢুঁ মারা শুরু করেন। শনিবার দুপুরে মোম বেচতে বেচতেই রনিষা বললেন, 'প্রথমে হোলসেলারদের চিনতাম না। ৫-৬ মাস আগে কাঁচামাল কিনতে গিয়ে ৫ হাজার টাকা ক্ষতি হয়েছিল। একজন ব্যবসায়ী তখন অনেক কম টাকায় আমায় প্রথম কাঁচামাল বিক্রি করেন। সেই শুরু।'

টালিগঞ্জ মেট্রো স্টেশনে সুগন্ধি মোম হাতে খদ্দেরের অপেক্ষা।

বাজারদর বলছে, মোমের দাম কেজি প্রতি ৬০০-৮০০ টাকা। তার সঙ্গে ওয়াক্স বুস্টার, ওয়াক্স হার্ডনার, সোয়ে ওয়াক্স, উইকস, মোল্ডস সহ নানা কাঁচামাল প্রয়োজন সুগন্ধি মোম তৈরিতে। সব মিলিয়ে বানানোর যা খরচ, তার পর খুব কম লাভ রেখেই মোম বিক্রি করেন রনিষা।

সন্ধে সাড়ে ৬টা পর্যন্ত একটানা রোদ-ঝড়-বৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে অক্লান্তভাবে হেঁকে যান, 'ছোট মোমবাতি ৫০ টাকা। বড়গুলির দাম ৮০ থেকে ১০০। নিয়ে যান।' রনিষার কথায়, 'বাড়ি গিয়ে যখন এই টাকা দিয়ে ছোট বোনটার আবদার মেটাতে পারি, তখন কোনও কষ্টকেই আর কষ্ট মনে হয় না। এই টাকা জমিয়েই কম্পিউটার কিনে অনলাইনে ব্যবসাটাকে বড় জায়গায় নিয়ে যাব। অন্যদের কাজের সুযোগ করে দেওয়ার জন্য ভবিষ্যতে কারখানা তৈরির খুব ইচ্ছে।'

সন্ধের পরের সময়টা ধার্য রয়েছে রনিষার পড়াশোনার জন্য। কলেজ কর্তৃপক্ষের যথেষ্ট সাহায্য পেয়েছেন। ব্যবসার জন্য মাঝে মাঝে ক্লাসে উপস্থিত থাকতে পারেন না রনিষা। তরুণীর কথায়, 'এখন দিনে ২০-২৫টা করেও মোম বানিয়ে নিই। দীপাবলিতে দারুণ ব্যবসা হয়েছে। গ্র্যাজুয়েশন শেষের আগে ব্যবসাটাকে দাঁড় করাতেই হবে।' এই কথা দিয়েই রনিষা প্রমাণ করে দিলেন, নিতান্ত সাধারণ মেয়ের গল্পে 'দুর্গা' হয়ে বিশ্বজয়ী হওয়ার স্বপ্ন বোনা যায়। চেষ্টা থাকলেই মোমের আলো দিয়ে জীবনের সব অন্ধকার ঘুচিয়ে দেওয়া সম্ভব।

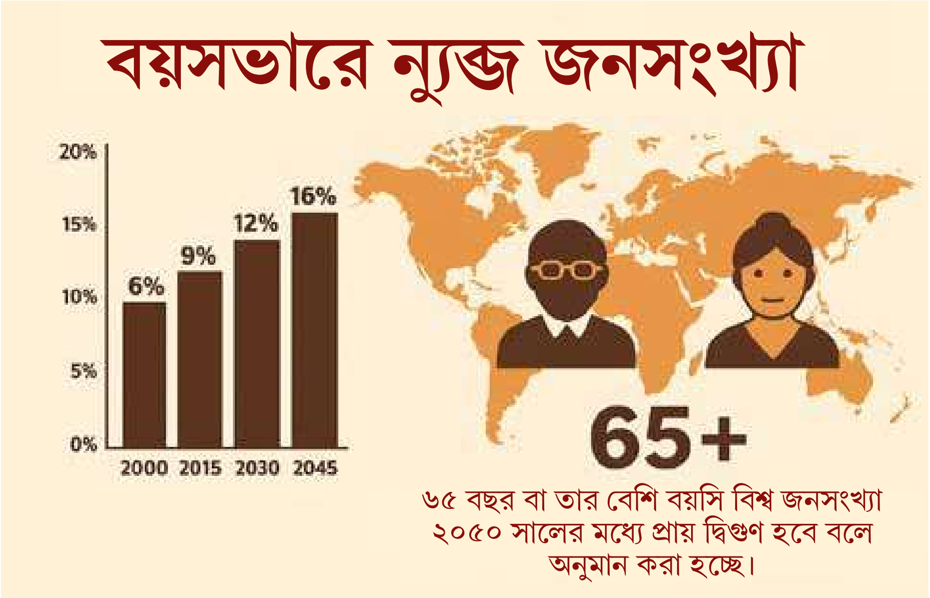

অবসরের নেই অবসর

বিশ্বজুড়ে গড় আয়ু বৃদ্ধি এবং জন্মহারের তীব্র পতনে পৃথিবী এখন বার্ধক্যের মুখে। এর ফলে রাষ্ট্রীয় পেনশন তহবিলের ওপর চরম অর্থনৈতিক চাপ সৃষ্টি হয়েছে, যা অবসরের বয়স বাড়ানোর মতো রাজনৈতিকভাবে সংবেদনশীল সিদ্ধান্ত নিতে বিভিন্ন দেশের সরকারকে বাধ্য করছে। ফ্রান্সে এই নীতি বিক্ষোভ সৃষ্টি করেছে, আবার ভারতে ‘ওপিএস’-এর রাজনীতি ভোটার টেনেছে। ইউরোপে অবসরের বয়স বৃদ্ধি অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা দিলেও, ভারতের মতো জনবহুল দেশে তা তরুণ প্রজন্মের কর্মসংস্থানকে ব্যাহত করে সামাজিক অস্থিরতা সৃষ্টি করতে পারে। অভিজ্ঞতা ও যুবশক্তির মধ্যে ভারসাম্য বজায় রেখে এই সমস্যার সুচিন্তিত সমাধান জরুরি। উত্তর সম্পাদকীয়র জোড়া প্রতিবেদন এ সংক্রান্ত অনেককিছুই খুঁটিয়ে দেখল।

ভগবান বৃদ্ধ হয়েছেন কি না জানি না, এই পৃথিবী বৃদ্ধ হয়েছে

সুমন ভট্টাচার্য

১০০ বছর আগে যদি মানুষের গড় আয়ু ছিল ৩২ বছর, তাহলে সেটা এখন দ্বিগুণেরও বেশি, ৭১ বছর। কংগ্রেসের সাংসদ, দক্ষ লেখক এবং চমৎকার কথক, শশী থারুর মাঝেমধ্যেই বিভিন্ন টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে মনে করিয়ে দেন যে, ১৯৪৭-এ দেশ যখন স্বাধীন হয়েছিল, তখন একজন ভারতীয়র গড় আয়ু ছিল ২৭ বছর। তাহলে গত ৭৮ বছরে ভারতবর্ষ কতটা এগোতে পেরেছে, সেই বিষয়ে একটা সম্যক ধারণা আমাদের পক্ষে করা সম্ভব। যত মানুষের আয়ু বাড়ছে, তত অবসরের সময়ও দীর্ঘতর হচ্ছে। স্বভাবতই চাকরি থেকে অবসরের বয়স কত হবে, অর্থাৎ ঠিক কোন সময় থেকে একজন মানুষ পেনশন পেতে শুরু করবেন, তা নিয়ে চিন্তাভাবনা ও চর্চাও বাড়ছে। অবসরের বয়স এবং পেনশন কবে থেকে শুরু হবে, এটি শুধু একটি সামাজিক সিদ্ধান্ত নয়, রাজনৈতিক সিদ্ধান্তও বটে। এই একটি সিদ্ধান্ত জনবিক্ষোভ তৈরি করে দিতে পারে, রাজনীতিতে পালাবদলও ঘটিয়ে দিতে পারে।

ইউরোপে, ফ্রান্সে গত কয়েক বছর ধরে যে ‘রাজনৈতিক ডামাডোল’ চলছে, তার অন্যতম কারণ কিন্তু অবসরের বয়স বাড়ানো। ফরাসি প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল ম্যাক্রোঁর এই একটি রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গত কয়েক বছর ধরে ফ্রান্সের রাজনীতিতে উথালপাথাল এবং একাধিক প্রধানমন্ত্রী বদলের পিছনে অনুঘটক হিসেবে কাজ করেছে। আবার ভারতবর্ষে সমাজতন্ত্রের পথে হাঁটতে চাওয়া রাহুল গান্ধি ‘ওপিএস’ বা ‘ওল্ড পেনশন স্কিম’-এ ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়ায় ‘ইন্ডিয়া জোট’ পরিচালিত রাজ্যগুলিতে পেনশনের জন্য সরকারের উপর আর্থিক দায়ভার বেড়েছে। কিন্তু কে অস্বীকার করবে হিমাচলপ্রদেশ কিংবা তেলেঙ্গানায় কংগ্রেসের জয়ের পিছনে ‘ওপিএস’ নিয়ে কথা বলা বা পেনশনের নিরাপত্তা বাড়ানোর কথা বলা কংগ্রেসের দিকে ভোট টেনেছিল?

সমস্যাটা কোথায়, অর্থাৎ, বিশ্বে গড় আয়ু কেমনভাবে বাড়ছে আবার উলটোদিকে জন্মের হার কেমনভাবে কমছে, তার একটা মোটামুটি পরিসংখ্যান আমরা দেখে নিতে পারি। ১৯৫০-এ গোটা পৃথিবীতে জন্মের হার ছিল ৪.৯। অর্থাৎ, একজন মহিলা তাঁর জীবৎকালে অন্তত পাঁচটি শিশুর জন্ম দিতেন। আজকের পৃথিবীতে এই জন্মহার কমে এসেছে ২.৩-এ। ১৯৫০ থেকে ১৯৫৫-র মধ্যে চিনে জন্মহার ছিল ৬-এর একটু উপরে, ভারতবর্ষে ৬-এর একটু নীচে। ওই একই সময়ে ইরানে জন্মহার ছিল ৬.৫। ৭ দশকের ব্যবধানে এখন কট্টরপন্থী ইরানেরও জন্মহার আমেরিকা কিংবা ইউরোপের উন্নত দেশ সুইডেনের মতোই, ১.৭। সবচেয়ে মজার বিষয়, প্রযুক্তির কারণে, বিজ্ঞানের এআই যুগে ঢুকে পড়ার কারণে এখন জন্মহার কমানোর বিষয়টি অনেক সহজ হয়ে গিয়েছে। জনসংখ্যা বিশেষজ্ঞরা পরিসংখ্যান দিয়ে দেখিয়েছেন, ঊনবিংশ শতাব্দীতে জন্মহার কমাতে, অর্থাৎ, একজন মহিলা যেন ৬টি শিশুর পরিবর্তে তিনটি শিশুর জন্ম দেন, এই অবস্থায় পৌঁছোতে ইংল্যান্ডের সময় লেগেছিল ৯৫ বছর, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৮২ বছর। আর আজকে দুই একনায়কতান্ত্রিক দেশ, চিন ‘এক শিশু’তে পৌঁছোতে সময় নিয়েছে ১০ বছর, ইরান নিজের জন্মহারকে অর্ধেকে নিয়ে এসেছে ঠিক ১১ বছরে।

যদি জন্মহার কমে, আবার উলটোদিকে মানুষের গড় আয়ু বাড়ে, তাহলে অবশ্যই তরুণ জনসংখ্যা কমে যাবে, শতাংশের নিরিখে বাড়বে বয়স্কদের সংখ্যা। আর তাহলে অবধারিতভাবে যে কোনও সরকারের পেনশন ফান্ডের উপরে চাপ বাড়বে। কতটা চাপ বাড়বে? ইউরোপীয় ইউনিয়নের একটি সমীক্ষা বলছে, যেখানে ১৯৯৫ সালে ইউরোপের দেশগুলির মোট জিডিপির ১১.৯ শতাংশ খরচ হত পেনশন দিতে, সেখানে ২০২০-তে একই খাতে খরচ হচ্ছে ১৩.৬ শতাংশ। ইউরোপের সব দেশ মিলিয়ে মোট জিডিপির প্রায় দুই শতাংশ পেনশন খাতে বেড়ে যাওয়া মোটেই সহজ বিষয় নয়। ভারতে এখনও অবধি পেনশনের পিছনে জিডিপির ৩.৩ শতাংশ খরচ হয়। তাহলে উন্নত দেশ হোক আবার অন্যদিকে ভারতের মতো যেখানে গড় রোজগারের হার কম, কিন্তু মোট জনসংখ্যার নিরিখে বড় অর্থনীতি, সেখানেও পেনশন ফান্ডের জন্য যথেষ্টই খরচ হয়ে যায়। এই চাপ কমাতে রাজনৈতিকভাবে সবসময়ই যে কোনও সরকার বা প্রশাসন চাইবে অবসরের বয়স বাড়িয়ে দিয়ে পেনশনের বোঝা কমাতে।

চিন, যা সব অর্থেই এখন মার্কিন রাজনীতি এবং অর্থনীতির প্রতিস্পর্ধী, তারা ২০২৪-এর সেপ্টেম্বরেই ‘১৪তম ন্যাশনাল পিপলস কংগ্রেস’-এর ‘বেসিক ন্যাশনাল ইনসুরেন্স’-এর আলোচনায় সিদ্ধান্ত নিয়ে নেয়, পুরুষদের ক্ষেত্রে তারা অবসরের বয়স ৬০ থেকে বাড়িয়ে ৬৫ করবে, আর মহিলাদের ক্ষেত্রে ৫৫ থেকে বাড়িয়ে ৫৮ করা হবে। তা সত্ত্বেও চিনের অর্থনীতির ঘাড়ে যে বিপুল অঙ্কের পেনশনের বোঝা চাপবে, সেটা সামলাতে শি জিন পিংয়ের প্রশাসন সেদেশের বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলিকে এবং ‘অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট’ কোম্পানিগুলিকে নিয়ে একটি বৃহৎ পরিসরের অছি পরিষদ তৈরি করেছে। জাপানও ২০২২ থেকেই এই বিষয়টি নিয়ে চিন্তাভাবনা করছে এবং সেখানে আনুষ্ঠানিকভাবে অবসর নেওয়ার পরও যাঁরা বিভিন্ন সংস্থায় আংশিক সময়ের কাজ করেন, তাঁদের নথিভুক্ত করবার জন্য সরকারিভাবে কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। জাপান পৃথিবীর সবচেয়ে উন্নত অর্থনীতির একটি দেশ বলে ধরা হয়, তাদের নিরিখেও লক্ষ্যমাত্রা এবং পরিকল্পনা খুব পরিষ্কার, কাদের জন্য কতটুকু সামাজিক নিরাপত্তা দেওয়া হবে সে বিষয়ে যেন সুনির্দিষ্ট তথ্য সরকারের কাছে থাকে।

একদিকে ইউরোপ যখন ভাবছে ২০৪০-এর মধ্যে অবসরের বয়সকে বাড়াতে বাড়াতে ৭০-এ নিয়ে যেতে হবে, তখন আমাদের পুবের প্রতিবেশী দেশ, অর্থাৎ বাংলাদেশে চ্যালেঞ্জটা একদম অন্যরকমের। মাস দুয়েক আগে ঢাকায় ‘ইউএনডিপি’, অর্থাৎ ‘ইউনাইটেড নেশনস ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম’-এর পক্ষ থেকে যে পরিসংখ্যান পেশ করা হয়েছে, তাতে বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যা ১৭ কোটি ৫৭ লক্ষ। এই জনসংখ্যার মধ্যে দুই-তৃতীয়াংশ মানুষই কর্মক্ষম, অর্থাৎ, ১৫ থেকে ৬৪ বছর বয়সি মানুষদের জনসংখ্যা ১১ কোটি ৫০ লক্ষ। আবার ১০ থেকে ২৪ বছর বয়সি তরুণ-তরুণীর সংখ্যা মোট জনসংখ্যার প্রায় ২৮ শতাংশ, ৫ কোটির কাছাকাছি। যদি বাংলাদেশের মতো একটি দেশে তরুণ প্রজন্ম মোট জনসংখ্যার কত শতাংশ, আর চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নতির কারণে, গড় আয়ু বেড়ে যাওয়া মানুষের সংখ্যা কত শতাংশে দাঁড়াচ্ছে, সেই দুটি তুলনামূলক পরিসংখ্যানকে দেখা হয়, তাহলেই বোঝা যাবে কেন সেখানে তরুণ প্রজন্মের মধ্যে অস্থিরতা বাড়ছে! অর্থাৎ, ‘জেন জেড’-এর মতো আন্দোলন কেন হচ্ছে? ইউরোপের বিপরীতে দাঁড়িয়ে বাংলাদেশের মতো একটি উন্নয়নশীল দেশে কিংবা নেপালের সামাজিক, রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জকে বোঝা তাই জরুরি।

তাহলে, আমরা এখন ঠিক কোথায় দাঁড়িয়ে? অবসরের বয়স এবং পেনশন নিয়ে রাষ্ট্র ঠিক কী ভাবছে? আসলে ইউরোপ, আমেরিকা, চিন বা জাপান যেভাবে ভাবছে, পেনশন ফান্ডের বোঝা কমাতে অবসরের বয়স বাড়িয়ে অর্থনীতিকে স্থিতিশীল রাখবার চেষ্টা করছে, দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা নিচ্ছে, তা বাংলাদেশ বা নেপালের পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ সেখানে অবসরের বয়স বাড়লে, তরুণ প্রজন্মের কাছে চাকরির সুযোগ কমবে। সরকার বনাম নাগরিক স্বার্থের টানাপোড়েনে সেখানে যে রাজনৈতিক অস্থিরতা তৈরি হবে, তাতে যে কোনও সময় ‘জেন জেড’-এর আন্দোলনের মতো ঘটনা ঘটে যেতে পারে। আবার ভারতবর্ষ দাঁড়িয়ে আছে এই দুই ধরনের ‘রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি’ বা সামাজিক ব্যবস্থার মাঝে। ভারতবর্ষের মতো দেশেও ইউরোপ, আমেরিকার মতো একটা ঘটনা তো অবশ্যই ঘটেছে, যেখানে কায়িক পরিশ্রমের পাশাপাশি ‘হোয়াইট কলার জব’ বা ‘অফিসে বসে চাকরি’র সুযোগ বেড়েছে। ভারতের ক্ষেত্রেও তাই অর্থনীতির চাপের পাশাপাশি নাগরিকদের আকাঙ্ক্ষাকেও সবসময় মাথায় রেখেই নীতি প্রণয়ন করতে হবে।

(লেখক সাংবাদিক)

বোঝা না বিশ্রাম? চলছে উত্তর খোঁজা

পার্থসারথি দাস

সত্যিই উত্তরটা এত সহজ নয়। বিশ্বজুড়ে চিকিৎসাবিজ্ঞানে প্রভূত গবেষণার উন্নতির ফলে মানুষের গড় আয়ু উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ক্রমবর্ধমান এই হার এবং জনসংখ্যার কাঠামোর পরিবর্তনে বহু দেশের সরকার বাধ্য হচ্ছে অবসরের বয়স বাড়াতে। ইউরোপ থেকে এশিয়া ও আমেরিকার মতো দেশগুলো অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে অবসরের বয়স বৃদ্ধির নীতি গ্রহণ করেছে বা বিবেচনায় রেখেছে। আমাদের দেশেও সরকারি ও বেসরকারি কর্মক্ষেত্রে এই আলোচনা জোরদার হচ্ছে। আমাদের রাজ্যে ইতিমধ্যেই ক্ষেত্রবিশেষে অবসরের বয়স বাড়ানো হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন, বহু বছরের পরিশ্রমের শেষে বিশ্রাম দেওয়ার সিদ্ধান্ত নাকি অবসরের বয়স বাড়িয়ে মানুষকে আরও কাজের সুযোগ করে দেওয়া, কোনটা ঠিক? অবসরের চরিত্র বদল করে সমাজের পাশাপাশি অর্থনীতি ও কাজের বাজারকে এক নতুন বাঁকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে কি না সেটাও প্রশ্ন বটে।

অবসর নিয়ে মানুষের অভিজ্ঞতা বৈচিত্র্যময়। অনেকের কাছে অবসর মানে দীর্ঘদিনের ব্যস্ততার পর শান্তি ও আনন্দের সময়। নিজেকে আবার নতুন করে চেনা, নতুন শখের জন্ম দেওয়া ও পরিবারের সঙ্গে গুণগত সময় অতিবাহিত করা। কিন্তু অপর এক অংশের কাছে বিশেষ করে সাধারণ মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত মানুষের নারী-পুরুষ নির্বিশেষে অবসর জীবন নিয়ে আসে এক অনিশ্চয়তার অশনিসংকেত— আয়ের সীমাবদ্ধতা, সামাজিক পরিচয়ের সংকট, শূন্যতা বা একাকিত্ব। বিশেষত কর্মজীবনই ছিল যাঁদের জীবনের সবচেয়ে বড় পরিচয়, তাঁদের কাছে অবসর বহু সময়ই মানসিক অস্থিরতার কারণ হয়।

বিশ্বে অবসরের বয়স বাড়ছে বলে আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ মানুষ এখন আগের চেয়ে অনেক বেশিদিন বেঁচে থাকছে এবং মোটামুটিভাবে সুস্থ হয়েই বেঁচে রয়েছে। ফলে রাষ্ট্রের পেনশন ব্যয় দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। আগে যে পেনশন কাঠামো ১০-১৫ বছরের জন্য তৈরি ছিল, এখন তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২০-২৫ বছরে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ যেমন ইউরোপ, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া ও আমেরিকাতে জন্মহার এত কম যে কর্মক্ষম যুব প্রজন্মের সংখ্যা দ্রুত কমছে। ফলে শ্রমের বাজারে শূন্যস্থান তৈরি হচ্ছে। যা দেশের অর্থনীতিকে বিপন্ন করছে। এই বিপন্নতা থেকে দেশের অর্থনীতিকে আড়ালে রাখতে অবসরের বয়স বৃদ্ধি করা একটা পদক্ষেপ। কর্মক্ষম থাকলে মানুষ বেশিদিন কর প্রদান করবে, পেনশন গ্রহণ পিছিয়ে যাবে। এতে সরকারি কোষাগার স্থিতিশীল থাকবে এবং সামাজিক নিরাপত্তা বজায় থাকবে। পারিবারিক কাঠামোর ক্ষেত্রেও এর প্রভাব পড়বে। সাধারণত সনাতনী অবসর গ্রহণ পদ্ধতিতে কর্মী মানুষরা পরিবারের প্রতি দায়বদ্ধতা যতটুকু পালন করতে পারতেন, অবসরের সময় দীর্ঘায়িত হলে তাঁর পরিবারে নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে। অন্যদিকে অনেকেই মনে করেন, কর্মজীবনে সক্রিয় থাকাটা বয়স্কদের মানসিকভাবে সুস্থ রাখে, সামাজিক মেলামেশা বৃদ্ধি করে ভালো থাকতে শেখায়। সামাজিক সুস্থতা বৃদ্ধি পায়। যখন ৬৫ বছর পেরিয়ে মানুষ মৌলিক দায়িত্ব পালন করেন তখন সমাজের চোখে বয়সের সংজ্ঞা বদলে যায়। আমরা এখন সবসময় বলি বয়স তো কেবল একটা সংখ্যা মাত্র। তাই এই পদক্ষেপ সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিকে আধুনিকতা প্রদান করে।

অবসরের বয়স বৃদ্ধি পেলে সরকারের পেনশন ব্যয় কমে এবং দীর্ঘমেয়াদে সরকারি আর্থিক স্থিতিশীলতা বাড়ে। স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা ও পরিকাঠামো উন্নয়নে সরকার অধিক অর্থবরাদ্দ করত পারে এবং সামগ্রিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হয়। অভিজ্ঞ কর্মশক্তি বেশিদিন কাজ করলে শিল্প ও পরিষেবার মান উন্নত হয়। নতুন কর্মীদের প্রশিক্ষণের ওপর চাপ কমে ও প্রতিষ্ঠানের সংস্কৃতি বা কর্মদক্ষতার ধারাবাহিকতা বজায় রাখা যায়। যাঁদের আয় অব্যাহত থাকে তাঁরা ব্যয় করতে সক্ষম থাকেন। ফলে বাজারে ক্রয়ক্ষমতা কমে না। অর্থনীতি চাঙ্গা করতে এই ব্যয় গুরুত্বপূর্ণ।

উলটোদিকের একটি ছবিও আছে। অবসরের বয়স বৃদ্ধি পেলে তরুণ প্রজন্মের কর্মসংস্থানে প্রভাব ফেলে বলে বহু দেশের অভিজ্ঞতা বলছে। তাদের অভিজ্ঞতায় দেখা যাচ্ছে প্রযুক্তি, স্টার্ট আপ, ডিজিটাল অর্থনীতিতে তরুণদের চাহিদা সবসময়ই বেশি। অভিজ্ঞতা ও উদ্ভাবনী শক্তি, তরুণ ও প্রবীণদের সমন্বয়ে কর্মক্ষেত্র লাভবান হয়। তবে সরকারি চাকরি বা সীমিত নিয়োগের ক্ষেত্রে কিছু প্রতিযোগিতা অবশ্যই তৈরি হয় এবং বয়স্ক কর্মীদের জন্য প্রযুক্তিনির্ভর প্রশিক্ষণ জরুরি হয়ে ওঠে। তাই সরকারের উচিত কর্মক্ষেত্রে নতুন নীতি প্রণয়ন করা। যেমন নমনীয় সময়সূচি, সুস্থ পরিবেশ, কম শারীরিক পরিশ্রমের কাজ, মানসিক সুস্থতার সুযোগ ও কর্মক্ষেত্রে বয়স নির্বিশেষে মানবিক ও সমতা প্রতিষ্ঠা করা।

ভারতের মতো দেশে অবসরের বয়স বৃদ্ধির ক্ষেত্রে অবশ্য নানা সমস্যা রয়েছে। অবসরের বয়স বৃদ্ধিতে সবথেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে নির্মাণশিল্পে কর্মরত পুরুষ ও মহিলা কর্মীরা। বিশেষত মহিলাদের তখন দ্বিগুণ পরিশ্রম করতে হবে কম মজুরিতে। কৃষিক্ষেত্রে ও কারখানার কাজে কম মজুরিতে কাজ করতে বাধ্য হবেন। এমনিতেই আমাদের দেশে বেকারত্ব বাড়ছে। বিশেষভাবে তরুণ প্রজন্মের মধ্যে। তাই অবসরের বয়স আরও বাড়লে সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এক সাংঘাতিক অস্থিরতা ও অসন্তোষ তৈরি হবে। সাম্প্রতিক সময়ে আমরা দেখেছি দেশের যুবসমাজের মধ্যে হতাশা ও ক্ষোভ দেখা দিলে কী ভয়াবহ রাজনৈতিক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। তাই এই সমস্যা সমাধানে অত্যন্ত সুচিন্তিত, আন্তরিক ও স্বচ্ছ রাজনৈতিক পরিকল্পনা অত্যন্ত জরুরি ও গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের মতো জনবহুল দেশে অভিজ্ঞতা ও যুবশক্তির মধ্যে ভারসাম্য বজায় রেখে ও সমাজের অপেক্ষাকৃত সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে থাকা মানুষের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করেই অবসরগ্রহণের এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করা উচিত।

অবসরের বয়স বৃদ্ধি কেবল অর্থনৈতিক প্রয়োজন নয়, বরং একটা বৃহৎ সামাজিক পরিবর্তনের সূচনা- যেখানে লিঙ্গসাম্য, তারুণ্য ও বয়স্কের সক্রিয়তা, অভিজ্ঞতা ও সম্ভাবনার সংযুক্তি ঘটিয়ে বিশ্বব্যাপী এই সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানের লক্ষ্যে রাষ্ট্র পরিচালিত হলেই দেশ ও জাতির মঙ্গল।

(লেখক অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ)

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭। Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

বাংলাদেশির সাজা ঘোষণা

কোচবিহার, ১৫ নভেম্বর : আন্তর্জাতিক পাচারচক্রে জড়িত বাংলাদেশের নাগরিক নাজিমুল ইসলামের সাজা ঘোষণা করল কোচবিহার জেলা আদালত। ২০২২ সালে বাংলাদেশ থেকে ভারতে কাফ সিরাপ পাচার করতে গিয়ে সিতাই সীমান্তে ধরা পড়ে নাজিমুল। শনিবার তার দশ বছরের জেল এবং ১ লক্ষ ১০ হাজার টাকা জরিমানার সাজা ঘোষণা করা হয়েছে। সরকারি আইনজীবী নকুলচন্দ্র দে বললেন, 'মাদক এবং বিদেশি আইনের অধীনে অভিযুক্তের সাজা ঘোষণা করা হয়েছে।'

আদালত সূত্রের খবর, ২০২২ সালের ১২ জুলাই বাংলাদেশের লালমণিরহাটের বাসিন্দা নাজিমুল ১০৩ বোতল কাফ সিরাপ সহ বিএসএফের হাতে ধরা পড়ে। বিএসএফের তরফে সেদিনই সিতাই থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। মামলা শুরু হলে সেই বছরই ১৪ ডিসেম্বর পুলিশের তরফে চার্জশিট জমা দেওয়া হয়। শনিবার মামলাটি কোচবিহার জেলা ও দায়রা বিচারক (ফার্স্ট কোর্ট, এনডিপিএস) মুকুলকুমার কুণ্ডুর এজলাসে উঠলে অভিযুক্তের সাজা ঘোষণা করা হয়। জরিমানা অনাদায়ে আরও এক বছরের হাজতবাসের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

চোরাই বাইক সহ ধৃত ১

সিতাই, ১৫ নভেম্বর : সিতাই থানার পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে শুক্রবার রাতে পেটলা আদাবাড়ি এলাকায় অভিযান চালায় ফালাকাটা থানার পুলিশ। সেখান থেকে টোটোর যন্ত্রাংশ, চুরি যাওয়া দুটি বাইক উদ্ধার করার পাশাপাশি এদেদুল মিয়াঁ নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়। শনিবার ধৃতকে দিনহাটা মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন।

দিনকয়েক আগে ফালাকাটা থানায় একটি টোটো চুরির অভিযোগ জমা পড়ে। সেই ঘটনার তদন্তে নেমে আগেই একজনকে গ্রেপ্তার করেছিল ফালাকাটা থানার পুলিশ। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে গোয়েন্দারা জানতে পারেন চুরি করা টোটোটি সিতাই থানা এলাকার পেটলা আদাবাড়ির বাসিন্দা এদেদুল মিয়াঁর কাছে বিক্রি করা হয়েছে। এরপরেই সিতাই থানার পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে অভিযান চালায় ফালাকাটা থানার পুলিশ। সিতাই থানার আইসি দীপাঞ্জন দাস বলেন, 'এই চোরাকারবারির সঙ্গে আর কারা যুক্ত তা জানার চেষ্টা করা হচ্ছে। এই কারবার বন্ধ করতে অভিযান জারি থাকবে।'

আহত ৩

সিতাই, ১৫ নভেম্বর : নির্মাণকাজ অসম্পূর্ণ অবস্থায় থাকা একটি ঘরের ভেতর খেলতে গিয়ে ইটের দেওয়াল ভেঙে গুরুতর জখম হল তিন বালিকা। শনিবার ঘটনাটি সিতাই ব্লকের দক্ষিণ ভাড়ালি গ্রামে সিতাই সারদা শিশুতীর্থ সংলগ্ন এলাকায় ঘটেছে। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, শনিবার সকাল ১০টা নাগাদ নির্মীয়মাণ ওই ঘরে কয়েকজন শিশু খেলছিল। আচমকা ইটের দেওয়ালের একটি অংশ তাদের ওপর ভেঙে পড়ে। আহত হয় অনুশ্রী বর্মন, বর্ষা বর্মন ও মিতালি বর্মন নামে ৩ বালিকা। শিশুদের চিৎকারে প্রতিবেশীরা ছুটে এসে তাদের উদ্ধার করে সিতাই ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যান। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর কর্তব্যরত চিকিৎসক তিনজনকেই উন্নত চিকিৎসার জন্য দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে রেফার করেন। আহতদের মধ্যে অনুশ্রী বর্মনের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

ঝুলন্ত দেহ

নয়ারহাট, ১৫ নভেম্বর : মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকের নয়ারহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের পুঁটিমারিতে এক ব্যক্তির ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয় শনিবার সকালে। মৃতের নাম প্রদীপ বর্মন (৪৫)। পেশায় রাজমিস্ত্রি। বাড়ি থেকে সামান্য দূরে বাঁশঝাড়ে গলায় ফাঁস লাগানো অবস্থায় দেহটি দেখতে পান স্থানীয়রা। খবর পেয়ে নয়ারহাট ক্যাম্পের পুলিশ এসে দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠায়। ময়নাতদন্তের পর দেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়। বিকেলে পার্শ্ববর্তী শ্মশানে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়।

ক্রেতার অপেক্ষায়... পুরাতন মালদার রায়পুরে শনিবার হরষিত সিংহের তোলা ছবি।

রবির পাশে পরিমল-খোকন

তৃণমূলে বিদ্রোহের ইঙ্গিত

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ১৫ নভেম্বর : রবীন্দ্রনাথ ঘোষকে কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যান পদ থেকে ইস্তফায় বাধ্য করা হলে দলীয় পদ ছাড়ার হুমকি দিলেন তাঁর দুই অনুগামী। এঁরা হলেন পরিমল বর্মন ও খোকন মিয়াঁ। পরিমল তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের রাজ্য কমিটির সহ সভাপতি পদে রয়েছেন। অন্যদিকে, খোকন দলের কিষান খেতমজদুর সংগঠনের কোচবিহার জেলা সভাপতি। তাঁদের দাবি, শুধু তাঁরাই নন, রবির শয়ে-শয়ে অনুগামীও একই কাজ করবেন।

পরিমল বলেছেন, 'রবীন্দ্রনাথ ঘোষ আমাদের নেতা। তৃণমূলের প্রথম দিন থেকে তিনি দল করে আসছেন। এখন নব্য তৃণমূলিদের একটা অংশ যেভাবে তাঁকে নানাভাবে হেনস্তার চেষ্টা চালাচ্ছেন এবং চেয়ারম্যান পদ থেকে ইস্তফা দিতে চাপ সৃষ্টি করেছেন, তা আমরা মেনে নিতে পারছি না। ওঁকে যদি ইস্তফা দিতে বাধ্য করা হয়, তাহলে আমরাও পদ থেকে ইস্তফা দেব। সাধারণ কর্মী হিসেবে কাজ করব।' একই কথা বলেছেন খোকন মিয়াঁও।

কোচবিহার জেলায় ৬টি পুরসভা। কয়েকদিন আগে রাজ্য তৃণমূল নেতৃত্বের নির্দেশ অনুসারে হলদিবাড়ি পুরসভার চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান, মাথাভাঙ্গা পুরসভার চেয়ারম্যান, তুফানগঞ্জ পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান ও কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যানকে পদত্যাগের জন্য চিঠি পাঠান তৃণমূলের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক (হিপ্পি)। নির্দেশ মেনে বাকি চারজন চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান ইস্তফা দিলেও কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ এখনও পদত্যাগ করেননি। উলটে তাঁর তোপ, জেলা সভাপতির কোনও এক্তিয়ার নেই তাঁকে এই নির্দেশ পাঠানোর। রবির অনড় মনোভাবে অস্বস্তিতে পড়েছে তৃণমূল। এমন পরিস্থিতিতে শনিবার রবির পাশে দাঁড়ালেন পরিমল, খোকনরা।

> **ঘাসফুলে কোন্দল**
>
> কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যানকে পদত্যাগের নির্দেশ
>
> যদিও রবীন্দ্রনাথ ঘোষ এখনও পদত্যাগ করেননি
>
> উলটে তাঁর তোপ, জেলা সভাপতির কোনও এক্তিয়ার নেই তাঁকে এই নির্দেশ পাঠানোর
>
> রবির অনড় মনোভাবে অস্বস্তিতে তৃণমূল
>
> শনিবার রবির পাশে দাঁড়ালেন পরিমল, খোকনরা

এই ইস্যুতে দলের মুখপাত্র তথা উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায় রবির পাশে দাঁড়ালেও তিনি অবশ্য পরিমল ও খোকনের মতো পদ থেকে ইস্তফার কথা বলেননি। পার্থ বলেছেন, 'দলের প্রতি আমার বিশ্বাস আছে। রবীন্দ্রনাথ ঘোষ দলের দীর্ঘদিনের বিশ্বস্ত সৈনিক। দল নিশ্চয়ই যথাযথ সিদ্ধান্ত নেবে।' যাঁকে নিয়ে এত চর্চা সেই রবির বক্তব্য, 'কে কী করছেন বা বলছেন তা আমি জানি না। তবে আমার একই কথা, রাজ্য নেতৃত্ব নির্দেশ দিলে বা মুখ্যমন্ত্রী ফোন করলে আমি সঙ্গে সঙ্গে তা পালন করব। তার আগে নয়।'

এবিষয়ে তৃণমূলের জেলা চেয়ারম্যান গিরীন্দ্রনাথ বর্মন বলেছেন, 'এটা দলের সুপ্রিমোর নির্দেশ। সেই অনুযায়ী কাজ হবে। কেউ নির্দেশ অমান্য করলে সেটা তাঁর ব্যাপার।' জেলা সভাপতির কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

সভা

চ্যাংরাবান্ধা, ১৫ নভেম্বর : চ্যাংরাবান্ধা চৌধুরী ভবনে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের প্রমুখ নাগরিক সভা অনুষ্ঠিত হল। শনিবার সেই সভায় শতাধিক মানুষ অংশগ্রহণ করেন। চলতি বছর বিজয়া দশমীতে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের শতবর্ষ পূর্ণ হয়েছে। এই উপলক্ষ্যে এক বছর ধরে বিভিন্ন কর্মসূচি চলবে। চলতি মাসে বিভিন্ন জেলার বিভিন্ন মণ্ডলে প্রমুখ নাগরিকদের নিয়ে সভা হচ্ছে। সংগঠনের কোচবিহার বিভাগের বিভাগ কার্যনির্বাহী চন্দন কুণ্ডু বলেন, 'এই সভায় মূলত শতবর্ষজুড়ে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের মাধ্যমে কী কী কার্যপ্রণালী সংঘটিত হয়েছে তার বিবরণ দেওয়া হয়েছে। উপস্থিত দর্শকদের মধ্যে সংঘকে কেন্দ্র করে যা যা প্রশ্ন ছিল তার উত্তর দেওয়া হয়েছে।'

পুকুরে উদ্ধার

তুফানগঞ্জ, ১৫ নভেম্বর : পুকুর থেকে এক ব্যক্তির দেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। শনিবার তুফানগঞ্জ থানার অন্তর্গত চিলাখানা-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের কুড়ারপাড় এলাকার ঘটনা। মৃতের নাম রাজু সাহা (৩৫)। বাড়ি চিলাখানা বাজার সংলগ্ন এলাকায়। পুলিশ জানিয়েছে, দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কোচবিহার মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

সেতুতে ওঠার রাস্তায় ধস, বিপদের আশঙ্কা

জামালদহ, ১৫ নভেম্বর : মেখলিগঞ্জের উছলপুকুরি গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত ১৬৫ উছলপুকুরি দারিয়ার বাড়ি এলাকায় ঝোরার উপর একটি সেতু রয়েছে। দেউটির হাট থেকে আলোকঝাড়ি যাওয়ার গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় গ্রামীণ এলাকায় থাকা এই সেতুটি যোগাযোগের অন্যতম মাধ্যম। নিত্যদিন নানা কাজের সূত্রে এই পথ ধরেই প্রচুর টোটো, বাইক সহ চা পাতাবোঝাই ছোট গাড়ি চলাচল করে। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে সেতুতে ওঠার মুখে মাটি ধসে গিয়েছে। ফলে অনেকটাই সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছে রাস্তা। ফলে সরু রাস্তা হয়েই সেতুতে ওঠানামা করতে হচ্ছে। এমনকি রাতের অন্ধকারে দুর্ঘটনা ঘটারও আশঙ্কা রয়েছে।

স্থানীয়রা জানাচ্ছেন, দীর্ঘদিন থেকেই সেতুতে ওঠার রাস্তার এমন অবস্থা। স্থানীয় পঞ্চায়েতে একাধিকবার জানিয়েও কোনও সুরাহা হয়নি বলে অভিযোগ। তাছাড়া সেতুতে ওঠার আগে এভাবে মাটি ধসে যাওয়ায় ভারী যানবাহন ও টোটো চলাচলে ব্যাপক সমস্যা হয়। স্থানীয় রণজিৎ বর্মন বললেন, 'যেভাবে সেতুতে ওঠার আগে রাস্তার মাটি ধসে গিয়েছে, তাতে যে কোনও সময় বড় দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। এই রাস্তা দিয়ে অনেক টোটো, ছোট গাড়িগুলি চলাচল করে। ছ'মাস ধরে এমন অবস্থা হয়ে থাকলেও সেটি ঠিক করার কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি।'

সেতুর মুখে ধসে গিয়েছে মাটি।

যদিও এ বিষয়ে এলাকার তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্য ঊষা বর্মনের স্বামী জানান, এলাকায় দুটি সেতুর সমস্যা একাধিকবার প্রধান ও জেলা পরিষদকে জানানো হয়েছে। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না। উছলপুকুরি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান গায়ত্রী বর্মনকে এবিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তাঁর স্বল্প জবাব, 'বিষয়টি জানা নেই, খোঁজ নিয়ে দেখছি।'

উদয়নের নির্দেশ মানছে পুলিশ : শুভেন্দু

বিজেপি নেতা গ্রেপ্তার

শিবশংকর সূত্রধর ও প্রসেনজিৎ সাহা

কোচবিহার ও দিনহাটা, ১৫ নভেম্বর : বিহারের নির্বাচনে এনডিএ'র সাফল্যে শুক্রবার দিনহাটায় বিজয় মিছিল করার পর গ্রেপ্তার হলেন বিজেপির জেলা সম্পাদক অজয় রায়। পুলিশের দাবি, কোনওরকম অনুমতি ছাড়াই বিজেপি নেতা-কর্মীরা সেখানে মিছিল এবং জমায়েত করছিলেন। সেখানে বাধা দিতে গেলে দলীয় কর্মীরা পুলিশের ওপর চড়াও হয়। যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছে বিজেপি নেতৃত্ব। তাদের পালটা দাবি, তাদের কর্মসূচিতে তৃণমূল হামলা চালায়।

শনিবার সোশ্যাল মিডিয়ায় সরব হয়েছেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। ঘটনার একটি সিসিটিভি ফুটেজ পোস্ট করে তিনি লিখেছেন, 'বিহারে এনডিএ'র বিপুল জয় উদযাপন করার অপরাধে দিনহাটায় গ্রেপ্তার করে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে গেল দলদাস পুলিশ। বেআইনি গ্রেপ্তারের মূল কান্ডারি হলেন দিনহাটা থানার আইসি জয়দীপ মোদক এবং এসআই আশরাফ আলম।' উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহর নির্দেশেই পুলিশ এই কাজ করেছে বলে শুভেন্দুর দাবি। যদিও মন্ত্রীর বক্তব্য, 'ওঁর কথায় এত গুরুত্ব দেওয়ার দরকার নেই। ইডি, সিবিআই, নির্বাচন কমিশনের মতো একাধিক সংস্থাকে কাজে লাগিয়েছে বিজেপি। তাই এই কথা তাদের মুখে শোভা পায় না। পুলিশ নিশ্চয় নির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতেই তাঁকে গ্রেপ্তার করেছে।'

দিনহাটা থানা থেকে বের করা হচ্ছে অজয় রায়কে। শনিবার।

দিনহাটা মহকুমা পুলিশ আধিকারিক ধীমান মিত্র জানান, কোনও অনুমতি ছাড়াই বিজেপি শুক্রবার একটি মিছিল বের করে। স্থানীয়রা গণ্ডগোলের আশঙ্কায় পুলিশকে ফোন করলে সেখানে মিছিলে বাধা দিতে যায় দিনহাটা থানার পুলিশ। সেইসময় অজয় রায় সহ বিজেপি কর্মীরা পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তিতে জড়িয়ে পড়েন। এতে কয়েকজন পুলিশকর্মী আহত হন বলে পুলিশের দাবি। এরপরই অজয় এবং আরেক বিজেপি কর্মী দীপ বৈশ্যকে গ্রেপ্তার করা হয়। অজয়ের স্ত্রী বীথিকা রায়ের অভিযোগ, 'বিহারে জয়ের আনন্দে শুক্রবার রাতে আমার স্বামী এবং কয়েকজন বিজেপি কর্মী বিজয় মিছিল বের করেছিলেন। বিনা কারণে পুলিশ আমার স্বামীকে গ্রেপ্তার করে। আমরা পুলিশের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করব।'

অজয় রায়ের গ্রেপ্তারির প্রতিবাদে শনিবার সকালে পুলিশ সুপারের দপ্তরে যায় বিজেপির নেতৃত্ব। দলের জেলা সভাপতি অভিজিৎ বর্মন সহ চারজন বিধায়ক সেখানে ছিলেন। মিথ্যে মামলায় বিজেপির নেতা-কর্মীদের গ্রেপ্তারির প্রতিবাদে আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তাঁরা। অভিজিৎ বলেন, 'বারবার আমাদের ওপর তৃণমূল আক্রমণ করছে। অথচ অভিযোগ জানালেও পুলিশ কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছে না। উলটে আমাদের কর্মীদের মিথ্যে মামলা দিয়ে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে।'

এদিন ধৃতদের দিনহাটা আদালতে তোলা হলে বিচারক পাঁচদিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন। অজয়ের পক্ষের আইনজীবী রাধাবল্লভ বর্মনের কথায়, 'এদিন বিচারকের কাছে পুলিশের আইনজীবী পাঁচদিনের পুলিশ হেপাজত চাইলে তা নাকচ করে দেন বিচারক। জামিনের আবেদনও নাকচ হয়ে যায়।' সরকারপক্ষের আইনজীবী আনওয়ারুল হক জানান, ১৯ নভেম্বর অজয় রায়কে ফের আদালতে তোলা হবে।

> **অভিযোগ**
>
> ■ শুক্রবার অনুমতি ছাড়াই বিজেপির তরফে দিনহাটায় বিজয় মিছিল বের হয়
>
> ■ সেখানে বাধা দিতে গেলে পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তিতে জড়িয়ে পড়েন নেতা-কর্মীরা
>
> ■ বিজেপির পালটা অভিযোগ, তৃণমূল তাদের দলের কর্মসূচিতে হামলা চালিয়েছিল

বন্ধ জল জীবন মিশনের কাজ

ফুলবাড়ি, ১৫ নভেম্বর : বাড়ি বাড়ি পরিস্রুত পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে জল জীবন মিশনের আওতায় কাজ শুরু করেছিল জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দপ্তর। এলাকাজুড়ে মাটির নীচে জলের পাইপ বসানো হয়েছিল। কিন্তু বিগত বেশ কয়েক মাস ধরে প্রকল্পের কাজ বন্ধ রয়েছে। কথা হচ্ছে মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের ফুলবাড়ি ও বড় শৌলমারি গ্রাম পঞ্চায়েতের। জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দপ্তরের কোচবিহার জেলার মেকানিক্যাল বিভাগের জুনিয়ার ইঞ্জিনিয়ার সঞ্জীব টিগ্গা বলেন, 'জল জীবন মিশন প্রকল্পের জন্য পর্যাপ্ত টাকা মিলছে না। সেই জন্য ঠিকাদারি সংস্থাগুলি প্রকল্পের কাজ বন্ধ রেখেছে। বরাদ্দ টাকা মিললে খুব তাড়াতাড়ি কাজ শুরু হবে।'

ফুলবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের ক্ষেতি প্রোজেক্টের রিজার্ভারটি কাঁচাখাওয়াতে তৈরি হচ্ছিল। সেখানেও প্রায় এক বছর ধরে কাজ বন্ধ রয়েছে। অপরদিকে, নবগঞ্জ ও ফুলবাড়ি বাজারের দক্ষিণে বেশ কয়েক মাস ধরে প্রকল্পের কাজ থমকে রয়েছে। আবার বড় শৌলমারি গ্রাম পঞ্চায়েতের সিঙ্গিজানিতে জলপ্রকল্পের রিজার্ভার তৈরির পর সেটিকে রং করা হয়। তারপর আর কাজ হয়নি। এমনকি এই গ্রাম পঞ্চায়েতের পূর্ব বালাসুন্দরে প্রকল্পের কাজ বেশ কয়েক মাস ধরে বন্ধ রয়েছে। ফুলবাড়ির ক্ষেতি প্রোজেক্টের ঠিকাদারি সংস্থার পক্ষে সুজিত সাহা জানান, কাঁচাখাওয়াতে জলপ্রকল্পের কাজ প্রায় শেষের দিকে। কিন্তু প্রকল্পের জন্য পর্যাপ্ত টাকা বরাদ্দ করা হয়নি। আবার যে জমিতে প্রোজেক্টের কাজ হচ্ছে সেই জমির মালিকও কাজ করতে দিচ্ছেন না। তাই সেখানে কাজ বন্ধ রয়েছে। এই প্রকল্পের কাজের সঙ্গে যুক্ত আরেক ঠিকাদারি সংস্থার পক্ষে কৌশিক দে একই কথা জানান। তিনি বলেন, 'প্রকল্পের জন্য রিজার্ভার তৈরি করতে মালদা, মুর্শিদাবাদ, পুরুলিয়া থেকে শ্রমিক আনা হয়েছিল। টাকার অভাবে শ্রমিকদের মজুরি মেটানো যাচ্ছে না।'

দিনহাটা-২ ব্লকে দমকলকেন্দ্র দাবি

সাহেবগঞ্জ, ১৫ নভেম্বর : দিনহাটা-২ ব্লকে একটি দমকলকেন্দ্র তৈরি করার কথা ছিল। কিন্তু বছরের পর বছর পার হয়ে গেলেও কাজ কিছুই হয়নি। ছোট বা বড় কোনও অগ্নিকাণ্ড ঘটলে দিনহাটা মহকুমা শহরে থাকা দমকলকেন্দ্রের ওপর নির্ভর করতে হয় সকলকে। তবে বিভিন্ন প্রান্তিক এলাকা থেকে এই মহকুমা শহরের দূরত্ব প্রায় ২০ কিমি। যতক্ষণে সেখান থেকে দমকলকর্মীরা এসে ঘটনাস্থলে পৌঁছান, ততক্ষণে অনেক পরিবার সর্বস্বান্ত হয়ে যায়। স্থানীয়রা জনপ্রতিনিধি ও প্রশাসনের বিভিন্ন মহলে একটি দমকলকেন্দ্র তৈরির দাবি জানালেও লাভ হয়নি।

এবিষয়ে দিনহাটা-২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সুভাষিণী বর্মন বলেন, 'দিনহাটা-২ ব্লকে একটি দমকলকেন্দ্র স্থাপন করা জরুরি। বিষয়টি আমরা উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরে জানিয়েছি।'

মাস চারেক আগে চৌধুরীহাটের আগুন লাগার ঘটনার পর এখানে দমকলকেন্দ্র তৈরির তোড়জোড় শুরু হয়েছিল। তখন শোনা গিয়েছিল সাহেবগঞ্জে থাকা পূর্ত দপ্তরের পরিত্যক্ত বাংলোর জমিতে

> দিনহাটা থেকে বামনহাটের দূরত্ব অনেকটা। সেখান থেকে দমকলের ইঞ্জিন বামনহাটে এসে পৌঁছানোর আগেই দেখা যায় সর্বস্ব শেষ হয়ে যায় অনেক পরিবারের। এতকিছুর পরেও প্রশাসনের টনক নড়ে না।
>
> **নরেশ দেবনাথ**
> *বামনহাটের বাসিন্দা*

এই দমকলকেন্দ্র গড়ে তোলা হতে পারে। সেইমতো আলোচনাও শুরু হয়েছিল। কিন্তু তারপর মাসের পর মাস পার হয়ে গেলেও কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি। আদৌ সেখানে দমকলকেন্দ্র গড়ে তোলা হবে কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন অনেকে।

বামনহাটের বাসিন্দা নরেশ দেবনাথ বলেন, 'দিনহাটা থেকে বামনহাটের দূরত্ব অনেকটা। সেখান থেকে দমকলের ইঞ্জিন বামনহাটে এসে পৌঁছানোর আগেই দেখা যায় সর্বস্ব শেষ হয়ে যায় অনেক পরিবারের। এতকিছুর পরেও প্রশাসনের টনক নড়ে না।' কালমাটি, বামনহাট, গোবরাছড়া, নয়ারহাট, চৌধুরীহাট ইত্যাদি প্রান্তিক এলাকা থেকে মহাকুমা শহরের দূরত্ব গড়ে ১৫-২৫ কিলোমিটার। অথচ দিনহাটা-২ ব্লকে কোনও দমকলকেন্দ্র নেই। এর ফলে যে কোনও দুর্ঘটনা ও আপৎকালীন পরিস্থিতিতে ভরসা করতে হয় দিনহাটা শহরে থাকা দমকলকেন্দ্রের ওপর। অনেক সময় শহরের যানজট পার করে দমকলকর্মীদের ঘটনাস্থলে পৌঁছাতে দেরি হয়ে যায়। এর জন্য ঘরবাড়ি পুড়ে ছাই হয়ে যায় বলে অভিযোগ।

প্রাচীরহীন স্কুলে চুরি, নষ্ট হচ্ছে গাছ

বুল নমদাস

নয়ারহাট, ১৫ নভেম্বর : মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকের বেশ কয়েকটি প্রাথমিক স্কুলে এখনও সীমানা প্রাচীর তৈরি হয়নি। সীমানা প্রাচীর না থাকায় নানা সমস্যায় ভুগছে স্কুলগুলি। শিকারপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের গাদলেরকুঠি নিম্ন বুনিয়াদি বিদ্যালয় এবং হাজরাহাট-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের খাটেরবাড়ি জিপি স্কুল দুটিতেও একই সমস্যা। পাঁচিল না থাকায় এর আগে একবার গাদলেরকুঠি নিম্ন বুনিয়াদি স্কুলের একটি নলকূপ চুরি হয়ে যায়। স্কুলের মাঠে গবাদিপশুর অবাধ বিচরণ থাকায় নষ্ট হচ্ছে কিচেন গার্ডেন। পাশাপাশি পড়ুয়াদের নিরাপত্তাও প্রশ্নের মুখে। পড়ুয়াদের কথা ভেবে ওই দুই স্কুলে সীমানা প্রাচীর তৈরির দাবি জোরালো হয়ে উঠেছে।

স্কুল দুটি মাথাভাঙ্গা ১ নম্বর সার্কেলের অধীন। বিষয়টি নিয়ে সংশ্লিষ্ট সার্কেলের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক মুনমুন রায়ের সঙ্গে একাধিকবার যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হলেও তিনি ফোন ধরেননি। সে কারণে বক্তব্যও মেলেনি। তবে মাথাভাঙ্গা-১ এর বিডিও শুভজিৎ মণ্ডল বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন।

গাদলেরকুঠি নিম্ন বুনিয়াদি স্কুল। এই স্কুলে পাঁচিল তৈরির দাবি উঠেছে।

গাদলেরকুঠি নিম্ন বুনিয়াদি স্কুলে বর্তমানে পড়ুয়ার সংখ্যা ৮৫। শিক্ষক রয়েছেন তিনজন। সীমানা প্রাচীরের পাশাপাশি স্কুলে পরিস্রুত পানীয় জলের অভাব রয়েছে। বাধ্য হয়ে পড়ুয়াদের নলকূপের আয়রনযুক্ত জল পান করতে হচ্ছে। স্কুলের প্রধান শিক্ষক অনন্ত সরকারের বক্তব্য, 'পাঁচিল না থাকায় স্কুলের মাঠে যখন তখন গোরু-ছাগল ঢুকে পড়ছে। কিচেন গার্ডেন নষ্ট করে দিচ্ছে। পানীয় জলের ব্যবস্থা এবং সীমানা প্রাচীর তৈরির বিষয়টি এর আগেই প্রশাসনের নজরে আনা হয়েছিল। আশা করছি, তাড়াতাড়ি সমস্যার সমাধান হবে।' স্কুলের সহ শিক্ষক আশরাবুল আলমও একই কথা বললেন।

হাজরাহাটের খাটেরবাড়ি জিপি স্কুলেও প্রাচীর নেই। রয়েছে শ্রেণিকক্ষের সমস্যাও। স্কুলের সামনে পাকা রাস্তা দিয়ে প্রচুর যানবাহন চলাচল করে। সীমানা প্রাচার না থাকায় খেলতে খেলতে মাঝেমধ্যেই পড়ুয়ারা রাস্তায় উঠে পড়ে। এতে যে কোনও মুহূর্তে ঘটে যেতে পারে দুর্ঘটনা। পড়ুয়াদের নিরাপত্তার স্বার্থেই পাঁচিল তৈরি জরুরি হয়ে পড়েছে, বললেন স্কুলের প্রধান শিক্ষক বিক্রমজিৎ ভৌমিক। প্রশাসনের তরফে দ্রুত সমস্যা মেটানো হবে বলে তিনিও আশাবাদী।

অভিযোগ তুলে দিনহাটায় সরব বিজেপি

ভোটার তালিকায় বাংলাদেশিরা

প্রসেনজিৎ সাহা

দিনহাটা, ১৫ নভেম্বর : সারা রাজ্যের মতো দিনহাটাতেও ভোটার তালিকায় প্রচুর বাংলাদেশির নাম রয়েছে বলে অভিযোগ বিজেপির। দিনহাটা সীমান্তবর্তী নয়ারহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের নান্দিনায় বাংলাদেশ থেকে অনুপ্রবেশকারী সন্দেহভাজন জঙ্গি আরিফ হোসেনের নাম উঠে আসতেই বিজেপি শাসকদলকে এভাবে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছে। তাঁদের দাবি, তৃণমূলের মদতে সীমান্ত গ্রামগুলিতে বাংলাদেশিদের এনে ভোটার বাড়ানো হচ্ছে। আরিফের মতো অনেক ভোটার দিনহাটার ওকড়াবাড়ি, গিতালদহ, শালমারা ও সিতাইয়ে রয়েছেন। তাঁরা তৃণমূলের মদতে বহালতবিয়তে ভোটার কার্ড ও আধার কার্ড বানিয়ে সরকারি সুযোগসুবিধা নিচ্ছে।

ভৌগোলিক দিক থেকে দিনহাটার তিনদিকে প্রতিবেশী বাংলাদেশের সীমান্ত। এককথায় দিনহাটা একটি সীমান্তঘেরা মহকুমা।

একাধিক জায়গার সীমান্ত উন্মুক্ত। এই উন্মুক্ত সীমান্ত দিয়ে অনুপ্রবেশ থেকে পাচারের ঘটনা প্রায়ই ঘটছে। বিজেপির জেলা কমিটির সম্পাদক বিরাজ বসু বলেন, 'আরিফের মতো আরও অনেকে দিনহাটার সীমান্তবর্তী গ্রামে রয়েছেন। তাঁরা তৃণমূলের ভোটব্যাংকের পাশাপাশি তৃণমূলের শাসনের জিয়নকাঠি। তাঁদের ভোটার কার্ড থেকে র‍্যাশন কার্ড সবটাই ঘাসফুল শিবিরের মদতে তৈরি হচ্ছে। তাঁদের সবরকম সুযোগসুবিধা দিতে গিয়ে প্রকৃত ভারতীয় নাগরিকরা বঞ্চিত হচ্ছে। এসআইআর শেষ হলে সবার আগে অনুপ্রবেশকারীদের ডানা ছাঁটবে।'

গত বুধবার দিনহাটা সীমান্ত গ্রাম গোবরছড়া নয়ারহাট গ্রাম পঞ্চায়েত নান্দিনা গ্রামে আরিফ হোসেনের বাড়িতে এনআইএ-এর হানা ও তার অনুপ্রবেশের বিষয়টি সামনে আসতেই অনুপ্রবেশ ইস্যু নতুন মাত্রা পেয়েছে। আরিফ যে ১০-১২ বছর আগে সীমান্ত পেরিয়ে বাংলাদেশ থেকে ভারতে আসেন তা খোদ স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য জানতেন। অথচ এবিষয়ে তিনি কোনও পদক্ষেপ করেননি। অভিযোগ, ভোট ব্যাংকের কথা মাথায় রেখে তিনি বাংলাদেশি আরিফকে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার ঘর পাইয়ে দিতে সহযোগিতা করেছেন। এই খবর প্রকাশ্যে আসতেই গেরুয়া শিবির সুর চড়িয়েছে।

যদিও অনুপ্রবেশ ইস্যুতে উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ ফের সীমান্তরক্ষীদের একহাত নিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, 'সীমান্তরক্ষী সজাগ থাকলে সীমান্ত পেরিয়ে একটি মাছিও গলার জো নেই। নিশ্চয় অনুপ্রবেশে তাঁদের মদত রয়েছে। তা না হলে এরা আসছে কীভাবে? আমি বিধানসভায় এর আগেও এনিয়ে সরব হয়েছিলাম। এখনও আমি সেই কথায় অনড়।' তবে অনুপ্রবেশকারীদের ভোটার কার্ড ও আধার কার্ড বানানো প্রসঙ্গে উদয়নের দাবি, এসব পশ্চিমবঙ্গের বাইরেও বানানো যায়। তাই বিজেপির এধরনের অভিযোগ একেবারে ভিত্তিহীন।

অভিযোগ

তৃণমূলের মদতে সীমান্ত গ্রামগুলিতে বাংলাদেশিদের এনে ভোটার বাড়ানো হচ্ছে

আরিফের মতো অনেক ভোটার দিনহাটার ওকড়াবাড়ি, গিতালদহ, শালমারা ও সিতাইয়ে রয়েছেন

তাঁরা তৃণমূলের মদতে বহালতবিয়তে ভোটার কার্ড ও আধার কার্ড বানিয়ে সরকারি সুযোগসুবিধা নিচ্ছে

শনিবার বিকেলে কোচবিহার রাসমেলায় উপচে পড়া ভিড়। ছবি : জয়দেব দাস

বাইকে পিকআপ ভ্যানের ধাক্কা, মৃত ৩

সৌরভ দেব

জলপাইগুড়ি, ১৫ নভেম্বর : শুক্রবার গভীর রাতে তিস্তা সেতুতে বাইকের সঙ্গে পিকআপ ভ্যানের সংঘর্ষে তিনজনের মৃত্যু হল। মৃতরা হলেন, অভিষেক বর্মন (৩০), গোবিন্দ রাম (৩৩) এবং চঞ্চল দাস (৩১)। তাঁদের মধ্যে চঞ্চলের বাড়ি পুরসভার তিন নম্বর ওয়ার্ডের সেনপাড়া এলাকায়। অভিষেক এবং গোবিন্দ খড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের দক্ষিণ সুকান্তনগর এলাকার বাসিন্দা। মৃতরা তিনজন একই বাইকে ছিলেন। ঘটনার পর চঞ্চল এবং গোবিন্দকে রাতেই ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করে মেডিকেল কলেজে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাঁদের মৃত ঘোষণা করেন। শনিবার সকালে অভিষেকের মৃতদেহ তিস্তা সেতুর নীচে জল থেকে উদ্ধার হয়। স্থানীয় বাসিন্দাদের অনুমান পিকআপ ভ্যানের ধাক্কায় সেতু থেকে ছিটকে নদীতে পড়ে গিয়েছিলেন তিনি। যেহেতু ঘটনাস্থলেই দুজনের মৃত্যু হয়েছে সে কারণে ওই বাইকে তৃতীয় ব্যক্তি অভিষেক ছিলেন তা জানতে পারেননি কেউই। ফলে রাতে তাঁর খোঁজও হয়নি।

দুর্ঘটনার কারণ নিয়ে রয়েছে মতপার্থক্য। মৃতের পরিবারের সদস্যদের দাবি বাইকের পেছন থেকে ধাক্কা মেরেছে পিকআপ ভ্যানটি। পুলিশের একটি সূত্র বলছে বাইক এবং পিকআপ ভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়েছে। যদি মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়ে থাকে তাহলে বাইকটি ময়নাগুড়ির দিকে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ডিএসপি ট্রাফিক অরিন্দম পাল চৌধুরী বলেন, 'রাতেই পিকআপ ভ্যানটিকে আটক করা হয়েছে। গাড়ির চালক পলাতক। তাঁর খোঁজে তল্লাশি শুরু হয়েছে। রাতেই ঘটনাস্থল থেকে দুজনকে উদ্ধার করে মেডিকেল কলেজে নিয়ে গেলে মৃত বলে জানানো হয়। শনিবার সকালে তিস্তা নদী থেকে অপর একজনের মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। দুর্ঘটনার কারণ জানতে তদন্ত শুরু হয়েছে।'

রাস্তার একদিকে পুর এলাকায় চঞ্চলের বাড়ি। রাস্তার অপরদিকে খড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের দক্ষিণ সুকান্তনগরে অভিষেক এবং গোবিন্দর বাড়ি। চঞ্চল পেশায় ইলেক্ট্রিক মিস্ত্রি। অভিষেক একটি বেসরকারি সংস্থায় চাকরি করেন। গোবিন্দর ছোটখাটো ব্যবসা রয়েছে। তিনজন একে অপরের বন্ধু না হলেও একই এলাকার বাসিন্দা হওয়ার সূত্রে তাঁরা একে অপরের পরিচিত। স্থানীয় সূত্রে খবর, শুক্রবার রাত ৯টা পর্যন্ত এঁরা প্রত্যেকেই এলাকায় ছিলেন। কিন্তু তিনজন একই বাইকে কোথায় যাচ্ছিলেন তা কোনও পরিবারই সঠিক বলতে পারছে না। এমনকি এর আগেও এই তিনজনকে একই বাইকে কখনও যেতে দেখেননি এলাকার কেউ। দুর্ঘটনায় তিনজনেরই মৃত্যু হওয়ায় কেউই ঘটনা সম্পর্কে সঠিকভাবে কিছু বলতে পারছেন না।

সামনাসামনি বা পেছন থেকে ধাক্কা যাই হোক না কেন, বাইক এবং পিকআপ ভ্যানটি দ্রুতগতিতে ছিল তা পরিষ্কার অভিষেকের তিস্তা সেতু থেকে ছিটকে নদীতে পড়ার ঘটনায়। পিকআপ ভ্যানের চালক গ্রেপ্তার হলে ঘটনা পরিষ্কার হবে বলে মনে করছে পুলিশ।

চঞ্চলের মামা অসীম সেন বলেন, 'প্রত্যেকেই একই এলাকার বাসিন্দা। কিন্তু ভাগ্নের সঙ্গে আগে বাকি দুজনকে কখনও সেভাবে মেলামেশা করতে দেখিনি। ফলে তারা একসঙ্গে কোথায় গিয়েছিল সেটাও জানতে পারলাম না।' অভিষেকের কাকা দীনেশ ঠাকুর বলেন, 'আমার ভাইপো বেসরকারি সংস্থায় কাজ করত। সেই সূত্রে মাঝেমধ্যে ধূপগুড়ি, ময়নাগুড়িতে যেত। গত দু'দিন ধরে বাড়ি থেকেই অফিসের কাজকর্ম করছিল। রাতে কেন বাইক নিয়ে তিনজন বের হল তা আমরা কেউই জানি না।'

ঘটনার খবর পেয়ে এদিন মৃতদের পরিবারের সদস্যদের সমবেদনা জানাতে নিহতদের বাড়িতে গিয়েছিলেন খড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান মনোজ ঘোষ। মর্গে এসে মৃতের পরিজনদের সঙ্গে কথা বলে শ্মশানে যাতে নিখরচায় সৎকার হয় তার ব্যবস্থা করেন জলপাইগুড়ি পুরসভার চেয়ারম্যান সৈকত চট্টোপাধ্যায়।

> রাতেই ঘটনাস্থল থেকে দুজনকে উদ্ধার করে মেডিকেল কলেজে নিয়ে গেলে মৃত বলে জানানো হয়। শনিবার সকালে তিস্তা নদী থেকে অপর একজনের মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। দুর্ঘটনার কারণ জানতে তদন্ত শুরু হয়েছে।
>
> **অরিন্দম পাল চৌধুরী**
> *ডিএসপি ট্রাফিক*

টুকরো খবর

পুলিশ হেপাজত

চ্যাংরাবান্ধা, ১৫ নভেম্বর : সীমান্তে চোরাচালান ও পাচারের ঘটনায় গ্রেপ্তার বাবুল হোসেনকে শুক্রবার মেখলিগঞ্জ আদালতে তোলা হয়। সেখানে বিচারক তাঁকে দু'দিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। গত বৃহস্পতিবার চ্যাংরাবান্ধা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা থেকে বাবুলকে গ্রেপ্তার করা হয়। শনিবার মেখলিগঞ্জের এসডিপিও আশিস পি সুব্বা বলেন, 'শুধুমাত্র সীমান্তে চোরাচালান-পাচার নয় ওই ব্যক্তি নানা অসামাজিক কাজের সঙ্গে যুক্ত। এছাড়া বিএসএফের উপরও আক্রমণ করেছিল। বিএসএফের তরফে আমাদের কাছে লিখিত অভিযোগ জমা হয়েছে। সমস্ত ঘটনার তদন্ত চলছে।'

সাধারণ সভা

জামালদহ, ১৫ নভেম্বর : জামালদহ স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের দ্বিতীয় বার্ষিক সাধারণ সভা হল শনিবার জামালদহ তুলসীদেবী উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে। সংগঠনের শতাধিক সদস্য এদিনের সভায় উপস্থিত ছিলেন। সংগঠনের সভাপতি উৎপলকুমার সাহার কথায়, 'এদিন নতুন কমিটি গঠন করে সারাবছরের বিভিন্ন কার্যক্রম কীভাবে চলবে তা ঠিক করা হয়। পাশাপাশি তুলসীদেবী উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের রিইউনিয়ন ক্রিকেট ও জামালদহ প্রিমিয়ার লিগ নিয়েও আলোচনা হয়।'

পরিদর্শন

বক্সিরহাট, ১৫ নভেম্বর : শনিবার কোচবিহার জেলা পুলিশ সুপার সন্দীপ কাররা বক্সিরহাট থানার জোড়াই ফাঁড়ির অসম-বাংলা সীমানার ভাঙাপাকরি নাকা চেকিং পয়েন্ট পরিদর্শন করলেন। দিল্লির বিস্ফোরণের পর পুলিশ সুপারের অসম-বাংলা সীমানা পরিদর্শনের মধ্য দিয়ে পুলিশি নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার হবে বলে সংশ্লিষ্ট মহলের ধারণা। এদিন পুলিশ সুপারের সঙ্গে তুফানগঞ্জ এসডিপিও কান্নেধারা মনোজ কুমার জানিয়েছেন, নতুন পুলিশ সুপার হওয়ার পর এটা রুটিন ভিজিট ছিল।

সম্মেলন

আলিপুরদুয়ার, ১৫ নভেম্বর : শনিবার অ্যাডভান্সড সোসাইটি ফর হেডমাস্টার্স অ্যান্ড হেডমিস্ট্রেসেস সোসাইটির দ্বিতীয় ত্রিবার্ষিক সম্মেলন আলিপুরদুয়ার গোবিন্দ হাইস্কুলে অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় ৫০ জন প্রধান শিক্ষক ও শিক্ষিকা অংশ নেন। আলোচনায় প্রধান শিক্ষকদের বেতন বৈষম্য ছাড়াও স্কুলে শিক্ষক সংকটের বিষয়টি গুরুত্ব পায়। প্রাথমিকভাবে ১১ জনকে নিয়ে সংগঠনের এগজিকিউটিভ কমিটি গঠন করা হয়েছে।

স্মরণসভা

জামালদহ, ১৫ নভেম্বর : সন্তানদলের তরফে একটি স্মরণসভা হল শনিবার মেখলিগঞ্জের রানিরহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৮২ সারোহাটি গ্রামে। সন্তানদল কেন্দ্রীয় কমিটির সহ সভাপতি ও উত্তরবঙ্গ কমিটির আহ্বায়ক সঞ্জিত দাস বলেন, 'বালক ব্রহ্মচারী মহারাজের মতাদর্শে একটি অভিনব স্মরণসভা হয়।'

ঢেলে সাজছে তৃণমূল ভবন

কোচবিহার, ১৫ নভেম্বর : আগামী বছর বিধানসভা নির্বাচন। তাই দলীয় বিভিন্ন কর্মসূচি নিয়ে ২৪ নভেম্বর তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোচবিহারে আসার কথা রয়েছে। দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ২৫ নভেম্বর কোচবিহারে অভিষেকের বিভিন্ন কর্মসূচি রয়েছে। সেদিন কোচবিহার শহরে তিনি একটি রোড শো করবেন।

এছাড়াও অভিষেক দলের জেলা কার্যালয়ে আসবেন ধরে নিয়ে কার্যালয়টিকে ঢেলে সাজানো শুরু হয়েছে। কার্যালয়ের বিভিন্ন ঘরে প্যানেল বোর্ড বসানো হচ্ছে, আলোর পরিমাণ বাড়ানোর জন্য কার্যালয়ের বিভিন্ন ঘরে অত্যাধুনিক লাইট লাগানো হচ্ছে। কার্যালয়ে রংয়ের কাজও চলছে।

এবিষয়ে অভিজিৎ বলেন, 'চলতি মাসের শেষে দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের কোচবিহারে আসার কথা রয়েছে। এর আগেও কোচবিহারে এসে দু'বার তিনি জেলা কার্যালয়ে এসেছিলেন। তিনি আসবেন সেটা ধরে নিয়ে কার্যালয়ের বিভিন্ন সংস্কারের কাজ চলছে।'

পাশাপাশি মাথাভাঙ্গা, শীতলকুচি, দিনহাটায় দলীয় কর্মীদের সঙ্গে তাঁর বৈঠক ও ছোটখাটো কিছু কর্মসূচি রয়েছে। সব শেষে বিকালের দিকে তুফানগঞ্জে তাঁর জনসভা করার কথা রয়েছে। সেই উপলক্ষ্যে জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক (হিপ্পি) রবিবার তুফানগঞ্জে গিয়ে জনসভার মাঠ পরিদর্শন করবেন বলে জানা গিয়েছে।

বিরসা স্মরণ

বক্সিরহাট, ১৫ নভেম্বর : পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আদিবাসী উন্নয়ন দপ্তরের তত্ত্বাবধানে ও জেলা অনগ্রসর সম্প্রদায় কল্যাণ দপ্তরের ব্যবস্থাপনায় বীর বিরসা মুন্ডার জন্মজয়ন্তী পালিত হল। শনিবার তুফানগঞ্জ-২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাকক্ষে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। জেলা শাসক রাজু মিশ্র ও অতিরিক্ত জেলা শাসক জামিল ফতিমা জেবা এদিন অনুষ্ঠানের সূচনা করেন। বিরসার প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য দেওয়ার পর উদ্বোধনী সংগীতে ধামসা ও মাদলের তালে আদিবাসী গান ও নাচ পরিবেশিত হয়। জেলা শাসক দুজন পড়ুয়ার হাতে জাতিগত শংসাপত্র তুলে দেন। এছাড়া প্রশাসনের তরফে দুঃস্থ আদিবাসীদের শীতবস্ত্র দেওয়া হয়।

পরিশ্রমের ফল।। গয়েরকাটায় ছবিটি তুলেছেন বনশ্রী বাড়ুই।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

ছোট্ট তারা

রাসিকা হক শীতলকুচি সারদা শিশুতীর্থের উদয় শ্রেণির ছাত্রী। পড়াশোনার পাশাপাশি সে আবৃত্তি ভালোবাসে। নাচে ও আঁকায় এই খুদের পুরস্কার রয়েছে।

প্রতিবাদ

মাথাভাঙ্গা, ১৫ নভেম্বর : এসআইআর-এর নামে কেন্দ্রীয় সরকারের 'হয়রানির চক্রান্ত' ও বিজেপির বিরুদ্ধে প্রতিবাদে তৃণমূল কংগ্রেসের মিছিল ও সভা হল। শনিবার মিছিলটি পচাগড় মোড় হয়ে পচাগড় পঞ্চায়েত কার্যালয়ের সামনে শেষ হয়। এরপর পচাগড় গ্রাম পঞ্চায়েতের পঞ্চানন মোড়ে একটি সভা হয়। দলের ব্লক সভাপতি শংকর বিশ্বাস বলেন, 'বাংলায় অশান্তি সৃষ্টির চেষ্টা ব্যর্থ হবে।'

আবর্জনার গন্ধে অতিষ্ঠ কয়েক হাজার ক্রেতা-বিক্রেতা

বাজার যেন মিনি ডাম্পিং গ্রাউন্ড

বিশ্বজিৎ সাহা

মাথাভাঙ্গা, ১৫ নভেম্বর : কোচবিহার রেগুলেটেড মার্কেট কমিটির তরফে ছ'মাস আগে বাজার চত্বর থেকে আবর্জনা পরিষ্কার করা হয়েছিল। তারপর থেকে আবর্জনা জমতে জমতে কার্যত মিনি ডাম্পিং গ্রাউন্ডে পরিণত হয়েছে মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকের পঞ্চানন মোড়ের কৃষক বাজার। আবর্জনার গন্ধে অতিষ্ঠ প্রতিদিন ভোর থেকে বাজারে ভিড় জমানো কয়েক হাজার ক্রেতা-বিক্রেতা।

কৃষকদের কাছে এই বাজারটি শুধু একটি বিক্রয়কেন্দ্র নয়। মাথাভাঙ্গা ব্লকের ১০টি গ্রাম পঞ্চায়েত এবং আশপাশের মহকুমার হাজারো কৃষকের জীবিকার প্রধান মাধ্যম। তবে বাজারে পরিচ্ছন্নতার অভাবে সেই জীবন-জীবিকাই এখন প্রশ্নের মুখে। এই অবস্থায় দ্রুত আবর্জনা পরিষ্কারের দাবি উঠেছে।

মাথাভাঙ্গা-১ ব্লক কৃষক বাজার চত্বরে জমে থাকা আবর্জনার স্তূপ।

বিষয়টি নিয়ে মাথাভাঙ্গা ব্লক কৃষক বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক সমীর রায় বললেন, 'ছ'মাস আগে আরএমসি-র তরফে বাজারের আবর্জনা পরিষ্কার করা হয়েছিল। তারপর থেকে আর আবর্জনা তুলতে আসেনি তারা।' কুর্শামারির এক কৃষক আলতাফ হোসেন রোজ দিন এই বাজারে আসেন। তাঁর কথায়, 'বাজারে এসে দাঁড়ানোই দায়। গরমে আবর্জনার দুর্গন্ধে প্রাণ ওষ্ঠাগত। মাছিমশার উপদ্রব তো আছেই।' জোরপাটকির কৃষক সুনীল বর্মনেরও একই অভিযোগ।

কৃষক বাজারের ব্যবসায়ী মানিক মোদকের অভিযোগ, 'আবর্জনা না পরিষ্কার হওয়ায় বাজার চত্বর অপরিচ্ছন্ন অবস্থায় রয়েছে। অন্যদিকে, জমে থাকা বর্জ্য থেকে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। যা ক্রেতা-বিক্রেতা সকলের জন্যই স্বাস্থ্যঝুঁকির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।' একই কথা বলেন আরও দুই ব্যবসায়ী নারায়ণ বিশ্বাস ও আজিজুল মিয়াঁ। কিন্তু কেন ছ'মাস ধরে আবর্জনা পরিষ্কার হচ্ছে না, এ বিষয়ে জানতে রেগুলেটেড মার্কেট কমিটির একাধিক পদাধিকারীর সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হলেও যোগাযোগ সম্ভব না হওয়ায় তাঁদের তরফে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

পচাগড় গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান কল্যাণী রায় অবশ্য সমস্যার কথা স্বীকার করে নিয়েছেন। তিনি বলেন, 'গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় অবস্থিত কৃষক বাজারে এভাবে আবর্জনা জমে থাকা উচিত নয়। আমরা এই বিষয়টি নিয়ে শীঘ্রই আরএমসি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করব এবং দ্রুত সমাধানের জন্য বলব।'

জেলাজুড়ে সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প বাস্তবায়নে জেলা প্রশাসনের তরফে বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। কিন্তু পচাগড় গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ের খুব কাছেই আবর্জনার পাহাড় জমে থাকলেও তা পরিষ্কারের জন্য কোনও উদ্যোগ না থাকায় একাধিক প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

অবহেলায় পড়ে রয়েছে দোলং মোড় সংলগ্ন শিশু উদ্যান।

আগাছায় ঢেকেছে উদ্যান

পারডুবি, ১৫ নভেম্বর : যে জায়গাটি বাচ্চাদের কোলাহলে মুখরিত হয়ে থাকার কথা ছিল সেখানে এখন শুধুই নীরবতা। জায়গাটি ঢেকে গিয়েছে আগাছায়। কথা হচ্ছে মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের পারডুবি গ্রাম পঞ্চায়েতের দোলং মোড় সংলগ্ন শিশু উদ্যানটির। রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে উদ্যানটি বর্তমানে যেন এক ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে।

২০০৯ সালে জেলা পরিষদের উদ্যোগে ও মাথাভাঙ্গা-২ পঞ্চায়েত সমিতির তত্ত্বাবধানে এই শিশু উদ্যানটি গড়ে উঠেছিল। শিশুদের বিনোদনের কথা ভেবে এই কাজ শুরু হয়েছিল। কিন্তু সরকার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই কাজ থেমে যায়। ফলে উদ্যানটি উদ্বোধন হয়নি। বছরের পর বছর বন্ধ অবস্থায় পড়ে রয়েছে। এবিষয়ে পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সাবলু বর্মন বলেন, 'বিষয়টি আমরা খতিয়ে দেখছি। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি জানানো হবে।' অন্যদিকে, বিডিও অর্ণব মুখোপাধ্যায় এবিষয়ে খোঁজ নিয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করার আশ্বাস দিয়েছেন।

দীর্ঘদিন ধরে এভাবে পড়ে থাকার ফলে উদ্যানটি আগাছা ও ঝোপঝাড়ে ঢেকে গিয়েছে। বর্তমানে উদ্যানটি গবাদিপশুর বিচরণ ভূমিতে পরিণত হয়েছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, প্রশাসনের উদাসীনতায় উদ্যানটির এই অবস্থা হয়েছে। উদ্যানের মূল দরজা থেকে শুরু করে দোলনা সহ অন্য খেলার সামগ্রীগুলি সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ভেঙে গিয়েছে।

দিনের বেলায় উদ্যানটি ধান-খড় শুকানোর জায়গায় পরিণত হয়েছে। রাতের অন্ধকারে এই জায়গাটি বিভিন্ন অসামাজিক কাজের আখড়া হয়ে ওঠে। উদ্যানের চারপাশে মদের বোতল, খাবারের উচ্ছিষ্টাংশ, প্লাস্টিকজাত আবর্জনা পড়ে থাকে। স্থানীয়দের মতে, এলাকার মধ্যে এটি একমাত্র শিশু উদ্যান ছিল। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে উদ্যানটি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হলেও প্রশাসনের কোনও হেলদোল নেই। গ্রামের বাসিন্দা শম্পা বর্মন বলেন, 'এলাকায় বাচ্চাদের খেলার কোনও জায়গা নেই। প্রশাসন যদি এই উদ্যানটি সংস্কার করে চালু করে, তাহলে শিশুরা এখানে খেলাধুলো করতে পারবে।'

উদাসীন কর্তারা

- ২০০৯ সালে জেলা পরিষদের উদ্যোগে ও মাথাভাঙ্গা-২ পঞ্চায়েত সমিতির তত্ত্বাবধানে দোলং মোড় সংলগ্ন এলাকায় উদ্যান তৈরির কাজ শুরু হয়েছিল
- এরপর রাজ্যের সরকার বদলের পর উদ্যানটি আর উদ্বোধন করা হয়নি
- রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে উদ্যানের মূল গেট, দোলনা ও অন্যান্য খেলার সামগ্রী নষ্ট হয়ে গিয়েছে

সুগন্ধি কালো নুনিয়ার কদর কমেনি

জাকির হোসেন

কোচবিহার, ১৫ নভেম্বর : কুয়াশামাখা সকালে একটা আলুসেদ্ধ ও কাঁচা লংকা দিয়ে এক থালা গরম গরম কালো নুনিয়া চালের ভাত নিমেষে সাবাড় করে দেওয়া যায়। পুষ্টি ও স্বাদে ভরপুর এই কালো নুনিয়া, তুলাইপাঞ্জি ও তুলসীভোগের মতো একটি দেশীয় প্রজাতির ধান। মূলত অতিথি আপ্যায়ন, পৌষপার্বণ সহ বিভিন্ন আচার ও অনুষ্ঠানের কথা মাথায় রেখে আজও কোচবিহার জেলার প্রান্তিক কৃষকদের একাংশ এই সুগন্ধি ধান চাষ করছেন। এমন কথা জানান কোচবিহার-২ ব্লকের কৃষকরত্ন খেতাবজয়ী মথুরচন্দ্র বিশ্বাস।

বর্তমান সময়ে কৃষিক্ষেত্রে প্রযুক্তির কদর বেড়েছে। তাই অনেকক্ষেত্রে দেখা যায়, প্রাচীন প্রজাতির ধান চাষে উত্তরবঙ্গের কৃষকরা আগ্রহ হারিয়েছেন। ফলে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন প্রজাতির ধানের চাষ কালক্রমে কোণঠাসা হয়েছে। তবে কোচবিহারে একটু ভিন্ন ছবি দেখা যাচ্ছে। গ্রামাঞ্চলে এই পুরোনো দিনের ধান চাষের কদর এখনও রয়েছে। এবিষয়ে জেলা কৃষি দপ্তর জানিয়েছে, প্রতি বছর বর্ষায় জেলায় প্রায় ৬০০ হেক্টর জমিতে প্রাচীন প্রজাতির ধানের চাষ হয়।

কালপানিতে কালো নুনিয়াখেত। -সংবাদচিত্র

জেলা উপ কৃষি অধিকর্তা (প্রশাসন) অসিতবরণ মণ্ডলের মতে, 'সুন্দর গন্ধ ও স্বাদের জন্য গ্রামাঞ্চলে চাষিরা উন্নত জাতের পাশাপাশি দেশীয় বিভিন্ন জাতের ধানও চাষ করেন। সঠিক পরিচর্যা, সার দেওয়া ও যত্ন নিয়ে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে এই প্রাচীন প্রজাতির ধানের ক্ষেত্রেও অধিক ফলন সম্ভব।'

দু'দশক আগেও উত্তরের জেলাগুলিতে দেশীয় বিভিন্ন প্রজাতির ধান চাষের যথেষ্ট চল ছিল। বর্তমানে উচ্চফলনশীল বিভিন্ন হাইব্রিড প্রজাতির ধান জায়গা করে নিয়েছে। আমন ধানচাষিদের মতে, স্থানীয় দেশীয় প্রজাতির ধান গাছগুলির উচ্চতা অনেকটা বেশি হয়। ফলে গাছগুলি মাটিতে নুইয়ে পড়ার আশঙ্কা থাকে। পাশাপাশি ফলনও আশানুরূপ হয় না। বিঘা প্রতি সর্বোচ্চ পাঁচ মন ধান উৎপাদিত হয়। ফলে দিনের শেষে চাষিদের লোকসানের মুখে পড়তে হয়।

অধিক মুনাফা লাভের আশায় উচ্চফলনশীল উন্নত জাতের ধান চাষের প্রতি ঝুঁকছেন চাষিরা। উচ্চফলনশীল বীজ বপন করে আনায়াসেই ১৫ থেকে ২০ মন ফসল উৎপাদন করা সম্ভব। তাই চাষিরা আধুনিক কৃষি ব্যবস্থায় আগ্রহী।

তবে অনেকেই শখের বশে প্রাচীন প্রজাতির ধান গাছের বীজ সংরক্ষণ করেন। প্রতি বছরের মতো এবছরও কোচবিহার-১ ব্লকের মোয়ামারির প্রবীণ কৃষক ধরণীকান্ত বর্মন কালো নুনিয়া চাষ করেছেন। তাঁর কথায়, 'অল্প হলেও প্রতি বছর কালো নুনিয়া চাষ করি। বাড়িতে নিজেরা খাই এবং বীজ সংরক্ষণ করি।' বিভিন্ন প্রজাতির ধান এখন হারিয়ে যেতে বসেছে। তাই সরকারি উদ্যোগে সেগুলি সংরক্ষণের দাবি জানিয়েছেন অনেকে।

গায়ে কাঁটার জন্য পরিচিত সজারুর শরীরে কমপক্ষে ৩০ হাজার কাঁটা থাকে।

শীতের দিনে মায়ের হাতে রান্না করা কোন খাবার তোমার প্রিয়

লেখালেখি

এই প্রসঙ্গ নিয়ে ১০ লাইনে তোমার কথা লিখতে হবে। সঙ্গে দিতে হবে তোমার ছবি, স্কুলের নাম, ক্লাস আর তোমার ফোন নম্বর। তারপর পাঠিয়ে দাও আমাদের কাছে। তোমার লেখা মনোনীত হলেই সেটা ছাপা হবে।

ছোটরা গল্প (অনধিক ৩০০ শব্দ), কবিতা, ছড়া ও ছবি পাঠাতে পারো। তোমাদের সৃষ্টি প্রকাশিত হবে এই পাতায়। লেখার সঙ্গে নাম, স্কুলের নাম, ক্লাস, ফোন নম্বর থাকতে হবে। শুধুমাত্র নিজের লেখা ও আঁকা ছবি পাঠাতে হবে।

লেখা ও ছবি হোয়াটসঅ্যাপ করতে হবে 8597258697 নম্বরে অথবা মেল করো ubssishukishor@gmail.com-এই ঠিকানায়

নীল গ্রামের বিকেল

রম্যাণী গোস্বামী

স্কুলে গিয়ে ইদানীং একটুও সুখ নেই জিকোর। ক্লাস সেভেনে ওঠার পর থেকে একে তো পড়াশোনার চাপ বেড়েছে, সেই সঙ্গে পাল্লা দিয়ে গেমস পিরিয়ডগুলো কেমন ছোট হয়ে আসছে। ওদিকে বেস্ট ফ্রেন্ড ঋতমটা হঠাৎ পালটে গেল মনিটরের পোস্ট পেয়ে। সে এখন অনির্বাণদের মতো অখাদ্য 'ভালো' ছেলেগুলোর দলে গিয়ে ভিড়েছে। ক্লাসে জিকো একটুখানি ঘাড় ঘোরালে বা নাক খুঁটলেই ছুটে গিয়ে ক্লাস টিচারের কাছে নালিশ করে। ফেরার সময়তেও বাসে বসার জায়গার দখল নিয়ে কয়েকটা মারকুটে ছেলের সঙ্গে রোজ মারামারি বেধে যাচ্ছে। সব মিলিয়ে লাইফটা বিচ্ছিরি মতো নিমতেতো।

এর চাইতে পাশের বাড়ির প্রশান্ত জেঠুদের পোষা বেড়াল হয়ে জন্মালে ভালো ছিল। পারস্য দেশের বেড়াল। নাম ক্লিওপেট্রা। কুচকুচে কালো গায়ের রং। বড় বড় লোমে ঢাকা পুতুলের মতো শরীর। পুঁতির মতো গোল্লা গোল্লা দুটো চোখ। সারাদিন আয়েশ করে নরম তুসের বিছানায় গা ডুবিয়ে বসে থাকে মহারানি ক্লিওপেট্রা। চুকচুক করে দুধ খায়। মাছভাত খায়। আর শেষপাতে আইসক্রিম পেলে তো কথাই নেই। আনন্দে তার দু'চোখ জলে ভরে ওঠে। পড়াশোনা, হোমওয়ার্ক, প্রোজেক্ট কিচ্ছু করতে হয় না ক্লিওপেট্রাকে। ভোরের প্রথম উষ্ণ রোদে সে আড়মোড়া ভাঙে। জিকো নিজের ঘরের জানলা দিয়ে করুণ চোখে তাকিয়ে দেখে দৃশ্যটা। ওর নিজেকে তখন শীতের কম্বলের মায়া ত্যাগ করে স্নানে দৌড়োতে হচ্ছে। ডাইনিং রুম থেকে মা ভয়ানক রাগি স্বরে চেঁচাচ্ছে, 'কী হল জিকো? আজ কি স্কুলেটুলে যাওয়া হবে না? জলদি আয় বলছি।'

সেই জিকোরই আচমকা সুযোগ হয়ে গেল আফ্রিকার নীল নদ দেখতে যাওয়ার। ওর ছোটকাকা চাকরিসূত্রে আসোয়ানে থাকেন। তিনি একজন নৃতত্ত্ববিদ। নীল নদের দক্ষিণে পশ্চিম তীর ঘেঁষা কতগুলো গ্রাম নিয়ে কী একটা প্রোজেক্ট করবেন তিনি আগামী দিন পনেরো। পুজোতে দেশে আসার আগেই সব ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। লক্ষ্মীপুজো কাটিয়ে আবার ফেরার ফ্লাইটে চেপে বসলেন ছোটকা। এবার সঙ্গী হল জিকো। বাবা-মায়ের মুখ ব্যাজার। কারণ ছেলেটার স্কুল বেশ কিছুদিন বাদ যাবে। খুললেই মিড টার্ম পরীক্ষা। সে যাকগে। ছোটকাই সব ম্যানেজ করলেন।

নীল নদের জল যে সত্যিই এতখানি নীল সেটা জিকোর জানা ছিল না। দু'পাশের মরুভূমির সোনালি বালিতে দুপুর শেষের রাঙা আলো এসে পড়ছে। প্রাইভেট বোটে চেপে ওরা কয়েকজন নীলনদের বুকে ভেসে চলেছে 'নুবিয়ান' ভিলেজের দিকে। ছোটকার ভাষায়, নীল গ্রাম। সেখানেই ছোটকার বন্ধুর বাড়ি। ধীরে ধীরে জিকোর মন থেকে মুছে যাচ্ছে হোমওয়ার্ক, পরীক্ষার চিন্তা, বাড়ি আর বন্ধুবান্ধবদের কথা। ও অবাক চোখে তাকিয়ে আছে ঘন নীল জলটার দিকে। পাশ দিয়ে পালতোলা নৌকোগুলো কেমন সুন্দর জল কেটে কেটে এগিয়ে যাচ্ছে। ছোটকা বললেন, 'দ্যাখ দ্যাখ, এগুলো হল ট্র্যাডিশনাল ইজিপ্সিয়ান সেইল বোট। এদেরকে বলে ফেলুক্কা।' এভাবে চারপাশ দেখতে দেখতে ওরা পৌঁছে গেল 'নুবিয়ান' গ্রামে। ডকে বোট এসে থামল। সিঁড়ি দিয়ে ওরা উঠে এল উপরে।

নদীর ধারে কী অপূর্ব রঙিন গ্রাম! বাড়িগুলোর দেওয়ালে নীল রং করা। তাতে হলদে, গোলাপি, লাল, সাদায় বাহারি ছবি আঁকা। উঠোনে একজোড়া উট বসে আছে। জিকো এরকম আগে কখনও দেখেনি। ছোটকার সেই বন্ধুর নাম নাসিদ মুহম্মদ। নাসিদ আঙ্কল ভাঙা ভাঙা ইংরেজি বলতে পারেন। হাসিমুখে জিকোর হাত ধরে তিনি ওদের বাড়ির ভিতরে নিয়ে গেলেন। সেখানে বসার ঘরে বিরাট কেটলিতে চায়ের জল ফুটছে। জবা ফুলের পাপড়ি দিয়ে তৈরি ইজিপ্টের বিখ্যাত 'হিবিজকাস টি' আর ঘরে তৈরি খুরমার মতো দেখতে এক ধরনের নোনতা খেয়ে ছোটকা আর নাসিদ আঙ্কল রুকস্যাক পিঠে বেরিয়ে গেলেন কাজে। আর জিকো একা একাই ট্যাব দেখতে দেখতে একসময় ক্লান্ত হয়ে গিয়ে উঁকি দিল ভিতরে। যদিও ছোটকা পইপই করে বারণ করেছেন, সে যেন এখান থেকে কোথাও না যায়। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে তাঁরা কাজ সেরে ফিরবেন। কিন্তু জিকোর দুরন্তপনা যাবে কোথায়?

ঘর থেকে বেরোলেই সরু প্যাসেজ। সমস্ত বাড়ি নিঝুম। একটা সিঁড়ি কেবল ধাপে ধাপে নেমে গিয়েছে নীচে। সিঁড়িটা ফিসফিস করে জিকোকে ডাকল, 'আয়'। ওমনি জিকো এক পা এক পা করে নেমে চলে এল নীচে। নীচতলাজুড়ে কীরকম এক অদ্ভুত বুনো গন্ধ। গন্ধটা ক্রমে বাড়ছে। তাছাড়া বাইরে ঝলমলে রোদ হলেও নীচের এই জায়গাটা কেমন অন্ধকার, ঠান্ডা আর ভেজা ভেজা। সিঁড়ি থেকে নেমেই ডানহাতে একটা ঘর। উপরের ছোট্ট ঘুলঘুলি থেকে একচিলতে বিকেলের ম্লান আলো এসে ঢুকছে ঘরে। ঘরের মেঝেজুড়ে বড় একটা লোহার খাঁচা বসানো।

জিকো মন্ত্রমুগ্ধের মতো এগিয়ে গিয়ে খাঁচার দিকে ঝুঁকে দেখতে গেল আর তারপরেই 'বাপরে!' বলে একলাফে ছিটকে চলে এল খাঁচা থেকে চারহাত দূরে। এমন লাফিয়েছে যে টাল সামলাতে না পেরে মেঝেতেই ধপাস। ওদিকে খাঁচার ভিতরে একটা পাথরে বাঁধানো চৌবাচ্চার মধ্যে থেকে বিরাট এক কুমির তার ছানাপোনাসমেত ড্যাবড্যাব করে তাকিয়ে আছে ওর দিকে!

খাঁচাটা ঠিকমতো তালাবন্ধ আছে তো? জিকোর হৃৎপিণ্ডটা তিড়িং বিড়িং করে লাফাচ্ছে। সাঁইসাঁই করে বাতাস টানছে বুক। মেঝেতে চিৎপাত হয়ে থাকতে থাকতেই অবশ জিকোর মনে হল যে, এই মুহূর্তে ওর প্রাণবায়ু বোধহয় বেরিয়ে যাবে। ঠিক এমনি সময় পিছনে নাসিদ আঙ্কলের গলা শোনা গেল, 'আমি জানতাম তুমি এখানেই এসেছ!'

দুজনে এসে জিকোকে ওঠালেন। জিকো আরেকবার ভয়ে ভয়ে খাঁচাটার দিকে তাকাতেই বলে উঠলেন ছোটকা, 'আরে ঘাবড়াস না। এগুলো তো ওদের পোষা।'

'পোষা!'

'হ্যাঁ রে। আমরা যেমন কুকুর-বেড়াল পুষি, নুবিয়ান সম্প্রদায়ের লোকেরা তাঁদের বাড়িতে কুমির পোষেন। নীল নদে প্রচুর কুমির। কুমিরে এঁদের দারুণ ভক্তিশ্রদ্ধা। একজন ইজিপ্সিয়ান দেবতাও আছেন। সোবেক। তাঁর শরীরটা মানুষের কিন্তু মুখটা কুমিরের। সেই দেবতার মন্দিরও আমরা দেখব। ক'টা দিন যাক।'

এবার নাসিদ আঙ্কল হেসে নিজেই খাঁচা খুলে একটা ছোট্ট কুমিরছানাকে কোলে তুলে এনে জিকোর হাতে ধরিয়ে দিলেন। সে তার পুঁতির মতো দুই চোখ দিয়ে জিকোকে দেখছিল। জিকো ওর খরখরে পিঠে হাত বুলিয়ে দিয়ে বলল, 'কোজি। তোর নাম দিলাম কোজি।'

নীল গ্রাম থেকে ফেরার সময় ঘনিয়ে আসছে। জিকোর এখন দিনরাত একটাই ভাবনা। কোজিকেও সঙ্গে করে বাড়ি নিয়ে যাওয়া যায় না? বাড়িতে তো বটেই, পাড়ার লোকজন, বিশেষ করে পাশের বাড়ির প্রশান্ত জেঠুরা, তাদের আহ্লাদী নেকু বেড়াল, স্কুলের বন্ধু ও টিচাররা সকলে কী পরিমাণ অবাক হয়ে যাবে জিকোর কোলে শান্তশিষ্ট কোজিকে দেখে, সেটা ভেবেই সে রাতে ঘুমোতে পারছে না।

আমাদের লেখালেখি

মণ্ডপে ভিনগ্রহী

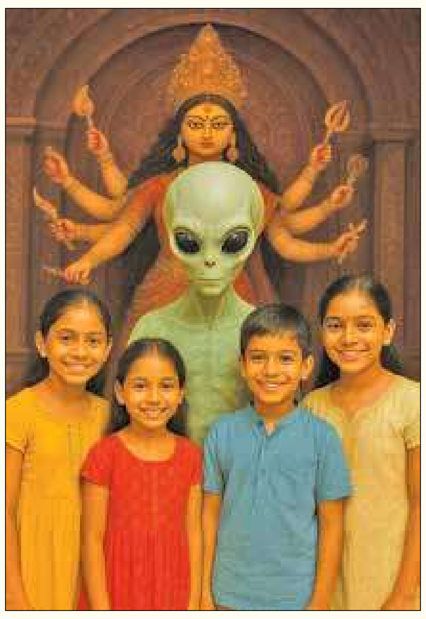

যে কথাটা এতদিন বলব বলব করেও বলা হয়নি। সেটা আজ খুলেই বলি। আমাদের পাড়ার দুর্গাপুজোর প্যান্ডেলে ধূপধুনোর গন্ধে তখন এক অন্যরকম পরিবেশ। সেটা ছিল অষ্টমীর রাত। আকাশ একেবারে পরিষ্কার, ঝকঝকে।

ঠিক পুজোমণ্ডপের পাশে আকাশ থেকে এক উড়ন্ত চাকতির মতো বস্তু এসে থামল। মানুষজন প্রথমে ভাবল আতশবাজি। কিন্তু চাকতিটার মাঝে একটা ছোট দরজা খুলে গেল। আর বেরিয়ে এল এক উজ্জ্বল সিঁড়ি। ঠিক যেন আকাশ থেকে সিঁড়ি নেমে এসেছে। সিঁড়ি থেকে নামল এক অদ্ভুত প্রাণী। লম্বায় ছোট, চোখ বড়, তার হাত-পা মুখের তুলনায় বেশ ছোট। মণ্ডপে যারা ছিল তারা চমকে গেল। আমি কাছেই দাঁড়িয়ে কুকুর পঞ্চুর সঙ্গে অবাক হয়ে দেখছিলাম। প্রাণীটা স্পষ্ট বাংলায় বলল, 'তোমরা আমাকে ভয় পেও না। আমি মঙ্গলগ্রহ থেকে এসেছি। নাম আমার - ইসি।'

আমি জানতে চাইলাম, 'কিন্তু মঙ্গলগ্রহে তো প্রাণের সন্ধান চলছে। তুমি কীভাবে এখানে?'

ইসি মুচকি হেসে বলল, 'আমরা পৃথিবীর মানুষের মুখ দেখেই ভাষা বুঝি। আমরা দূরে-দূরে ঘুরে বেড়াই। কখনো-কখনো এমন পুজোমণ্ডপে ঢুকে দেখি তোমাদের উৎসব।'

মণ্ডপের সবাই চুপচাপ ছিল। পঞ্চু মুখ কুঁচকিয়ে ভৌ ভৌ শব্দ করল। আমি প্রশ্ন করলাম, 'তাহলে তুমি কেন পালিয়ে ফিরছ? বিজ্ঞানীরা তো তোমাদের নিয়ে পরীক্ষা করবেন?'

ইসি বলল, "আমরা বিজ্ঞানীদের ভয় পাই না। তারা আসলে কৌতূহলী, কাজেই কষ্ট করে জিজ্ঞেস করে। কিন্তু পৃথিবীতে এমন কিছু মানুষ আছে - যারা লোভে অন্যকে কষ্ট দেয়- তাদের ভয়ে আমরা অনেক সময় লুকাই। তবু আজ তোমাদের ভালোবাসা দেখেই এসেছি, মণ্ডপটা দেখতে।'

পুজো দেখে যখন সবাই বিদায় নিতে ব্যস্ত, আমি আর পঞ্চু চুপচাপ ইসির কাছে গিয়ে বললাম,'আর কিছু বলবে না?' ইসি আমার আর পঞ্চুর দিকে একটু তাকিয়ে বলল, 'তোমরা খোলা মন রেখো; আমি আবার ফিরে যাব নিজের গ্রহে।' বলেই সে সিঁড়ি ধরে আকাশের দিকে উঠল।

হঠাৎ কর্কশ আওয়াজ - ঘুম ভেঙে গেল। আমার ঘড়িতে সাড়ে পাঁচটা বাজে। বুঝতে পারলাম, সবটাই স্বপ্ন ছিল। ভোরের নরম আলো জানলায় পড়ছে আর আমার কুকুর পঞ্চু ডাকছে ভৌ ভৌ করে। যদিও জানি এটা বাস্তব হবে না, তবু বুকটা খুশিতে ফুলে উঠল। মাত্র একবার যদি সত্যিই ইসির মতো কাউকে সামনাসামনি দেখতাম।

-মানালি পাল, *নবম শ্রেণি*
সেন্ট্রাল উচ্চমাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, জলপাইগুড়ি

শীতের দিন

শীতের কুয়াশায় যখন ঢেকে যায় চারপাশ
আমি তখন ভীষণ খুশি, করি ভীষণ উল্লাস।
গরম পোশাক জড়িয়ে যাই বেড়াতে ও পিকনিকে,
মেতে থাকি পিঠা পায়েস আর বড়দিনের কেকে।

আনন্দের মাঝেও মনটা আমার ভীষণ খারাপ লাগে,
যখন দেখি শীতে ছেঁড়া জামায় পথের শিশু কাঁদে।
শীতের আমেজ ভুলে আমার কেঁপে ওঠে বুক,
যখন দেখি ঠান্ডায় রাস্তার প্রাণীর করুণ মুখ।

তাই শীত তুমি এলেও থেকো না বেশিদিন,
তোমার জন্য কেউ যেন কষ্ট না পায় কোনোদিন।

- সোমশুভ্র চক্রবর্তী *দশম শ্রেণি*
হোলি চাইল্ড স্কুল, জলপাইগুড়ি

আনন্দ ও দুঃখের মিশেল

শীতকাল মানেই আনন্দ ও মজা। কিন্তু যদি ব্যাপারটা সকালে ঘুম থেকে তাড়াতাড়ি ওঠা ও সকালের স্নানের ব্যাপার হয়, তাহলে আনন্দটা বদলে যায় একটু দুঃখে। কিন্তু আবার মায়ের উলের কাজ দেখতে দেখতে রোদে বসার আনন্দটাই আলাদা। শীতকাল মানেই উৎসব। যেমন পৌষমেলা, রাসমেলাও এই শীতকালেই হয়। এছাড়া পিঠে পুলি, সরস্বতীপুজো এবং বড়দিন শীতকালে এক আলাদা আনন্দ আনে। নতুন বছরের শুরুও এই শীতকালেই। তখন আবার পিকনিক। সেটারও আলাদা মজা। দুঃখের ব্যাপার বলতে গেলে সবার আগেই যেটা মনে পড়ে, শীতের সকালে আমরা যখন সবাই দেরি করে ঘুম থেকে উঠি; তখন মা কিন্তু সেই ভোরে উঠেই বাড়ির কাজ করেন। তাঁর রুটিনে কোনও বদল নেই। আর দুঃখ হয় যখন মনে পড়ে আশ্রয়হীন ও গৃহহীন মানুষদের কথা, রাস্তার পশুপাখিদের কথা। জানি না ওদের শীতকাল কীভাবে কাটে।

- স্বস্তিকা পাল *পঞ্চম শ্রেণি*
শিলিগুড়ি দেশবন্ধু বিদ্যাপীঠ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় (উঃ মাঃ)

ঋতু বদল

গ্রীষ্মের দাবদাহে অতিষ্ঠ
শরতের মিষ্টি আবহে স্থিত
বর্ষা রানি সুন্দরী
কতটুকু তোমায় জানি
হেমন্তে নতুন ধান
শীতে জবুথবু
বসন্তে লাল আগুন
কৃষ্ণচূড়া, পলাশ, শিমুল

- দিবাকর রায় *পঞ্চম শ্রেণি*
কুশমণ্ডি প্রাথমিক বিদ্যালয়

মহাকাশের স্বপ্ন

অনীতা ক্লাস সেভেনে পড়ে। রোজ বিকেলে দিদার কাছে গল্প শোনে। দিদার অনেক অভিজ্ঞতা। কত কী না দেখেছেন।

এই তো সেদিন, গল্পের আসরে দিদা তাঁর ছোটবেলায় দেখা স্বপ্নের কথা শোনাচ্ছিলেন।

- সালটা মনে নেই। তখন সোভিয়েত ইউনিয়ন ছিল।

সোভিয়েতের গল্প দিদা আগেই শুনিয়েছেন অনীতাকে। ইউরি গ্যাগারিনের মহাকাশে পাড়ি দেওয়ার গল্প নাতনির জানা। দিদা আবার বলতে শুরু করেন,

- তখন আমার বয়স তোমারই মতো। স্বপ্নে দেখলাম, টয়ট্রেনে চেপে ঘুম বেড়াতে যাচ্ছি। হঠাৎ মাথায় এল, এভাবেই যদি আমরা মহাকাশে বেড়াতে যেতে পারতাম?

- মহাকাশে তো টয়ট্রেন যাবে না দিদা!

- এটা আমার মাথাতেও এসেছিল। স্বপ্ন শেষ হয়নি। আমাকে বলতে দাও।

- সরি। বলো।

- তো আমি স্বপ্নে দেখলাম, এমন একটা মহাকাশযান তৈরি হয়েছে, যাতে চেপে মহাকাশে বেড়াতে যাওয়া যায়। আর আমি সেই মহাকাশযানের পাইলট। মহাকাশে ঘুমের মতো একটা স্টেশন আছে। আমি পৃথিবী থেকে যাত্রী ওঠানামা করাচ্ছি।

- তারপর?

- তারপর আর কী। ঘুমটা ভেঙে গেল!

অনীতারও মহাকাশে বেড়াতে যাওয়ার শখ ষোলোআনা। দিদাকে প্রশ্ন করে,

- আচ্ছা দিদা ওখানে ভেসে থাকতে হয় কেন?

- মাধ্যাকর্ষণ কাজ করে না যে।

অনীতা স্কুলে মাধ্যাকর্ষণ পড়েছে। তাই সহজে বুঝতে পারল। আবার সে প্রশ্ন করে,

- আমি যদি ওখানে যাই, কী কী করতে হবে?

- অনেক ডিসিপ্লিনড হতে হবে। চিপস, কোল্ড ড্রিংকস একদম বাদ। পড়াশোনা করে নিজেকে এখন থেকেই তৈরি হতে হবে। স্বপ্ন দেখতে হবে।

সেদিনের মতো গল্প শেষ। দিদার এখন লেখার সময়। নাতনির জন্য তিনি নিজের সব অভিজ্ঞতা লিখে যেতে চান। দিদার কয়েকটা বইও আছে। রোমাঞ্চকর সব কাহিনী। কীভাবে নয় মাস মহাকাশে আটকেছিলেন, তারপর সমুদ্রের ওপর ল্যান্ড করলেন, আরও কত কত গপ্পো। সেসব বই গোগ্রাসে গেলে অনীতা।

সেই রাতেই অনীতা স্বপ্ন দেখল। সে মঙ্গল গ্রহে গিয়েছে। ওখানে ঘুমের মতো একটা স্টেশন আছে। মঙ্গলযানের পাইলট অনীতা নিজেই। যাত্রী ওঠানামা করায়। ভাবতে ভাবতে অনেক সকালে ঘুমটা ভেঙে যায় তার। মাথায় প্রশ্ন আসে, মঙ্গলগ্রহে কি মাধ্যাকর্ষণ কাজ করবে? ওখানেও কি ভেসে বেড়াতে হবে?

তখনই দিদার ঘরে ছুটে যায় সে। কিন্তু দিদা তো ঘুমোচ্ছেন। এখন জাগিয়ে লাভ নেই। বিকেলেই জিজ্ঞেস করা যাবে। বিড়বিড় করতে করতে ফের নিজের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ে অনীতা। আবার স্বপ্ন দেখবে সে।

আঁকিবুকি

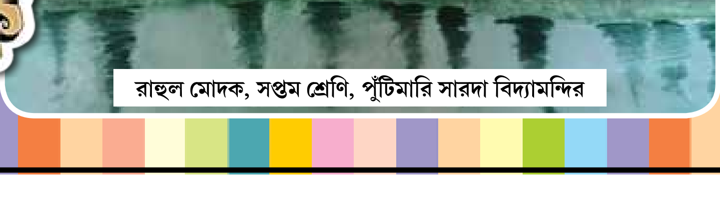

রাহুল মোদক, সপ্তম শ্রেণি, পুঁটিমারি সারদা বিদ্যামন্দির

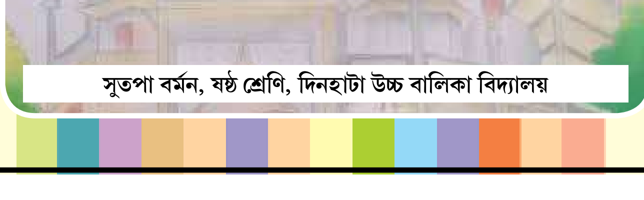

সুতপা বর্মন, ষষ্ঠ শ্রেণি, দিনহাটা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়

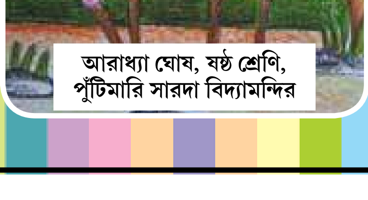

আরাধ্যা ঘোষ, ষষ্ঠ শ্রেণি, পুঁটিমারি সারদা বিদ্যামন্দির

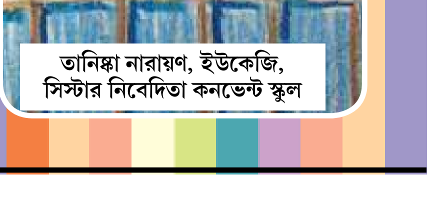

তানিষ্ঠা নারায়ণ, ইউকেজি, সিস্টার নিবেদিতা কনভেন্ট স্কুল

স্বাভাবিক ছন্দে ফিরছে নয়াদিল্লি। শনিবার নেতাজি সুভাষ মার্গ রাস্তা সাধারণ মানুষের জন্য খুলে যাওয়ার পর। ডানদিকে, শ্রীনগরের নওগামে বিস্ফোরণে পরিবারের সদস্যকে হারিয়ে কান্না।

মহুয়ার বিরুদ্ধে চার সপ্তাহে চার্জশিট সিবিআইয়ের

নয়াদিল্লি, ১৫ নভেম্বর : সংসদে 'ঘুষ নিয়ে প্রশ্ন' করার অভিযোগে তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্রের বিরুদ্ধে চার্জশিট দেওয়ার অনুমতি দিল লোকপাল। নির্দেশ অনুযায়ী, সিবিআইকে আগামী চার সপ্তাহের মধ্যে সংশ্লিষ্ট আদালতে চার্জশিট জমা দিতে হবে এবং তার একটি কপি লোকপালের দপ্তরে পাঠাতে হবে। ১২ নভেম্বর লোকপালের পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চ এই সিদ্ধান্ত নেয় এবং পরে তা লিখিতভাবে জানানো হয় অভিযোগকারী বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবেকে। তাঁর অভিযোগের ভিত্তিতেই সিবিআই তদন্ত শুরু হয়েছিল।

লোকপালের নির্দেশে গত বছর সিবিআই তদন্ত শুরু করে এবং ছ'মাসের মধ্যে বিস্তারিত রিপোর্ট জমা দেয়। সেই রিপোর্টে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে সিবিআই চার্জশিট জমা দেওয়ার অনুমতি চায়। লোকপাল অনুমতি দিলেও জানিয়েছে, চার্জশিট আদালতে জমা দেওয়ার পরে তবেই মহুয়ার বিরুদ্ধে আইনি প্রক্রিয়া শুরুর বিষয়ে দ্বিতীয় আবেদন বিবেচনা করা হবে।

মুজাফফরের বিরুদ্ধে রেড কর্নার নোটিশের উদ্যোগ

4 ডাক্তারের লাইসেন্স বাতিল

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ১৫ নভেম্বর : দিল্লির লালকেল্লা সংলগ্ন এলাকায় ভয়াবহ বিস্ফোরণের তদন্ত যত এগোচ্ছে ততই প্রকাশ্যে আসছে নিত্যনতুন তথ্য। শনিবার ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে চার চিকিৎসকের মেডিকেল লাইসেন্স বাতিল করেছে জাতীয় মেডিকেল কাউন্সিল। আদিল আহমেদ রাথার, মুজাফফর আহমেদ, মুজাম্মিল শাকিল এবং শাহিনা সইদ, এই চারজনকে ইন্ডিয়ান মেডিকেল রেজিস্টার ও ন্যাশনাল মেডিকেল রেজিস্টার, দুই তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। তাঁরা আর দেশের কোথাও চিকিৎসা করতে পারবেন না। এনএমসির তরফে জানানো হয়েছে, তদন্তে উঠে আসা বিস্ফোরণ যোগ এবং জঙ্গি কার্যকলাপের প্রমাণের ভিত্তিতেই এই সিদ্ধান্ত।

দিল্লি বিস্ফোরণ কাণ্ডে অভিযুক্তদের একাংশের বিদেশযাত্রা, সন্দেহজনক লেনদেন, জঙ্গি যোগ, সব মিলিয়ে একটি গভীর ষড়যন্ত্রের ছবি এনআইএর হাতে এসেছে। দিল্লি ও হরিয়ানার বহু সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখছেন গোয়েন্দারা। তার একটিতে ফরিদাবাদের এক মোবাইল ফোনের দোকানে লালকেল্লা বিস্ফোরণ কাণ্ডে যুক্ত চিকিৎসক উমর উন নবিকে দেখা যাচ্ছে। ফুটেজে নবির হাতে ২টি মোবাইল ফোন ও একটি ডিভাইস দেখা গিয়েছে। একটি ফোন চার্জ করার জন্য দোকানিকে দিচ্ছিলেন উমর। যদিও আত্মঘাতী গাড়ি বিস্ফোরণে নিহত উমরের কাছে কোনও মোবাইল বা ডিভাইস পাওয়া যায়নি।

একনজরে

- আদিল আহমেদ রাথার, মুজাফফর আহমেদ, মুজাম্মিল শাকিল এবং শাহিনা সইদের নাম ইন্ডিয়ান মেডিকেল রেজিস্টার ও ন্যাশনাল মেডিকেল রেজিস্টার থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে
- সিসিটিভি ফুটেজে ফরিদাবাদের এক মোবাইলের দোকানে অভিযুক্ত চিকিৎসক উমর উন নবিকে দেখা গিয়েছে
- পাসপোর্টের জন্য আবেদন জানিয়েছিলেন ধৃত শাহিনা সইদ
- মুজাফফর আহমেদ রাথার সম্ভবত আফগানিস্তানে
- গোয়েন্দা নজর এড়াতে ডেড ড্রপ ই-মেল ব্যবহার করত হোয়াইট কলার মডিউল

সবচেয়ে বড় ধাঁধা তৈরি করেছে মামলার অন্যতম অভিযুক্ত মুজাফফর আহমেদ রাথার। দক্ষিণ কাশ্মীরের কাজিগান্দের বাসিন্দা এই চিকিৎসক পলাতক। তদন্তকারীদের অনুমান, মুজাফফর আফগানিস্তানে আশ্রয় নিয়েছেন। তাঁর বিরুদ্ধে রেড কর্নার নোটিশ জারি করতে ইন্টারপোলের সাহায্য চেয়ে আবেদন করেছে সিবিআই। এই মুজাফফরের ভাই আদিল আহমেদ রাথারও বিস্ফোরণ-কাণ্ডে অন্যতম অভিযুক্ত। তাঁর লাইসেন্সও বাতিল করা হয়েছে। অপর অভিযুক্ত শাহিনা সইদ সম্ভবত দেশের বাইরে পালানোর ছক কষেছিলেন। পাসপোর্টের জন্য আবেদন জানিয়েছিলেন হরিয়ানা বিস্ফোরক উদ্ধার কাণ্ডে অন্যতম অভিযুক্ত।

তদন্তকারীদের মতে, মুজাফফর একটি বৃহত্তর নেটওয়ার্কের অংশ। ফরিদাবাদের আল ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে তাঁর যোগসূত্র পাওয়া গিয়েছে। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদে উঠে এসেছে ২০২১ সালে উমর নবি ও মুজাম্মিলের সঙ্গে তাঁর তুরস্ক যাত্রার তথ্য। তদন্তকারী সংস্থার অনুমান, এই সফরের উদ্দেশ্য ছিল জঙ্গি প্রশিক্ষণ। অগাস্ট থেকে তিনি দেশছাড়া।

এই নেটওয়ার্কের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে পাঠানকোট থেকে আরও এক চিকিৎসক রইজ আহমেদ ভাটকে গ্রেপ্তার হয়েছে শনিবার। ৪৫ বছর বয়সি রইজ গত দু-বছর পাঠানকোটের একটি বেসরকারি হাসপাতালে কাজ করছিলেন। তার আগে আল ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত ছিলেন।

তদন্তকারীদের হাতে এসেছে 'ডেড ড্রপ' ই-মেল ব্যবহারের তথ্য, যা সাধারণত গুপ্তচরবৃত্তি বা জঙ্গি সংগঠনের মধ্যে গোপন বার্তা আদানপ্রদানের জন্য ব্যবহৃত হয়। এই পদ্ধতিতে কোনও বার্তা পাঠানো হয় না বরং কয়েকজন ব্যক্তি একই ই-মেল অ্যাকাউন্টে লগ-ইন করে ড্রাফট ফোল্ডারে বার্তা রেখে যায়। 'ইনবক্স' বা 'সেন্ট মেইল'-এ কোনও চিহ্ন না থাকায় নজরদারি অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে। বিস্ফোরণ-কাণ্ডের অভিযুক্তরা নিয়মিত এই পদ্ধতি ব্যবহার করত বলে তদন্তকারী সংস্থা সূত্রে খবর।

নাশকতা নয়, দুর্ঘটনার কারণে বিস্ফোরণ থানায়

নয়াদিল্লি ও নওগাম, ১৫ নভেম্বর : ইট, কাঠ, পাথর আর অ্যাসবেস্টসের স্তূপ। ইতিউতি উঁকি মারছে মানবদেহের অংশ। চলছে ধ্বংসস্তূপ সরানোর কাজ। থানার আশপাশের একাধিক বাড়ি ভেঙে পড়েছে। সামনের রাস্তায় পড়ে রয়েছে কয়েকটি গাড়ির কঙ্কাল। এই খণ্ডচিত্রগুলি বলে দিচ্ছে শুক্রবার রাতে জম্মু ও কাশ্মীরের নওগাম থানায় ঘটা বিস্ফোরণের তীব্রতা কতটা ছিল। ঘটনার তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে কেন্দ্র। প্রাথমিক তদন্তের পর এটি দুর্ঘটনা বলে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের তরফে জানানো হয়েছে।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের যুগ্মসচিব প্রশান্ত লোখন্ডে এদিন এক বিবৃতিতে বলেছেন, 'গতকাল রাত ১১.২০ মিনিট নাগাদ নওগাম থানার ভিতরে একটি দুর্ভাগ্যজনক দুর্ঘটনা ঘটেছে। একটি সন্ত্রাসী মডিউলের তদন্তের সময় বিস্ফোরক পদার্থ এবং রাসায়নিকের বিশাল মজুত উদ্ধার করা হয়েছিল। সেগুলি থানার খোলা জায়গায় রাখা হয়েছিল। সেখানেই বিস্ফোরণ ঘটেছে।' তিনি আরও বলেন, 'তদন্তের সঙ্গে জড়িত সব সংস্থা সমন্বয় রেখে কাজ করছে। উদ্ধারকৃত রাসায়নিক এবং বিস্ফোরকের নমুনাগুলি আরও ফরেন্সিক পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে। গত দু-দিন ধরে স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং পদ্ধতি মেনে নমুনা সংগ্রহের কাজ হচ্ছিল। সেই প্রক্রিয়া চলাকালীন দুর্ঘটনাজনিত বিস্ফোরণ ঘটেছে।'

জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের ডিজিপি নলিন প্রভাত বলেন, 'নমুনা সংগ্রহের কাজটি অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে পরিচালনা করা হচ্ছিল। সেই সময় একটি দুর্ঘটনাজনিত বিস্ফোরণ ঘটেছে। এই ব্যাপারে অন্য কোনও জল্পনা-কল্পনা অপ্রয়োজনীয়।'

নওগাম নিয়ে রিপোর্ট

- ফরিদাবাদ থেকে উদ্ধার ৩৬০ কেজি বিস্ফোরকের একাংশ নওগাম থানায় রাখা হয়েছিল
- দু-দিন ধরে ফরেন্সিক নমুনা সংগ্রহ প্রক্রিয়া চলছিল
- শুক্রবার ১১টা ২০-তে ঘটে বিস্ফোরণ
- মৃতদের অধিকাংশ পুলিশ ও ফরেন্সিক আধিকারিক

হরিয়ানার ফরিদাবাদ থেকে গ্রেপ্তার হওয়া কাশ্মীরি চিকিৎসক মুজাম্মিল গনাইয়ের একটি ভাড়াবাড়ি থেকে যে ৩৬০ কেজি বিস্ফোরক উদ্ধার করা হয়, তার বড় অংশ নওগাম থানায় রাখা হয়েছিল। বিস্ফোরকের মধ্যে ছিল প্রচুর পরিমাণে অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট। বৃহস্পতিবার থেকে বিস্ফোরকের নমুনা সংগ্রহ করছিলেন ফরেন্সিক বিভাগের আধিকারিকরা। সেই কাজ চলাকালীন শুক্রবার রাত ১১টা ২০ নাগাদ দুর্ঘটনা ঘটে। বিস্ফোরণে মৃত ৯ জনের অধিকাংশ পুলিশকর্মী। ফরেন্সিক বিভাগের ৩ আধিকারিকও প্রাণ হারিয়েছেন। দেহগুলি শ্রীনগর পুলিশ কন্ট্রোল রুমে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আহত ৩২। তাঁদের মধ্যে ২৭ জন পুলিশকর্মী। বিস্ফোরণের তীব্রতা এতটাই বেশি ছিল যে ঘটনাস্থলের ৩০০ মিটার দূরে গিয়ে পড়েছে মৃতদেহের অংশ। ৩০ কিলোমিটার দূর থেকে বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গিয়েছে।

হিংলিশ ভাষায় রায়, ক্ষোভ হাইকোর্টের

এলাহাবাদ, ১৫ নভেম্বর : হয় হিন্দি, না হলে ইংরেজি—যে কোনও একটি ভাষায় রায় লিখুন। জগাখিচুড়ি ভাষা ব্যবহার করবেন না। নিম্ন আদালতের একটি রায়ে মিশ্র ভাষা ব্যবহার করায় সংশ্লিষ্ট বিচারককে এভাবেই তিরস্কার করল এলাহাবাদ হাইকোর্ট।

হাইকোর্টের বিচারপতি দ্বিতীয় অজয় কুমার এবং বিচারপতি রাজীব মিশ্রের ডিভিশন বেঞ্চ উত্তরপ্রদেশের নিম্ন আদালতগুলিকে স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছে, রায় বা নির্দেশিকা লিখতে হলে একটিমাত্র ভাষা ব্যবহার করতে হবে, ইংরেজি বা হিন্দি যে কোনও একটি। হিংলিশ বা মিশ্র ভাষায় রায় লেখা চলবে না।

পণের জন্য খুনের একটি মামলার শুনানিতে বেঞ্চ আগরার একটি দায়রা আদালতের রায় নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করে। অভিযুক্ত বেদপ্রকাশ ত্যাগীর মামলার রায় পর্যবেক্ষণ করে তারা জানায়, রায়পত্রে হিন্দি-ইংরেজি মিশিয়ে এমনভাবে লেখা হয়েছে যে সাধারণ মানুষ তো বটেই, আইনি নথিপত্র পড়তে অভ্যস্তদেরও বোঝা কঠিন।

হাইকোর্ট মন্তব্য করে, হিন্দিভাষী রাজ্যে হিন্দিতে রায় লেখা হলে মামলাকারীরা সহজে আদালতের সিদ্ধান্ত ও যুক্তি বুঝতে পারেন। কিন্তু দুই ভাষা জুড়ে তৈরি নথি বিভ্রান্তিকর এবং অনুপযুক্ত।

আদালত নির্দেশ দিয়েছে, এই বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিষয়টি প্রধান বিচারপতির কাছে পাঠানো হোক।

কিভে রুশ ড্রোনে হত ৬

কিভ, ১৫ নভেম্বর : মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের চেষ্টা সত্ত্বেও রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে যুদ্ধ থামেনি। সমাধানের পথ বের হয়নি। মেলেনি কোনও রফাসূত্র। এই আবহে শুক্রবার রাতভর ইউক্রেনের রাজধানী কিভে মুহুর্মুহু ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালাল রাশিয়া। হামলায় ছ'জন সাধারণ মানুষ নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন ডজন খানেক মানুষ। হামলা হয়েছে কিভের পূর্বাঞ্চলে লিসোভির এক বহুতলে। পালটা জবাবে ইউক্রেন ছুড়েছে দূরপাল্লার লং নেপচুন ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র।

রুশ ড্রোনের ধাক্কায় লিসোভির বহুতলটির কয়েকটি তলা ধসে গিয়েছে। রাতভর হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে স্কুল, হাসপাতাল ও সরকারি ভবন। রুশ হামলার পালটা জবাবে ইউক্রেন রাশিয়ার তেল পরিকাঠামোর ওপর আঘাত হানে।

লাদাখে ভারতের নয়া বিমানঘাঁটি

লে, ১৫ নভেম্বর : চিন সীমান্ত-ঘেঁষা অরুণাচলপ্রদেশে পূর্বি প্রচণ্ড প্রহার নামে সামরিক মহড়া চালাচ্ছে ভারতীয় সেনা। তার মধ্যেই পূর্ব লাদাখে একটি নতুন বিমানঘাঁটি চালু করল বায়ুসেনা। এটি তৈরি করতে খরচ হয়েছে ২৩০ কোটি টাকা। নবনির্মিত ঘাঁটিটির নাম নিওমা এয়ারবেস। বুধবার থেকে সেখানে বিমানের ওঠা-নামা শুরু হয়েছে। সূত্রের খবর, ৩,৪৮৮ কিলোমিটার দীর্ঘ নিয়ন্ত্রণরেখা জুড়ে চিনের সামরিক পরিকাঠামো বৃদ্ধির সঙ্গে ভারসাম্য রাখতে নিওমা এয়ারবেস তৈরি করা হয়েছে। এটি পূর্ব লাদাখের প্যাংগং তসো, ডেমচোক এবং ডেপসাংয়ের মতো অঞ্চলে দ্রুত সেনা, অস্ত্র এবং রসদ সরবরাহ

করতে সহায়তা করবে। এর ফলে পূর্ব লাদাখে চিনের সামরিক চাপ সামাল দেওয়া অনেকটাই সহজ হবে বলে প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞদের মত।

এদিন বায়ুসেনা প্রধান এয়ারচিফ মার্শাল এপি সিং নিজে দিল্লির উপকণ্ঠে অবস্থিত হিন্দন বিমানঘাঁটি থেকে একটি সি-১৩০জে সুপার হারকিউলিস বিমান উড়িয়ে ১৩,৭১০ ফুট উচ্চতায় অবস্থিত বিশ্বের সর্বোচ্চ বিমানবন্দর নিওমায় যান। তাঁর সঙ্গে ছিলেন পশ্চিমাঞ্চলীয় বিমান কমান্ডের প্রধান এয়ার মার্শাল জিতেন্দ্র মিশ্র। এর আগে লে, কার্গিল, থোইস এবং দৌলত বেগ ওল্ডি বিমানঘাঁটি সচল করেছে ভারত। অরুণাচলপ্রদেশের পাসিঘাট, মেচুকা, ওয়ালং, টুটিং, আলং এবং জিরো বিমানঘাঁটিগুলিকেও ধাপে ধাপে সক্রিয় করা হচ্ছে।

জনজাতি গৌরব দিবসে আদিবাসীদের বিশেষ কলাকৌশল। শনিবার চিকামগালুরুতে।

অভিযুক্তদের মুক্তির তোড়জোড়

নয়ডা, ১৫ নভেম্বর : বিচারের বাণী আজও যে নীরবে নিভৃতে কাঁদে, তা আরও একবার প্রমাণ হয়ে গেল আখলাখ হত্যা মামলায়।

২০১৫ সালে গ্রেটার নয়ডার বিসাড়া গ্রামে গোমাংস রাখার অভিযোগে একদল উন্মত্ত জনতার গণপিটুনিতে নিহত হন প্রৌঢ় মহম্মদ আখলাখ। আহত হন তাঁর ছেলে দানিশও। লাউডস্পিকারে গোমাংসের গুজব ছড়িয়ে পড়তেই আখলাখকে বাড়ি থেকে টেনে বের করে মারধর করা হয়। ঘটনার পর তাঁর স্ত্রী ১০ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন। পাশাপাশি চিহ্নিত করে অজ্ঞাতপরিচয় আরও কয়েকজনকে। দেশজুড়ে আলোড়ন তোলে এই ঘটনা।

বর্তমানে মামলাটি সুরজপুর জেলা আদালতে বিচারাধীন। জেলা আদালতের অতিরিক্ত সরকারি আইনজীবী ভাগ সিং ভাটি জানিয়েছেন, উত্তরপ্রদেশ সরকার অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আনা সব অভিযোগ প্রত্যাহার করতে চেয়ে আনুষ্ঠানিক আবেদন পাঠিয়েছে। আবেদনপত্র আদালতে জমা পড়েছে এবং ১২ ডিসেম্বর শুনানি হবে। আখলাখ পরিবারের আইনজীবী ইউসুফ সইফি বলেছেন, তিনি এখনও কোনও সরকারি নথি পাননি। নথি হাতে এলেই মন্তব্য করবেন বলে জানান তিনি।

ইতিমধ্যে উত্তরপ্রদেশ সরকারের এই পদক্ষেপের তীব্র বিরোধিতা করেছে কংগ্রেস। আখলাখের খুনিদের বেকসুর খালাস করার এহেন 'অপচেষ্টা'র তীব্র নিন্দা করে কংগ্রেস নেতা শাহনওয়াজ আলম বলেন, 'এটি একটি বিপজ্জনক প্রবণতা, কারণ সরকার ধর্মীয় বিভেদ সৃষ্টিকারী এবং গণপিটুনিতে জড়িত অভিযুক্তদের

আখলাখ মামলা

বিরুদ্ধে মামলা প্রত্যাহার করতে উদ্যোগী হয়েছে। এই ঘটনাটি কোনও সাধারণ ঘটনা ছিল না। এখানে একটি দক্ষিণপন্থী জনতা এক মুসলিমকে হত্যা করেছিল। এর ফলে যারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে গণপিটুনিতে বিশ্বাসী, সেই প্রান্তিক গোষ্ঠীর একটি ছোট অংশ আরও সাহস পেয়ে যাবে। কিন্তু উত্তরপ্রদেশের মতো রাজ্যে, যেখানে মুখ্যমন্ত্রী নিজেই নিজের বিরুদ্ধে থাকা মামলা প্রত্যাহার করেন, সেখানে এমন পদক্ষেপ প্রত্যাশিতই ছিল। আমরা এই ধরনের কাজের তীব্র নিন্দা জানাই।'

কাপুরদের মামলায় সুপ্রিম অসন্তোষ

নয়াদিল্লি, ১৫ নভেম্বর : প্রয়াত শিল্পপতি সঞ্জয় কাপুরের সম্পত্তি সংক্রান্ত চলমান বিবাদের জেরে তাঁর প্রাক্তন স্ত্রী, অভিনেত্রী করিশ্মা কাপুরের মেয়ে সামাইরা কাপুরের কলেজের ফি বকেয়া থাকার অভিযোগ উঠেছে। সম্প্রতি দিল্লি হাইকোর্টে সামাইরার আইনজীবী দাবি করেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়া সামাইরার দু'মাসের ফি পরিশোধ করা হয়নি।

সামাইরার আইনজীবীর অভিযোগের জবাবে প্রিয়ার আইনজীবী এই দাবিকে 'মিথ্যা ও ভিত্তিহীন' বলে উড়িয়ে দেন। তিনি জানান, প্রিয়া সব খরচ নিয়মিতভাবে মিটিয়েছেন এবং বিষয়টি জনসমক্ষে আনার উদ্দেশ্য শুধু 'মিডিয়ার মনোযোগ আকর্ষণ' করা। উভয়পক্ষের যুক্তি শুনে বিরক্ত বিচারপতি জ্যোতি সিংয়ের মন্তব্য, 'আদালত নাট্যমঞ্চ নয়। শুনানিতে নাটক হোক, চাই না।' বিচারপতি প্রিয়া কাপুরের আইনজীবীকে নির্দেশ দেন যাতে এই ধরনের তুচ্ছ পারিবারিক বিষয় আদালতে বারবার না আসে এবং ব্যক্তিগত স্তরেই এর সমাধান করা হয়। সম্পত্তির মূল মামলার পরবর্তী শুনানি ১৯ নভেম্বর ধার্য করা হয়েছে।

১৬ হাজার ফুটে মনোরেল চালু সেনার

ইটানগর, ১৫ নভেম্বর : নজির গড়ল ভারতীয় সেনা। অরুণাচলপ্রদেশের কামেং হিমালয় অঞ্চলে ১৬ হাজার ফুট উচ্চতায় সম্পূর্ণ দেশীয় পদ্ধতিতে মনোরেল ব্যবস্থা গড়েছে সেনাবাহিনীর গজরাজ কোর। এই রেল পুরোপুরি চালু হয়ে গিয়েছে।

হিমালয়ের দুর্গম অঞ্চলে প্রহরারত সেনাদের খারদাবাড়, গোলাবারুদ, জ্বালানি ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র দ্রুত নিরাপদ ও নিরবচ্ছিন্নভাবে সরবরাহের জন্য মনোরেল ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে। রেললাইনে একবারে ৩০০ কিলোগ্রামের বেশি জিনিসপত্র নিয়ে যাওয়া যাবে। ভয়ংকর ঠান্ডা, বরফ ও অপ্রত্যাশিত আবহাওয়ার কারণে যখন ফরওয়ার্ড পোস্টগুলিতে স্বাভাবিক পরিবহণ ব্যবস্থা কাজ করবে না কিংবা যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে, তখন এই মনোরেল লাইফলাইনের কাজ করবে। দ্রুত আহতদের সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রেও মনোরেলের উপযোগিতা বলার মতো।

তীর্থে গিয়ে নিখোঁজ সরবজিৎ এখন নুর

চণ্ডীগড়, ১৫ নভেম্বর : পাকিস্তানে ফের ধর্মান্তিরণ করা হয়েছে এক ভারতীয় মহিলার। এমন অভিযোগ উঠেছে। তিনি ছিলেন তীর্থযাত্রী।

গুরু নানকের ৫৫৫তম জন্মবর্ষ উপলক্ষ্যে এসজিপিসি-র পাঠানো শিখ তীর্থযাত্রীদের সঙ্গে পাকিস্তানে গিয়েছিলেন পঞ্জাবের কাপুরথালার সরবজিৎ কৌর। তাঁরা ওয়াঘা সীমান্ত পেরিয়ে পাকিস্তানে যান ৪ নভেম্বর। ভারতীয় তীর্থযাত্রীরা ১৩ নভেম্বর দেশে ফিরলেও সরবজিৎ ফেরেননি। তাঁর হদিস না পাওয়ায় ঘটনাটিকে নিখোঁজ হিসেবে ধরা হয়। তবে তার পরে পরেই উর্দুতে প্রকাশিত এক নিকাহনামা থেকে জানা গিয়েছে, ৫২ বছর বয়সি সরবজিৎ ইসলাম ধর্ম নিয়ে এক স্থানীয়কে বিয়ে করেছেন। ধর্মান্তিরণের পর তাঁর নাম হয়েছে নুর। বিবাহ নথিতে লাহোরের কাছে শেখপুরার বাসিন্দা নাসির হুসেনকে তাঁর বিয়ে করার কথা রয়েছে নথিতে।

সরবজিতের ধর্মান্তিরণ, পাকিস্তানিকে বিয়ে করার খবর

জানার সঙ্গে সঙ্গে অভিবাসন দপ্তর পঞ্জাব পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করে। সরকারি সূত্র জানিয়েছে, লাহোরের ভারতীয় দূতাবাস বিষয়টি পাক কর্তৃপক্ষকে জানায়। দুই সন্তানের মা সরবজিৎ ডিভোর্সি। তাঁর প্রাক্তন স্বামী কার্নেল সিং থাকেন ইংল্যান্ডে। প্রায় তিন দশক ধরে ইংল্যান্ডে রয়েছেন কার্নেল। সরবজিৎ কৌরের পাসপোর্ট হয়েছে পঞ্জাবের মুক্তেশ্বর জেলা থেকে। পাক কর্তৃপক্ষের কোনও বক্তব্য জানা যায়নি।

কর্মক্ষেত্র-প্রশাসন বদলে দিচ্ছে এআই

হায়দরাবাদ, ১৫ নভেম্বর : আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা কৃত্রিম মেধা (এআই) কীভাবে কর্মক্ষেত্র, প্রশাসন ও সাধারণ জনজীবনকে নতুন করে ঢেলে সাজাচ্ছে, সেই বিষয়ে আলোচনা করতে সম্প্রতি তেলেঙ্গানায় আয়োজিত হল 'ডিজিটাল সিটিজেন সামিট'।

আলোচনাপর্বে 'এআই' ব্যবহারের গুরুত্ব, প্রয়োজনীয়তা এবং এর সীমাবদ্ধতা নিয়ে নানাবিধ বিষয় উঠে আসে। প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞরা একমত হন যে, এআই এখন কেবল ভবিষ্যতের প্রযুক্তি নয়, এটা বর্তমান জীবনযাত্রার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গও বটে। সরকারি পরিষেবাগুলিকে আরও দ্রুত ও স্বচ্ছ করার ক্ষেত্রে এআই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে, যার

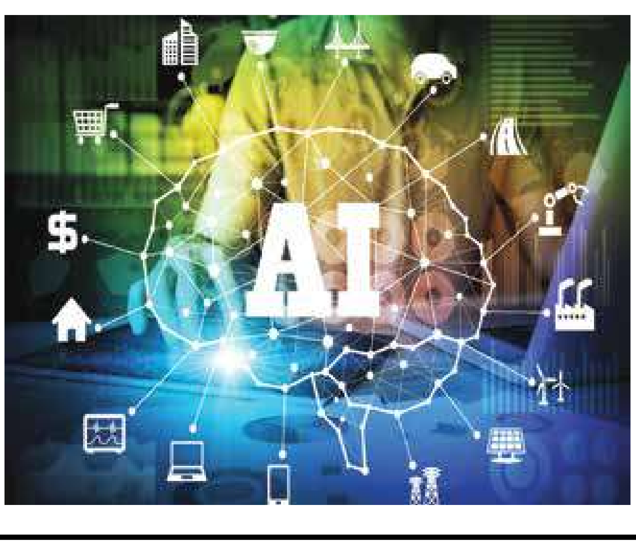

ফলে নাগরিকদের অভিজ্ঞতা আরও উন্নত হচ্ছে।

আয়োজক সংস্থা 'কমনস কালেক্টিভ'-এর তরফে মূল উদ্যোক্তা ডিজিটাল সাংবাদিক রোশনা আরফা আলি বলেন, 'আমাদের মূল লক্ষ্য হল এআই-এর মাধ্যমে সরকারি পরিষেবাগুলিকে অবাধে এবং সকলের জন্য সহজলভ্য করে তোলা, যাতে প্রযুক্তি সমাজের সকলের জন্য সমান সুযোগ তৈরি করতে পারে।' এআই-এর ব্যাপক ব্যবহারের সঙ্গেই ডেটা নিরাপত্তা, কাজের ক্ষেত্র পরিবর্তন এবং প্রযুক্তির অপব্যবহার রোধ করার মতো গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জগুলিও সামনে আসছে। সেই বিষয়ে সাধারণ মানুষকে অবগত করার গুরুত্ব সম্মেলনে তুলে ধরা হয়।

ইতিহাসের পথে... ২০০০ সালে মাত্র সাতদিনের জন্য বিহারের মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন নীতীশ কুমার। তারপর ২০০৫ থেকে প্রায় কুড়ি বছর কুর্সিতে তিনি। আরও পাঁচ বছর চেয়ারে থাকলে দেশ সবথেকে বেশি সময় মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সিতে থাকার রেকর্ড যাবে তাঁর ঝুলিতে।

পবন কুমার চামলিং	নবীন পট্টনায়ক	জ্যোতি বসু	জগং আপং	লাল থানহাওলা	বীরভদ্র সিং	মানিক সরকার	নীতীশ কুমার	এম করুণানিধি	প্রকাশ সিং বাদল
(এসডিএফ) সিকিম	(বিজেডি) ওড়িশা	(সিপিএম) পশ্চিমবঙ্গ	(কংগ্রেস, এসি, ইউডিএফ, বিজেপি) অরুণাচলপ্রদেশ	(কংগ্রেস) মিজোরাম	(কংগ্রেস) হিমাচলপ্রদেশ	(সিপিএম) ত্রিপুরা	(জেডিইউ) বিহার	(ডিএমকে) তামিলনাড়ু	(এসএডি) পঞ্জাব
২৪ বছর	২৪ বছর	২৩ বছর	২২ বছর	২২ বছর	২১ বছর	১৯ বছর	১৯ বছর	১৮ বছর	১৮ বছর
১৬৬ দিন	৯৯ দিন	১৩৮ দিন	২৫০ দিন	৫৯ দিন	১৩ দিন	৩৬৩ দিন	৮৩ দিন	৩৬২ দিন	৩৫০ দিন

জয়ে সন্ধি নীতীশ-চিরাগের

পাটনা, ১৫ নভেম্বর : নিরঙ্কুশ বিজয়ের পর এবার অপেক্ষা নতুন সরকার গঠনের। কে হবেন সেই সরকারের মুখ্যমন্ত্রী, কারা মন্ত্রীসভায় ঠাঁই পাবেন, জল্পনা বাড়ছে। নীতীশ কুমার দশমবারের জন্য বিহারের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেবেন কি, চর্চা তুঙ্গে। আগামী সপ্তাহেই রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করে বিদায়ি সরকারের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে ইস্তফা দিতে পারেন নীতীশ কুমার। নতুন সরকারের শপথের আলোচনা হতে পারে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কর্মসূচির কথা মাথায় রেখে বিহারে নতুন সরকারের শপথের দিন ধার্য হবে। বিদায়ি বিধানসভার মেয়াদ শেষ হচ্ছে ২২ নভেম্বর। তার আগেই নতুন সরকার শপথ নেবে বলে খবর।

শনিবার মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের ১ নম্বর অ্যানে মার্গের বাসভবনে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করেন চিরাগ পাসোয়ান। দুই নেতার এহেন সৌজন্য সাক্ষাত তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ, নীতীশ কুমারের সঙ্গে এলজেপি (রামবিলাস) সুপ্রিমো চিরাগ পাসোয়ানের দ্বৈরথ বরাবরবরই। চিরাগ গতবারের মতো এবারও জেডিইউয়ের ভোট কাটবে - শঙ্কা ছিল খোদ এনডিএ-র অন্দরেই। কিন্তু শুক্রবার এনডিএ যেভাবে ২০০-আসনের গণ্ডি টপকে বিহার বিধানসভায় নিরঙ্কুশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে, তার নেপথ্যে জেডিইউ-এলজেপি (রামবিলাস)-এর সন্ধিকেই কৃতিত্ব দিচ্ছেন পাটনার রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। এদিন এনডিএ-র বিপুল জয়ের জন্য জেডিইউ সুপ্রিমোকে অভিনন্দন জানান চিরাগ।

পরে সাংবাদিক বৈঠকে তিনি বলেন, 'আমি আজ মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেছি। ওঁকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়েছি। নীতীশ কুমারের নেতৃত্বে এনডিএ ঐতিহাসিক বিজয় পেয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী এনডিএ-র জয়ের জন্য প্রতিটি শরিক দলের অবদান মেনে নেওয়ায় আমি খুশি।' চিরাগের কথায়, 'যাঁরা জেডিইউ ও এলজেপি (রামবিলাস)-কে নিয়ে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছিলেন তাঁরা শুধুই মিথ্যাচার করছিলেন। ২০২০ সালে এলজেপি (রামবিলাস)-এর ভরাডুবির জন্য অনেকেই দায়ী ছিলেন। আমি আমার দলের পুনরুত্থানের জন্য এবার লড়াইয়ে নেমেছিলাম। আমি এনডিএ-র পারফরমেন্সে খুশি।'

এবার মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী হিসেবে নীতীশকে তুলে ধরা নিয়েও আপত্তি ছিল চিরাগের। বিহারের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি নিয়েও একাধিকবার সমালোচনা করেছিলেন তিনি। কিন্তু দিনের শেষে এনডিএ ঐক্যবদ্ধ থাকায় ভোট ভাগাভাগি হয়নি। তারই ফলে এনডিএ এবার নিরঙ্কুশ হয়ে সরকার গড়তে চলেছে।

এদিকে এনডিএ-তে যখন ফিল গুড চলছে তখন প্রধান বিরোধী দল আরজেডির তরফে আচমকা দার্শনিক বার্তা শোনা গিয়েছে। শনিবার দলের তরফে সমাজমাধ্যমে পোস্ট করা হয়েছে, 'জনসেবা একটি চলমান প্রক্রিয়া। একটি অন্তহীন যাত্রা। এতে ওঠাপড়া লেগেই থাকে। পরাজয়ের কোনও দুঃখ নেই। জয়েও কোনও অহংকার নেই। রাষ্ট্রীয় জনতা দল গরিবদের দল। গরিবদের মধ্যে থেকে তাঁদের জন্য সরব হওয়া জারি রাখবে।' লালুর দল এবার মাত্র ২৫টি আসন পেয়েছে। যদিও তেজস্বী যাদব দলের ভরাডুবির জন্য রিগিংয়ের তত্ত্ব হাজির করেছেন। তিনি বলেন, 'ক্ষমতা, সিস্টেম, এজেন্সি এবং অর্থবলের সাহায্যে রিগিং করা যেতে পারে।' আরজেডি অবশ্য বিজেপি ও জেডিইউয়ের থেকে ভোটের হারে এগিয়ে রয়েছে। সেদিক থেকে তাদের কোটিপতি দল বলা যেতে পারে। আরজেডি ১.১৫ কোটি ভোট পেয়েছে। শতাংশের হিসেবে ২৩ শতাংশ ভোট। বিজেপি ৮৯টি আসন পেয়ে একক বৃহত্তম দল হয়েছে ঠিকই। কিন্তু তারা ২০.০৮ শতাংশ ভোট পেয়েছে। ১,০০,৮১,১৪৩ জন ভোটার তাদের ভোট দিয়েছে। অপরদিকে জেডিইউকে ভোট দিয়েছে ৯৬,৬৭,১১৮ জন অর্থাৎ ১৯.২৫ শতাংশ ভোট পেয়েছে তারা।

অনেক দিন পর... একসঙ্গে ফ্রেমবন্দি নীতীশ কুমার ও চিরাগ পাসোয়ান।

> ২০২০ সালে এলজেপির ভরাডুবির জন্য অনেকেই দায়ী ছিলেন। আমি আমার দলের পুনরুত্থানের জন্য এবার লড়াইয়ে নেমেছিলাম। আমি এনডিএ-র পারফরমেন্সে খুশি।
>
> **চিরাগ পাসোয়ান**

> জনসেবা চলমান প্রক্রিয়া। ওঠাপড়া লেগেই থাকে। হারে কোনও দুঃখ নেই, জয়েও অহংকার নেই। রাষ্ট্রীয় জনতা দল গরিবদের মধ্যে থেকে তাঁদের জন্য সরব হওয়া জারি রাখবে।
>
> **তেজস্বী যাদব**

গুজরাটেও বিহার চর্চা মোদির

সুরাট, ১৫ নভেম্বর : বিহারে ২০০-পারের উচ্ছ্বাস গুজরাটে দাঁড়িয়েও বুঝিয়ে দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। শনিবার সুরাটে একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন তিনি। সেখানে বিহার ও বিহারিদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলেন মোদি। সুরাটে বসবাসকারী বিহারিদের বিশাল জমায়েতে ভাষণ দিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'বিহারের ট্যালেন্ট সারাদেশে দেখা যায়। বিহারীদের তাই রাজনীতির শিক্ষা দেওয়া উচিত নয়। বিহারীদেরই বরং গোটা বিশ্বকে রাজনীতি শেখানোর ক্ষমতা রয়েছে।'

> বিহারের ট্যালেন্ট সারাদেশে দেখা যায়। বিহারিদের তাই রাজনীতির শিক্ষা দেওয়া উচিত নয়। বিহারিদেরই বরং গোটা বিশ্বকে রাজনীতি শেখানোর ক্ষমতা রয়েছে।
>
> **নরেন্দ্র মোদি**

বিহারের ঐতিহাসিক জয়ের উল্লেখ করে মোদি বলেন, 'বিহার আজ সারাবিশ্বে বিখ্যাত হয়ে গিয়েছে। বিহারের মহিলা ও তরুণ সম্প্রদায় আগামী দশকের রাজনীতির ভিত্তিকে মজবুত করেছে। এনডিএ ও মহাজোটের মধ্যে ১০ শতাংশ ভোটের ফারাক বুঝিয়ে দিয়েছে উন্নয়নকে স্পষ্ট অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। বিহারের মানুষ জাতপাতের রাজনীতি এবং সাম্প্রদায়িকতার বিষকে প্রত্যাখ্যান করে দিয়েছে। তার বদলে উন্নয়নের প্রতি সংকল্পবদ্ধ একটি সরকারকে তারা সমর্থন করেছে। সমাজের সমস্ত বর্গের মানুষ এনডিএ-কে সমর্থন করেছে।' এদিনও কংগ্রেস-আরজেডিকে নিশানা করেন মোদি। নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে ভোট চুরির অভিযোগকে খারিজ করে তিনি বলেন, কেন বিরোধীদের ভরাডুবি হল তার ব্যাখ্যা তারা দিতে পারছে না। তাই ইভিএম, নির্বাচন কমিশন এবং ভোটার তালিকাকে দোষারোপ করছে তারা। সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে গালাগালি দেওয়ার অভ্যাস তৈরি হয়ে গিয়েছে।

বিহারে ঐতিহাসিক জয়ের পর গুজরাটের একটি মন্দিরে পুজো দিচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। শনিবার।

বিপর্যয়ের কারণ হাতড়াচ্ছে কংগ্রেস

নয়াদিল্লি, ১৫ নভেম্বর : বিহারে কংগ্রেস শেষবার সম্মানজনক ফল করেছিল ৩৫ বছর আগে। সেই বার অবিভক্ত বিহারে ৭১টি আসন পেয়েছিল কংগ্রেস। কিন্তু তারপর থেকে লাগাতার মগধভূমে ব্যর্থতা সঙ্গী হয়ে গিয়েছে হাত শিবিরের। আরজেডি-র শরিক দল হিসেবে অতিরিক্ত আসনের দাবিতে মাঝেমধ্যে সুর চড়ালেও শেষমেশ লালুপ্রসাদ যাদবের সামনে মাথানত করেই থাকতে হয়েছে শতাব্দীপ্রাচীন দলকে। কিন্তু এবার ভোট চুরির অভিযোগ এবং ভোটার অধিকার যাত্রাকে সামনে রেখে হাওয়া ঘোরানোর আশায় বুক বেঁধেছিলেন রাহুল গান্ধি। আরজেডির ছত্রছায়া থেকে বেরিয়ে এসে দল যাতে আবার নিজের পায়ে উঠে দাঁড়াতে পারে, সেজন্য পৃথকভাবে আন্দোলনের রাস্তাতেও নেমেছিল কংগ্রেস। আরজেডি-র সঙ্গে সমান্তরালভাবে বিহারের মানুষের জন্য একগুচ্ছ রঙিন প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিল তারা। কিন্তু তারপরও রাজ্যে ৬১টি আসনে লড়ে মাত্র ৬টি আসন ও ৮.৭১ শতাংশ ভোট ঝুলিতে আসায় প্রশ্নের মুখে পড়েছে কংগ্রেস।

বিজেপি তো বটেই, কংগ্রেসের নেতৃত্ব নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে ইন্ডিয়া জোটের অন্দরেও। হাত শিবির অবশ্য সেসব গায়ে মাখতে নারাজ। উলটে তারা পুনরায় এসআইআর এবং ভোট চুরির অভিযোগকে সামনে রেখেই পালটা আক্রমণের পথে হেঁটেছে। বিহারে হারের কারণ খুঁজতে শনিবার কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গের বাসভবনে রুদ্ধদ্বার বৈঠক বসেছিল। সেখানে উপস্থিত ছিলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি, কেসি বেণুগোপাল, বিহারে দলের ইনচার্জ কৃষ্ণ আলাভারু, অজয় মাকেন প্রমুখ। বৈঠকের পর বেণুগোপাল বলেন, 'বিহারে যে ফল হয়েছে, সেটা আমাদের সবার কাছে অবিশ্বাস্য। ৯০ শতাংশ স্ট্রাইক রেট ভারতের ইতিহাসে নজিরবিহীন।' নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করে তাঁর তোপ, 'গোটা ভোটপ্রক্রিয়া নিয়েই প্রশ্ন রয়েছে। নির্বাচন কমিশন পুরোপুরি একপেশে। কোনওরকম স্বচ্ছতা নেই। বিহারের জনতা এবং আমাদের জোট শরিকদের কেউই এই ফল বিশ্বাস করছেন না। আমরা তথ্য সংগ্রহ করছি এবং বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণের পর আগামী ১ থেকে ২ সপ্তাহের মধ্যে অকাট্য প্রমাণ পেশ করব।'

এসআইআর ও ভোট চুরিকে দোষ

রাহুল গান্ধি অবশ্য এদিন সাংবাদিকের প্রশ্নের কোনও উত্তর দিতে চাননি। তবে শুক্রবার ফল প্রকাশের পর রাতে সমাজমাধ্যমে পুনরায় ভোট চুরির অভিযোগে শান দিয়েছিলেন। তাঁর বক্তব্য, 'বিহারের ফলাফল সত্যিই বিস্ময়কর। যে নির্বাচন শুরু থেকেই পক্ষপাতদুষ্ট ছিল, তাতে আমরা জিততে পারিনি।' অপরদিকে খাড়গে বলেন, 'আমরা জনাদেশকে সম্মান করি। কিন্তু সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলির অপব্যবহার করে যে সমস্ত শক্তি গণতন্ত্রকে দুর্বল করছে, আমাদের তাদের বিরুদ্ধে লড়াই জারি রাখতে হবে।' কিন্তু কংগ্রেস শীর্ষ নেতৃত্ব যতই সাফাই দিন, কিছু তথ্য হাতশিবিরকে অস্বস্তিতেই রেখেছে। কেরল প্রদেশ কংগ্রেস শনিবার অভিযোগ করেছে, যে ২০২টি আসনে এনডিএ জিতেছে তার মধ্যে অন্তত ১২৮টি আসনে এসআইআরের পর বিপুল সংখ্যক ভোটারের নাম তালিকা থেকে বাদ পড়েছে।

যদিও অপর একটি পরিসংখ্যান অনুযায়ী, রাহুল গান্ধির নেতত্বে ১৩০০ কিলোমিটার পথ জুড়ে যে ভোটার অধিকার যাত্রা বেরিয়েছিল, তা মোট ৩১টি বিধানসভা আসনের মধ্যে দিয়ে গিয়েছিল। ওই ৩১টি আসনের মধ্যে মাত্র ১টি আসনে জয়ী হয়েছে কংগ্রেস। বাকি ১৮টিতে জয়ী হয়েছে বিজেপি। ৭টিতে জেডিইউ, হাম (এস) ও আরএলএম ২টি করে এবং এলজেপি (রামবিলাস) একটি আসনে জয়ী হয়েছে। আরজেডি, বামেরা একটিও আসন পায়নি। এই পরিস্থিতিতে শুধুই ভোট চুরি বা এসআইআর ইস্যুতে শান দিয়ে কতটা লাভ হবে তা নিয়ে সংশয়ে রয়েছেন কংগ্রেসের নীচুতলার কর্মীরা।

সংখ্যালঘু ভোট ভাগের 'ফসল' এনডিএ'র ঘরে

পাটনা, ১৫ নভেম্বর : ঠিক যেন ৫ বছর আগের পুনরাবৃত্তি। সেইবারও পশ্চিমবঙ্গে ঘেঁষা বিহারের সীমাঞ্চলে কংগ্রেসের সংখ্যালঘু ভোটে থাবা বসিয়ে ছিল আসাদউদ্দিন ওয়াইসির এআইমিম। এবারও তার ব্যতিক্রম ঘটল না। শুক্রবারের ভোটের ফল বলছে, এবার মিম এই এলাকার ২৪টি আসনের মধ্যে ৫টি দখল করেছে। যা গতবারের সমান। বিপরীতে মাত্র ৪টি আসনে জয়ী হয়েছেন কংগ্রেস প্রার্থীরা। তবে মর্যাদার লড়াই রাহুল গান্ধির দল কিশনগঞ্জ আসনটি ধরে রেখেছে। মাত্র একটিতে জয় পেয়েছে আরজেডি। কংগ্রেস-আরজেডি জোট ও মিমের মধ্যে ভোট কাটাকাটির সুযোগে ১৪টি আসনে জিতেছেন এনডিএ প্রার্থীরা। সবচেয়ে লাভবান নীতীশ কুমারের জেডিইউ। ২টি আসনে খুব কম ব্যবধানে নীতীশ কুমারের প্রার্থীরা জয় পেয়েছেন। জোকিহাট, বাহাদুরগঞ্জ, ঠাকুরগঞ্জ, কোচাধামান ও আমৌরে জয়ী হয়েছে ওয়াইসির দল।

সীমাঞ্চল

২০২০-র বিধানসভা ভোটে সীমাঞ্চলে ১২টি আসন দখল করেছিল এনডিএ। মহাগঠবন্ধন ৭টি আসনে জিতেছিল। অপ্রত্যাশিতভাবে মিম জেতে ৫টিতে। পরে অবশ্য মিমের ৪ বিধায়ক দল ছেড়ে আরজেডিতে শামিল হন। কিন্তু তাতে যে তৃণমূলস্তরে ওয়াইসির ভোটব্যাংকে ফাটল ধরেনি, তা সদ্য সমাপ্ত ভোটে বোঝা গিয়েছে। কিশনগঞ্জ অঞ্চলে মুসলিম জনসংখ্যা সবচেয়ে বেশি, ৬৭.৮ শতাংশ। কাটিহারে তা ৪৪.৪ শতাংশ। আরারিয়া ও পূর্ণিয়ায় যথাক্রমে ৪২.৯ শতাংশ এবং ৩৮.৪৬ শতাংশ। এমন একটি এলাকায় প্রধান বিরোধী জোটের খারাপ ফলের জন্য সংখ্যালঘু ভোট ভাগই যে দায়ী, তা মেনে নিয়েছেন কংগ্রেস ও আরজেডি নেতারা। বিহারে নজিরবিহীন খারাপ ফল সত্ত্বেও কংগ্রেস অবশ্য সীমাঞ্চলে তুলনায় ভালো অবস্থায় রয়েছে। রাজ্যে দলের ৬ বিধায়কের দুই-তৃতীয়াংশই এখান থেকে জয়ী হয়েছেন।

একঝাঁক ইচ্ছেডানা... জব্বলপুরের নর্মদা নদীতে পরিযায়ী পাখির দল। শনিবার।

তিন যাত্রীকে পিষল বাস

স্টকহোম, ১৫ নভেম্বর : সুইডেনের রাজধানী স্টকহোমে একটি ডবল ডেকার বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাসস্টপে ঢুকে পিষে দিল তিন ব্যক্তিকে। আহত হয়েছেন আরও তিনজন। ঘটনাটি ঘটেছে ভালহাল্লাভেগেনে। ওই সময় সেখানে অপেক্ষা করছিলেন কয়েকজন যাত্রী। পথচারীরাও ছিলেন। বাসটিতে কোনও যাত্রী ছিলেন না। প্রধানমন্ত্রী উলফ ক্রিস্টারসন ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন।

রাজনীতি ছাড়লেন লালু-কন্যা

পাটনা, ১৫ নভেম্বর : ভোটে ভরাডুবির ধাক্কায় ঘর ভাঙল আরজেডি সুপ্রিমো লালুপ্রসাদ যাদবের। শনিবার লালু-কন্যা রোহিনী আচার্য রাজনীতি ছাড়ার কথা ঘোষণা করেন। একইসঙ্গে পরিবারের সঙ্গেও যাবতীয় সম্পর্ক ছিন্ন করার বার্তা দিয়েছেন তিনি। এক্সে একটি পোস্টে তিনি লিখেছেন, 'আমি রাজনীতি ছাড়ছি এবং আমার পরিবারের সঙ্গেও সম্পর্ক ছিন্ন করছি। এটাই সঞ্জয় যাদব ও আমার স্বামী রামিজ আলম আমাকে করতে বলেছিলেন আর আমি সমস্ত দোষ নিজের ঘাড়ে নিচ্ছি।' আরজেডির সঙ্গে রোহিনীর সম্পর্কে টানাপোড়েন চলছিল ভোটের আগে থেকেই। বেশ কয়েক মাস আগে থেকেই আরজেডি, লালু এবং তেজস্বী যাদবের এক্স হ্যান্ডেল আনফলো করেছিলেন তিনি।

যদুবংশে ভাঙন

দলের বিরুদ্ধে প্রায়ই ক্ষোভ প্রকাশ করতে দেখা গিয়েছিল পেশায় চিকিৎসক রোহিনীকে। এর আগে লালুপ্রসাদ যাদব যখন তাঁর বড়োছেলে তেজপ্রতাপকে ত্যাজ্যপুত্র করেছিলেন তখনও সুর চড়াতে শোনা গিয়েছিল রোহিনীকে। আরজেডির প্রচারের বাসে তেজস্বীর নির্ধারিত আসনে তাঁর পরামর্শদাতা সঞ্জয় যাদবের বসা নিয়েও ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন রোহিনী। অথচ ২০২২ সালে রোহিনী তাঁর একটি কিডনি নিজের বাবা লালুপ্রসাদ যাদবকে দান করেছিলেন। তা নিয়েও যথেষ্ট বিতর্ক হয়েছিল সেই সময়।

ফল বেরোতেই শাস্তি বিজেপি নেতাদের

নয়াদিল্লি ও পাটনা, ১৫ নভেম্বর : মগধভূম জয়ের ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই দলের বেসুরো নেতানেত্রীদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ করল বিজেপি। শনিবার প্রাক্তন কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎমন্ত্রী তথা আরার প্রাক্তন সাংসদ আরকে সিংকে সাসপেন্ড করেছে বিজেপি। যদিও তাঁর বিরুদ্ধে দলবিরোধী কার্যকলাপের অভিযোগ তুলেছে গেরুয়া শিবির। বিহার বিধান পরিষদের সদস্য অশোককুমার আগরওয়াল এবং কাটিহারের মেয়র ঊষা আগরওয়ালকে দলবিরোধী কার্যকলাপের অভিযোগে সাসপেন্ড করেছে বিজেপি। তিনজনের বিরুদ্ধেই বারবার দলের শৃঙ্খলা ভাঙার অভিযোগ উঠেছিল।

আরকে সিংকে সাসপেন্ড করার ঘটনার নেপথ্যে অবশ্য আদানি গোষ্ঠীর দুর্নীতির অভিযোগ কাজ করেছে বলে মনে করা হচ্ছে। এদিন আরকে সিংকে একটি শোকজ নোটিশও পাঠিয়েছে বিজেপি। ২০১৭ থেকে ২০২৪ পর্যন্ত কেন্দ্রে বিদ্যুৎমন্ত্রী ছিলেন আরকে সিং। তখন ভাগলপুরে একটি ২৪০০ মেগাওয়াটের বিদ্যুৎপ্রকল্প আদানি পাওয়ার লিমিটেডের হাতে তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল বিহারের এনডিএ সরকার। আরকে সিং অভিযোগ করেছিলেন, এর নেপথ্যে ৬০-৬২ হাজার কোটি টাকার দুর্নীতি হয়েছে। সরকার প্রতি ইউনিট পিছু ৬ টাকা দরে বিদ্যুৎ কিনতে বাধ্য হয়েছে বলেও অভিযোগ করেছিলেন তিনি। এবার ভোটের সময়ও আরকে সিং লাগাতার এনডিএ-র তরফে অপরাধের সঙ্গে যুক্ত প্রার্থীদের ভোট না দেওয়ার আর্জি জানিয়েছিলেন। বিহারে আদর্শআচরণ বিধি ঠিকমতো কার্যকর না করার জন্যও নির্বাচন কমিশনকে আক্রমণ করেছিলেন তিনি।

সব দলে কোটিপতির ছড়াছড়ি

পাটনা, ১৫ নভেম্বর : বিহারের সদ্য নির্বাচিত বিধানসভার অধিকাংশ সদস্যই কোটিপতি। অ্যাসোসিয়েশন ফর ডেমোক্রেটিক রিফর্মস (এডিআর) এবং ইলেকশন ওয়াচ-এর একটি সাম্প্রতিক বিশ্লেষণমূলক প্রতিবেদনে এই চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে এসেছে। রিপোর্ট অনুযায়ী, বিহারের নতুন বিধায়কদের প্রায় ৯০ শতাংশই কোটি টাকার বেশি সম্পত্তির মালিক।

এডিআর এবং ইডব্লিউ-এর যৌথ বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে, মোট ২৪৩ জন বিধায়কের মধ্যে ২১৮ জন (৯০ শতাংশ) তাঁদের নির্বাচনি হলফনামায় এক কোটি টাকার বেশি সম্পত্তির কথা ঘোষণা করেছেন। এটি গত বিধানসভার বিধায়কদের তুলনায় ৯ শতাংশ বেশি। ২০২০ সালে এই সংখ্যাটি ছিল ১৯৪ জন (৮১ শতাংশ)।

সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, বিধায়কদের গড় সম্পত্তির পরিমাণ প্রায় দ্বিগুণ হয়ে গিয়েছে। পাঁচ বছর আগে এই গড় সম্পত্তির পরিমাণ ছিল ৪.৩২ কোটি টাকা, যা বর্তমানে প্রায় ৯.২ কোটি টাকায় পৌঁছেছে। এই পরিসংখ্যান রাজ্যের জনপ্রতিনিধিদের আর্থিক প্রোফাইলে এক বিশাল উল্লম্ফনকে তুলে ধরছে।

রিপোর্ট অনুযায়ী, জনতা দল ইউনাইটেড (জেডিইউ)-এর বিধায়কদের গড় সম্পত্তির পরিমাণ সর্বোচ্চ—৯.৫৩ কোটি টাকা। এর ঠিক পরেই রয়েছে ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি), যাদের বিধায়কদের গড় সম্পত্তি ৮.৬৮ কোটি টাকা। অন্যান্য প্রধান দলগুলির মধ্যে রাষ্ট্রীয় জনতা দল (আরজেডি)-র বিধায়কদের গড় সম্পত্তি ৫.৮০ কোটি এবং কংগ্রেসের গড় সম্পত্তি ৪.৮২ কোটি টাকা।

এই রিপোর্টটি বিহারের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের ক্রমবর্ধমান আর্থিক সক্ষমতার দিকে আলোকপাত করেছে। যাতে সাধারণ মানুষের সঙ্গে বিধায়কদের মধ্যে তৈরি হওয়া আর্থিক বৈষম্যের চিত্রটি বেআব্রু হয়ে গিয়েছে।

নিফটি বিজ
আকর্ষণীয় রিটার্ন দিতে পারে

কৌশিক রায়
(বিশিষ্ট ফিন্যান্সিয়াল অ্যাডভাইজার)

এই মুহূর্তে দেশে যতগুলি লগ্নির বিকল্প রয়েছে তার মধ্যে সব থেকে বেশি রিটার্নের সুযোগ রয়েছে শেয়ার বাজারে। এখানে ঝুঁকি যেমন বেশি, তেমনই রিটার্নও অন্যান্য বিকল্পের তুলনায় বহুগুণ হতে পারে। তবুও ঝুঁকির কারণে অনেকেই এড়িয়ে চলেন শেয়ার বাজারকে। আর এক আকর্ষণীয় বিকল্প মিউচুয়াল ফান্ডও ঝুঁকিপূর্ণ। তবে মিউচুয়াল ফান্ডে রিটার্ন বেশি পাওয়া যায়। মিউচুয়াল ফান্ডে এসআইপি করলে ঝুঁকি অনেকটাই কমে। এই দুইয়ের আদর্শ বিকল্প হতে পারে নিফটি বিজ। এটি এক ধরনের এক্সচেঞ্জ ট্রেডেড ফান্ড (ইটিএফ)।

নিফটি ৫০ সূচকের অন্তর্গত ৫০টি শেয়ারের ওঠানামার ওপর ভিত্তি করে ওঠানামা করে নিফটি বিজ। প্রত্যক্ষভাবে শেয়ার বাজারের কোনও স্টকে বিনিয়োগ না করেও নিফটি বিজের মাধ্যমে শেয়ার বাজারের মতো মুনাফা করা যায়।

নিফটি বিজ কী?

নিফটি বিজ হল একটি এক্সচেঞ্জ ট্রেডেড ফান্ড (ইটিএফ)। ২০০১-এ বেঞ্চমার্ক অ্যাসেট ম্যানেজমেন্টের মাধ্যমে প্রথম এই ইটিএফ ভারতে চালু করা হয়। এখন এটি নিপ্পন ইন্ডিয়া মিউচুয়াল ফান্ডের অন্তর্গত।

ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জে (এনএসই) এবং বিএসই-তে নিফটি বিজ কেনাবেচা করা যায়। শেয়ার এবং মিউচুয়াল ফান্ডের নির্দিষ্ট কিছু বৈশিষ্ট্যের সংমিশ্রণে কাজ করে নিফটি বিজ।

কীভাবে কাজ করে নিফটি বিজ?

ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জের মূল সূচক হল নিফটি। ৫০টি শেয়ার নিয়ে নিফটি তৈরি করা হয়েছে। পরোক্ষভাবে এই শেয়ারে বিনিয়োগ করে নিফটি বিজ। এটি নিফটির গঠন অনুযায়ী তৈরি করা হয়েছে এবং নিফটির অন্তর্গত প্রতিটি স্টকের জন্য একই অনুপাত বজায় রাখে। লিকুইডিটির উদ্দেশ্যে অবশ্য তহবিলের সামান্য অংশে এই অনুপাত নাও মানা হতে পারে।

কীভাবে বিনিয়োগ করবেন?

শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ করতে হলে যা প্রয়োজন, নিফটি বিজের ক্ষেত্রেও তাই। প্রথমেই আপনাকে ডিম্যাট অ্যাকাউন্ট এবং কোনও স্টক ব্রোকারের কাছে ট্রেডিং অ্যাকাউন্ট করতে হবে। এই দুই অ্যাকাউন্ট থাকলে যে কোনও স্টকের মতো নিফটি বিজ কেনাবেচা করা যায়। এনএসই এবং বিএসই—দুই স্টক এক্সচেঞ্জেই নিফটি বিজ ট্রেড করা যায়।

নিফটি বিজ-এর সুবিধা

নিফটি বিজে বিনিয়োগের একাধিক সুবিধা রয়েছে

- নিফটি বিজে লগ্নি শেয়ার বাজারের তুলনায় কুম ঝুঁকিপূর্ণ।
- সহজেই স্টক এক্সচেঞ্জে কেনাবেচা করা যায়।
- দৈনন্দিন কেনাবেচা করারও সুবিধা পাওয়া যায়।
- নিফটি বিজে লগ্নিতে খরচ কম হয়।
- নিফটি বিজে লিকুইডিটি বেশি। তাই বিক্রি করতে কোনও অসুবিধা হয় না।
- নিফটি বিজে লগ্নি স্বচ্ছ। প্রতিটি স্টকে তহবিলের হোল্ডিং সহজেই জানা যায়।

নিফটি বিজ-এর অসুবিধা

নিফটি বিজে বিনিয়োগের আগে এর সম্ভাব্য অসুবিধা বিবেচনা করাও গুরুত্বপূর্ণ। এই লগ্নিতে মূল অসুবিধা হল মিউচুয়াল ফান্ডের তুলনায় কম রিটার্ন। বিগত পাঁচ বছরে গড়ে বার্ষিক ১২-২০ শতাংশ রিটার্ন দিয়েছে নিফটি বিজ। আপনার আর্থিক লক্ষ্য বিবেচনা করে তবেই লগ্নির সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

নিফটি বিজ-এর অন্যান্য বৈশিষ্ট্য

- এটি দেশের প্রথম ইটিএফ। ২০০১-এর ২৮ ডিসেম্বর চালু হয়েছিল নিফটি বিজ।
- নিপ্পন ইন্ডিয়া মিউচুয়াল ফান্ড নিফটি বিজ পরিচালনা করে।
- নিফটি বিজের জন্য এনএসই-র ব্যবসার ওপর ভিত্তি করে রিয়েল টাইম ন্যাভ গণনা করা হয়।
- অন্যান্য ইটিএফের তুলনায় নিফটি বিজ কেনাবেচায় খরচ অনেকটাই কম।

নিফটি বিজ এবং আয়কর

নিফটি বিজ থেকে প্রাপ্ত লভ্যাংশ করযোগ্য। এক বছরের কম সময়ের বিনিয়োগে ১৫ শতাংশ স্বল্পমেয়াদি মূলধন লাভ কর দিতে হয়। বিনিয়োগ এক বছরের বেশি হলে ১০ শতাংশ কর ধার্য করা হয়।

সব আশঙ্কা উড়িয়ে দিয়ে নিফটি সর্বকালীন উচ্চতার (২৬,২৬৬) কাছে পৌঁছে গিয়েছে। সামনে অনেক বাধা থাকলেও আগামী এক বছরে নিফটি ১০-২০ শতাংশ রিটার্ন দিতে পারে। আগামী ৫-৭ বছরে নিফটি ৫০ হাজারে পৌঁছে যেতে পারে বলে পূর্বাভাস দিয়েছেন অনেক বিশেষজ্ঞই। এই বিষয়টি মাথায় রেখে আজ থেকেই লগ্নি শুরু করা যেতে পারে। এককালীন লগ্নি না করে এসআইপি করলে ঝুঁকি কমার পাশাপাশি রিটার্নের অঙ্কও আরও বেশি হতে পারে। তবে যে কোনও বিনিয়োগের আগে আপনার ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা, বিনিয়োগের মেয়াদ, আর্থিক লক্ষ্য পর্যালোচনা করতে হবে। প্রয়োজনে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়াও জরুরি।

সতর্কীকরণ : লগ্নি করার আগে বিশেষজ্ঞের মতামত নিতে পারেন। বিনিয়োগ সংক্রান্ত লাভ-ক্ষতিতে প্রকাশকের কোনও দায়ভার নেই।

বিশ্বজুড়ে শেয়ার বাজারগুলিতে পতন
এআই বুদবুদ কতটা ক্ষতি করবে?

বোধিসত্ত্ব খান

মোটামুটি যে কারণগুলি থাকলে একটি শেয়ার বাজারে উত্থান আসা উচিত, ভারতীয় শেয়ার বাজারের ক্ষেত্রে সেইসব কারণই উপস্থিত। অথচ সর্বকালীন উচ্চতার খুব কাছ থেকে বার বার আশাহত হয়ে ফিরে যেতে হচ্ছে বাজারকে। আন্তর্জাতিক বাজারে সস্তা জ্বালানি তেল (প্রতি ব্যারেল ৫৩৪৪ টাকা), দারুণ কম কনজিউমার প্রাইস ইন্ডেক্স ইনফ্লেশন (অক্টোবরে ০.২৫ শতাংশ), জিডিপি বৃদ্ধি (৬.৫ শতাংশের কাছে), আমেরিকার সঙ্গে সম্ভাব্য বাণিজ্যিক চুক্তি সম্পাদনা (এই বছরের মধ্যে), এইচ১বি ভিসা নিয়ে আমেরিকার নরম সুর—এইসব কিছুই ভারতের পক্ষে। কিন্তু আমেরিকার শেয়ার বাজারে যে নিরন্তর পতন চলছে তার সরাসরি প্রভাব পড়ছে বিশ্বের বিভিন্ন শেয়ার বাজারে। এশিয়ার বিভিন্ন বাজার যেমন, নিক্কেই ২২৫, কসপি, হ্যাংসেং সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আমেরিকার যে কোম্পানিগুলি আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স নিয়ে কাজ করে চলেছে তাতে বিনিয়োগকারীরা বিগত কয়েক বছরে পাগলের মতো বিনিয়োগ করেছেন।

এর ফলে এই আইটি কোম্পানিগুলির বাজারদর তার প্রকৃত মূল্যের তুলনায় অতিরিক্ত হয়ে গিয়েছে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন। কেউ কেউ আবার ২০০০ সালের ডট কম বাবলের সঙ্গে তুলনা করছেন। এখন আমেরিকাতে ন্যাসড্যাকে দারুণ পতন হওয়ার ফলে ভারতের আইটি কোম্পানিগুলিও আতঙ্কে রয়েছে। কারণ এদের কয়েক শো বিলিয়ন ডলারের ব্যবসা রয়েছে আমেরিকাতে। সুতরাং আমেরিকার অর্থনীতি মন্দায় চলে গেলে বা সেখানকার আইটি সেক্টর চাপে থাকলে আমাদের আইটি কোম্পানিগুলিও চাপে থাকবে। ডোনাল্ড ট্রাম্প মাঝেমধ্যে বলছেন যে, ভারতের সঙ্গে বাণিজ্যিক চুক্তি শেষ পর্যায়ের আলোচনায়। তার ফলে যে সেক্টরগুলি আমেরিকাতে রপ্তানি করে থাকে যেমন, সামুদ্রিক খাদ্য, টেক্স টাইলস, ইলেক্ট্রিক্যাল এবং ইলেক্ট্রনিক্স গুডস প্রভৃতি ভালো উত্থান দেখে। তবে কিছু কিছু ভূরাজনৈতিক ঘটনাও পরোক্ষে ভারতীয় বাজারের ওপর চাপ ফেলেছে। এর মধ্যে

রয়েছে আমেরিকার অবস্থান তাইওয়ান এবং ভেনেজুয়েলাকে নিয়ে। আমেরিকা তাদের সবচেয়ে আধুনিক যুদ্ধজাহাজ পাঠিয়ে দিয়েছে ভেনেজুয়েলার নিকটবর্তী সমুদ্রে। আবার একটি নতুন যুদ্ধের সম্ভাবনা চিন্তিত করছে বিশ্ববাসীকে। অন্যদিকে তাইওয়ানকে অস্ত্র বিক্রি করতে পারে আমেরিকা। এই খবরে খেপে গিয়েছে চিন। ফলে নতুন করে ভূরাজনৈতিক গণ্ডগোল হলে তার প্রভাব পড়তে পারে বিভিন্ন শেয়ার বাজারে। অন্যান্য অ্যাসেটের মধ্যে নিরন্তর পতন চলছে ক্রিপ্টোকারেন্সি বাজারেও। বিগত ৬ মাসের মধ্যে প্রথমবার ৯৫ হাজার ডলারের নীচে চলে গিয়েছিল বিট কয়েন। অক্টোবরের ১০ তারিখে ক্রিপ্টো মার্কেটে মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ১৯ বিলিয়ন ডলার উবে যায়, যা প্রায় ১ লক্ষ ৬৮ হাজার কোটি টাকা। তারপর থেকে বিনিয়োগকারীরা নিয়মিত পতন দেখে চলেছেন এই বাজারে।

তবে ভারতীয় শেয়ার বাজারে একটি আশার কথা হল, বিভিন্ন কোম্পানি যে ত্রৈমাসিক ফলাফল প্রকাশ করছে তা বেশ সন্তোষজনক। বিগত সপ্তাহে প্রকাশিত হওয়া ফলাফলগুলির মধ্যে রয়েছে ম্যাক্স হেলথকেয়ার, এমআরএফ, গ্লেনমার্ক, এক্সাইড, আইনক্স উইন্ড প্রভৃতি কোম্পানি। ম্যাক্স হেলথকেয়ার তাদের লাভ বৃদ্ধি করেছে ৭৪ শতাংশ এবং বিগত বছরের সেপ্টেম্বর কোয়ার্টারের ২৮২ কোটি টাকার তুলনায় লাভ দাঁড়িয়েছে ৪৯১ কোটি টাকা। গ্লেনমার্ক সেপ্টেম্বর ২০২৪-এর ৩৫৪ কোটি টাকা লাভের তুলনায় ৭২ শতাংশ লাভ বৃদ্ধি করে দাঁড়িয়েছে ৬১০ কোটি টাকায়। এক্সাইড ইন্ডাস্ট্রিজ সেপ্টেম্বর ২০২৪-এর ২৩৪ কোটির তুলনায় এই বছর লাভ কমে দাঁড়িয়েছে ১৭৪ কোটি টাকা। আইনক্স উইন্ড ৯০ কোটি টাকার থেকে লাভ বাড়িয়ে করেছে ১২১ কোটি টাকা। শুক্রবার ২৪ ক্যারেটের প্রতি দশ গ্রাম সোনার দাম কমেছে ৩৩০০ টাকার কাছে। এবং কলকাতায় স্পট প্রাইস ছিল ১,৩০,৫৫৩.৩০ টাকা।

বিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ : লেখাটি লেখকের নিজস্ব। পাঠক তা মানতে বাধ্য নন। শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ ঝুঁকিসাপেক্ষ। বিশেষজ্ঞের পরামর্শ মেনে কাজ করুন। লেখকের সঙ্গে যোগাযোগের ঠিকানা : bodhi.khan@gmail.com

শেয়ার সাজেশান

কিশলয় মণ্ডল

ফের স্বমহিমায় ফিরল ভারতীয় শেয়ার বাজার। সপ্তাহ শেষে সেনসেক্স ও নিফটি থিতু হয়েছে যথাক্রমে ৮৪৫৬২.৭৮ এবং ২৫৯১০.০৫ পয়েন্টে। পাঁচদিনের লেনদেন শেষে দুই সূচকের উত্থান হয়েছে যথাক্রমে ১৩৪৬.৫ এবং ৪১৭.৭৫ পয়েন্ট। নয়া বুল রানের জমি তৈরির কাজ প্রায় সম্পূর্ণ হওয়ার পথে। এবার লক্ষ্য সর্বকালীন উচ্চতার নয়া নজির। আগামী কয়েক সপ্তাহে সেই নজির তৈরি হতে পারে। নগ্নিকারীদের তার জন্য প্রস্তুত হতে হবে। সেই মোতাবেক পরিকল্পনাও করতে হবে। যে কোনও পতনকে লগ্নির সুযোগ হিসেবে দেখতে হবে। দীর্ঘমেয়াদে গুণগত মানে ভালো শেয়ারে লগ্নি করলে এই শেয়ার বাজার থেকে বড় মুনাফা করা যাবে এখনও।

সূচকের উত্থানে বড় ভূমিকা নিয়েছে বিহার বিধানসভা নির্বাচন। এগজিট পোলে পূর্বাভাস মিলতেই সূচকের উত্থান শুরু হয়। সেই পূর্বাভাস ছাপিয়ে বিপুল ব্যবধানে ক্ষমতায় ফিরেছে এনডিএ জোট। সপ্তাহের শেষলগ্নে অবশ্য সেই উত্থানের ধারা ব্যাহত হয়েছে। তার নেপথ্যেও রয়েছে একাধিক কারণ। বিশেষত আমেরিকায় আগামী দিনে সুদের হার আপাতত না কমার সম্ভাবনায় সারা বিশ্বের শেয়ার বাজার নিম্নমুখী ছিল। সেই প্রভাব পড়েছে এদেশের শেয়ার বাজারে। এর পাশাপাশি, বিদেশি আর্থিক সংস্থাগুলির টানা শেয়ার বিক্রিও শেয়ার বাজারকে ধাক্কা দিয়েছে।

টেকনিক্যালি, নিফটির সামনে এখন রেজিস্ট্যান্স হল ২৬০০০, ২৬১৩০ লেভেল। এই লেভেল অতিক্রম করলে নিফটি পৌঁছে যেতে পারে ২৬৫৫০-এ। অন্যদিকে নিফটির সাপোর্ট লেভেল হল ২৫৭০০-২৫৭৫০ লেভেল। এই লেভেল ধরে রাখতে পারলে নিফটির উত্থানের ধারা অব্যাহত থাকবে। না হলে ফের অস্থিরতা ফিরবে ভারতীয় শেয়ার বাজারে।

এই সন্ধিক্ষণে লগ্নিকারীদের লগ্নির প্রাথমিক বিষয়গুলিতে বাড়তি নজর দিতে হবে। শেয়ার বাছাইতে যত্নবান হতে হবে। শেয়ার বাছাইয়ের পর শেয়ার কেনার সঠিক সময় নির্ধারণ করাও জরুরি। এককালীন লগ্নি না করে ধাপে ধাপে লগ্নি করতে হবে। কোনও একটি শেয়ার লগ্নি না করে লগ্নি ছড়িয়ে দিতে হবে বিভিন্ন ক্ষেত্রের শেয়ারে। পোর্টফোলিওতে বৈচিত্র্য থাকলে ঝুঁকি কমার পাশাপাশি মুনাফারও নিশ্চয়তা বাড়বে।

অন্যদিকে স্বপ্নের দৌড় শেষে কিছুটা ঝিমিয়ে রয়েছে সোনা-রুপোর বাজার। আগামী দিনে সোনা রুপোর দামে সংশোধনের সম্ভাবনা প্রবল।

সতর্কীকরণ : উল্লিখিত শেয়ারগুলিতে লেখকের লগ্নি থাকতে পারে। লগ্নি করার আগে বিশেষজ্ঞের মতামত নিতে পারেন। বিনিয়োগ সংক্রান্ত লাভ-ক্ষতিতে প্রকাশকের কোনও দায়ভার নেই।

এ সপ্তাহের শেয়ার

- **আইসিআইসিআই ব্যাংক :** বর্তমান মূল্য-১৩৭৩.০০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১৫০০/১১৮৬, ফেস ভ্যালু-২, কেনা যেতে পারে-১৩০০-১৩৫০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৯৮১১৬০, টার্গেট-১৫৫০।
- **মাদারসন সুমি ওয়্যারিং :** বর্তমান মূল্য-৪৭.৯৬, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৫১/৩১, ফেস ভ্যালু-১, কেনা যেতে পারে-৪০-৪৫, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৩১৮০৫, টার্গেট-৬৭।
- **টাটা স্টিল :** বর্তমান মূল্য-১৭৪.২৬, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১৮৭/১২৩, ফেস ভ্যালু-১, কেনা যেতে পারে-১৬৫-১৭০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-২১৭৫৩৮, টার্গেট-২০০।
- **এলআইসি :** বর্তমান মূল্য-৯০৯.৪৫, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১০০৮/৭১৫, ফেস ভ্যালু-১০, কেনা যেতে পারে-৮৬০-৯০০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৫৭৫২২৬, টার্গেট-১০৮০।
- **ডি মার্ট :** বর্তমান মূল্য- ৪০৫৩.৭০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৪৯৪৯/৩৩৪০, ফেস ভ্যালু-১০, কেনা যেতে পারে-৩৯০০-৪০০০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-২৬৩৭৮৮, টার্গেট-৪৫০০।
- **হিরো মোটো :** বর্তমান মূল্য-৫৫৩৮.৫০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৫৭১৭/৩৩৪৪, ফেস ভ্যালু-২, কেনা যেতে পারে-৫৪০০-৫৫০০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১১০৮০৮, টার্গেট-৫৭৮০।
- **আইনক্স উইন্ড :** বর্তমান মূল্য-১৪৮.৬৯, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১৩০/২১৪, ফেস ভ্যালু-১০, কেনা যেতে পারে-১৩০-১৪২, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-২৫৬৯৭, টার্গেট-১৯৫।

কী কিনবেন বেচবেন

সংস্থা : এনবিসিসি

● **সেক্টর** : আবাসন নির্মাণ ● **বর্তমান মূল্য** : ১১৪ ● **১ বছরের সর্বনিম্ন/সর্বোচ্চ** : ৭০/১৩০ ● **মার্কেট ক্যাপ** : ৩০৮১৭ কোটি ● **ফেস ভ্যালু** : ১ ● **বুক ভ্যালু** : ৮.২৪ ● **ডিভিডেন্ড ইল্ড** : ০.৫৯ ● **ইপিএস** : ২.১১ ● **পিই** : ৫৪.০৯ ● **পিবি** : ১৩.৮৬ ● **আরওসিই** : ৩৩.২ শতাংশ ● **আরওই** : ২৫.৫ শতাংশ ● **সুপারিশ** : কেনা যেতে পারে ● **টার্গেট** : ১৪৫

একনজরে

- রাষ্ট্রায়ত্ত এই সংস্থা ‘নবরত্ন’ মর্যাদা পেয়েছে।
- ভারতের পাশাপাশি মালদ্বীপ, মরিশাস, সেসেলস, দুবাই সহ আরও কয়েকটি দেশে ব্যবসা করে এই সংস্থা।
- সংস্থার ঋণের অঙ্ক একেবারেই নগণ্য।
- নিয়মিত ডিভিডেন্ড দেয় এই সংস্থা।
- বিগত পাঁচ বছরে নিয়মিত মুনাফা বাড়িয়েছে এই সংস্থা।
- এই মুহূর্তে সংস্থার অর্ডার বুক হল ১ লক্ষ ২৮ হাজার কোটি টাকা।
- এনবিসিসির শাখা সংস্থাগুলি হল এইচএসসিসি, এইচএসসিএল এবং এনএসএল।
- সম্প্রতি ৩৪০ কোটি টাকার একটি বরাত পেয়েছে এই সংস্থা।
- সংস্থার ৬১.৭৫ শতাংশ শেয়ার রয়েছে কেন্দ্রের হাতে। দেশি ও বিদেশি সংস্থার হাতে রয়েছে যথাক্রমে ১০.৯৬ শতাংশ এবং ৫.৩৩ শতাংশ শেয়ার।
- ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে দ্বিতীয় কোয়ার্টারে সংস্থার আয় ১৯ শতাংশ বেড়ে ২৯১০ কোটি এবং নিট মুনাফা ২৫.২১ শতাংশ বেড়ে ১৫৬.৬৮ কোটি টাকা হয়েছে।

সতর্কীকরণ : শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ ঝুঁকিপূর্ণ। বিনিয়োগের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নেবেন।

দেবতার শীতবস্ত্র, খাট-বিছানা

তন্দ্রা চক্রবর্তী দাস

কোচবিহার, ১৫ নভেম্বর : এত বছর ধরে রাসমেলা থেকে ঠাকুরের জন্য কেবল বাসনপত্রই কিনতে দেখা যেত ভক্তদের। তা সে পাথরের হোক কিংবা কাঁসা পিতলের। মেলায় ঠাকুরের পোশাক কেনার সেই হিড়িক দেখা যেত না। তাতে এসেছে পরিবর্তন। চলতি মেলায় ঠাকুরের বস্ত্র বিক্রির নিরিখে সবকিছুকে ছাপিয়ে যাচ্ছে। কেউ কিনছেন বাড়ির লক্ষ্মীর জন্য, কেউ বা গোপালের জন্য। সাধারণ পোশাক, রাজবেশ, রাতের পোশাক থেকে শুরু করে উলের টুপি, উলের জামা, উলের চাদর- কী নেই সেখানে।

একসময় মদনমোহনবাড়ির সামনে তো বটেই, মেলা মাঠের ভেতরে, সিলভার জুবিলি অ্যাভিনিউয়ের দু'পাশেও সার বেঁধে বসত ঠাকুরের বাসনপত্রের দোকান। এবছর বাসনপত্রের দোকানের চেয়ে ঠাকুরের বস্ত্র বিক্রেতাদের ভিড়ই বেশি। এতে ক্রেতাও যেমন খুশি, মুখে হাসি ফুটেছে বিক্রেতাদেরও।

রাসের সঙ্গে শীতের সূচনা হয়ে গিয়েছে কোচবিহারে। মানুষের মতো ঠাকুরও শীতে কাবু হবেন! সেই বিশ্বাসেই ঘরের ঠাকুরের জন্য শীতের পোশাক কেনার ধুম পড়েছে। এবছর শীতের পোশাকের চাহিদা

ঠাকুরের জন্য শীতবস্ত্র কেনাকাটা চলছে। শনিবার।

চাহিদা তুঙ্গে, দেদার বিক্রি

- কেউ কিনছেন বাড়ির লক্ষ্মীর জন্য, কেউ বা গোপালের জন্য
- সাধারণ পোশাক, রাজবেশ, রাতের পোশাক থেকে শুরু করে উলের টুপি, উলের জামা, উলের চাদর বিকোচ্ছে
- অনেকে গোপালের জন্য নাইটড্রেস কিনছে
- ঠাকুরের খাট, লেপ, তোষক, কম্বল, মশারি পর্যন্ত বিক্রি হচ্ছে
- খাটবিছানা মশারি সহ ৩৮০ টাকা
- ঠাকুরের শয়নের জন্য ছোট বেড মশারি ১৮০ টাকায়
- ঠাকুরের বস্ত্রের দাম ১০ টাকা থেকে ৩০০ টাকা পর্যন্ত

ঐতিহ্যের রাস

অনেকটাই বেশি, বললেন শুভ পাল। শিলিগুড়ি থেকে ঠাকুরের বস্ত্র নিয়ে সাত বছর ধরে মেলায় বিক্রির জন্য আসছেন তিনি। ঠাকুরের উলের পোশাক ওজনেই বিক্রি হচ্ছে তাঁর দোকানে। প্রতি গ্রাম দু'টাকা। এছাড়াও ঠাকুরের খাট, লেপ,

তোষক, কম্বল, মশারি পর্যন্ত বিক্রি হতে দেখা গেল। খাটবিছানা, মশারি সহ ৩৮০ টাকা। বাচ্চাদের জন্য যে ধরনের বিছানা সহ চেন দেওয়া মশারি পাওয়া যায়, ঠাকুরের শয়নের জন্য বিক্রি হচ্ছে ঠিক একই রকম ছোট বেড মশারি। দাম ১৮০ টাকা। এছাড়াও ঠাকুরকে নিয়ে যাওয়া আসা করার জন্য হাতে ঝোলানো ঝুড়ির চাহিদা রয়েছে বেশ। ঠাকুরের বস্ত্রের দাম ধরা হয়েছে ১০ টাকা থেকে ৩০০ টাকা পর্যন্ত। তবে শুধু জামাকাপড়ই নয়, ঠাকুরের বসা, ঘুমোনো, সাজার জিনিসও বিক্রি হচ্ছে ভালো সংখ্যক। পাওয়া যাচ্ছে ঠাকুরের জন্য কাপড়ের গদিযুক্ত সিংহাসন, ইমিটেশনের হাতের বালা, মালা, মুকুট, কোলবালিশ, গদি বালিশও।

এদিন মেলা ঘুরে ঘুরে ঠাকুরের জন্য নাইট ড্রেস খুঁজছিলেন দিনহাটার মিষ্টু দাস। ঠাকুমার গোপালের জন্য জিরো সাইজের একেবারে ৫টা রাতের পোশাক কিনে নিলেন। বললেন, 'রাতে শোয়ানোর সময় গোপালকে ঠাকুমা জরির জামা ছাড়িয়ে রাতের সুতির পোশাক পরিয়ে দেন। অন্যসময় গোপালের নাইট ড্রেস খুব একটা পাওয়া যায় না। তাই পাঁচটা কিনে নিলাম।'

২০১৭ সালে প্রথমবার রাসমেলায় কলকাতা থেকে দোকান নিয়ে এসেছিলেন পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রথমদিকে একটা দোকান এলেও এখন রাসমেলায় দুটো দোকান দেন তিনি। অন্য দোকানটি তাঁর দিদি সামলান। ঠাকুরের পোশাক বিক্রি আগের চেয়ে অনেকটাই বেড়েছে স্বীকার করলেন তিনিও। তবে এবছর উলের পোশাকের দিকে বেশি ঝোঁক সকলের। তার দোকানে উলের টুপি ১০ টাকা থেকে শুরু। কুরুশের কাজের ঠাকুরের উলের জামা কলকাতা ও নবদ্বীপের আশপাশে থেকে হাতে বানানো হচ্ছে বলে জানালেন পার্থ। আর মেশিনে তৈরি উলের পোশাক আসছে দিল্লি থেকে। অনেকেই দেখা গেল, তাঁর দোকান থেকে ছোট ছোট উলের চাদর কিনতে। খাগড়াবাড়ির শিপ্রা পাল জানালেন, পিতলের ঠাকুরের পাশাপাশি সিংহাসনে যেসব ঠাকুরের ফোটো রয়েছে সেই ফোটোতেও উলের চাদর জড়িয়ে দেব।

ঠাকুরের বস্ত্রের বিক্রি তুঙ্গে ওঠায় ব্যবসায়ীদের মুখে চওড়া হাসি। তাঁদের দম ফেলারও ফুরসত নেই। আগামী শুক্রবার শেষ হচ্ছে ২০২৫-এর রাসমেলা। মেলা শেষের পাঁচদিন আগেও এক ব্যবসায়ীকে বলতে শোনা গেল, মঙ্গলবার আরও কিছু সামগ্রী আসবে। সবটাই বিক্রি করে ফিরতে পারব মনে হচ্ছে।

সমিতির আলোচনা

তুফানগঞ্জ, ১৫ নভেম্বর : তুফানগঞ্জ মহকুমা ব্যবসায়ী সমিতির উদ্যোগে শনিবার একগুচ্ছ সমস্যা নিয়ে আলোচনা সভা হল। এদিন ৪ নম্বর ওয়ার্ডের ব্যবসায়ী সমিতির হলঘরে সভাটি আয়োজিত হয়। উপস্থিত ছিলেন মহকুমা শাসক কিংশুক মাইতি, রেগুলেটেড মার্কেট কমিটির সম্পাদক দেবনাথ মণ্ডল, দমকলকেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক গৌতম সাহা সহ ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি অশোক দে, সম্পাদক জগবন্ধু সাহা সহ অনেকেই। অশোক বলেন, 'বাজারের অগ্নি নিরাপত্তা, পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা ও আধুনিকীকরণ নিয়ে আলোচনা হয়।'

মূকাভিনয় ও নাট্য উৎসব

কোচবিহার, ১৫ নভেম্বর : কোচবিহার ছায়ানীড়ের উদ্যোগে শনিবার স্থানীয় বাণীমন্দির ক্লাবে অনুষ্ঠিত হল মূকাভিনয় ও অন্তরঙ্গ নাট্য উৎসব। কোচবিহারের মোট সাতটি নাট্যদল এদিন তাদের নাটক পরিবেশন করে। এদিনের উৎসবের উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কোতোয়ালি থানার আইসি তপন পাল, কোচবিহার সম্মিলিত নাট্যকর্মী মঞ্চের সভাপতি হীরেশ দাস সহ অন্যরা।

রাস্তার উদ্বোধন

কোচবিহার, ১৫ নভেম্বর : বাসিন্দাদের দীর্ঘদিনের দাবি মেনে অবশেষে শহরের ১৮ নম্বর ওয়ার্ডে পেভার্স ব্লকের রাস্তার উদ্বোধন হল। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এলাকার প্রায় ২০০ মিটারের মতো রাস্তা দীর্ঘদিন ধরে খারাপ ছিল। রাস্তাটি সংস্কারের দাবিও একাধিকবার জানিয়েছিলেন বাসিন্দারা। শনিবার কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ ওই রাস্তার উদ্বোধন করেন।

মেলায় রক্তদান

কোচবিহার, ১৫ নভেম্বর : রাসমেলার সাংস্কৃতিক মঞ্চে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করল ব্লাড ডোনার অর্গানাইজেশন। শনিবার আয়োজিত শিবিরে ২৫ জন রক্তদান করেন। সংগৃহীত রক্ত এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে জমা দেওয়া হয়। মেলায় স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরেরও আয়োজন করে তারা।

দিঘি সাফাই

দিনহাটা, ১৫ নভেম্বর : দীর্ঘদিন ধরে পরিষ্কারের অভাবে বুজে যেতে বসা গোপালনগরদিঘি পরিষ্কারে উদ্যোগী হল দিনহাটা পুরসভা। এদিন পুরসভার সাফাইকর্মীদের নিয়ে দিঘি পরিষ্কারের কাজটি খতিয়ে দেখেন খোদ ভাইস চেয়ারম্যান সাবির সাহা চৌধুরী।

জরুরি তথ্য

ব্লাড ব্যাংক

(শনিবার সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত)

■ এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল

এ পজিটিভ	-	১০
এ নেগেটিভ	-	৩
বি পজিটিভ	-	৬
বি নেগেটিভ	-	৬
এবি পজিটিভ	-	২
এবি নেগেটিভ	-	৪
ও পজিটিভ	-	৫
ও নেগেটিভ	-	১

রাস ভোলেনি পুতুল নাচকে

সজলকুমার দে
পুতুলনাচের শিল্পী তথা প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক

কোচবিহারে একসময় বহু লোকসংস্কৃতির প্রচলন ছিল। কুষাণ, বিষহরা, পালাগান, যাত্রা, পুতুলনাচ– এসব এখন হারিয়ে যেতে বসেছে। তবে রাসমেলা এলেই মন ভালো করা একটা সময় আসে। এই সময় মদনমোহনবাড়িতে তৈরি সাংস্কৃতিক মঞ্চে একের পর এক লোকসংস্কৃতির নিদর্শন পরিবেশিত হয়। আর মানুষ তা মন ভরে উপভোগ করে।

আমি নিজে পুতুলনাচের একজন শিল্পী। আমরা বছরের পর বছর ধরে রাসমেলায় পুতুলনাচ, পুতুলনাট্য দেখিয়েছি। বহু স্মৃতি জড়িয়ে রয়েছে এই পুতুলনাচের সঙ্গে। ১৯৭২ সাল থেকে আমি পুতুলনাচের সঙ্গে জড়িত। ১৯৭৬ সালে প্রথমবার রাসমেলায় অনুষ্ঠান পরিবেশন করি। তখন আমি স্কুলের ছাত্র। পরবর্তীতে যখন শিক্ষকতা শুরু করলাম বা অবসরও নিলাম, তখনও চালিয়ে গিয়েছি এই লোকসংস্কৃতির প্রচার। দেবোত্তর ট্রাস্ট বোর্ড পরিচালিত রাস উৎসবের সাংস্কৃতিক মঞ্চের গুরুত্ব আমাদের কাছে অনেকটাই বেশি। কারণ একটাই। লোকসংস্কৃতিকে টিকিয়ে রেখেছেন তাঁরা। এখনও মেলায় গেলে দেখা যায়, ত্রিপল পেতে মানুষ মাটিতে বসে সেখানে যাত্রাপালা দেখছেন। কাগজে ছাপা যাত্রাপালার পোস্টার একসময় গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে থাকত। এখন সেগুলি দেখা না গেলেও মদনমোহনবাড়িতে যাত্রার পোস্টার লাগানো থাকে। শুধু তাই নয়, ভাওয়াইয়া, কুষাণ, বিষহরার গানও এখনও রয়েছে স্বমহিমায়।

লোকসংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত শিল্পীদের আর্থিক অবস্থা খুব একটা ভালো নয়। এই সংস্কৃতিকে ধরে রাখতে প্রত্যেককেই এগিয়ে আসা উচিত। তাতে শুধু তাঁরা নতুন করে বাঁচার তাগিদ খুঁজে পাবেন তা নয়, বেঁচে থাকবে লোকসংস্কৃতিও। শুধু রাসমেলা কেন, পাড়ার অনুষ্ঠানগুলিতেও যদি পুতুলনাচ কিংবা পালাগানের আসর বসানো যায় তাহলে এই শিল্পীরা বেঁচে থাকার রসদ পাবেন। কথায় রয়েছে, 'রাসমেলা কাউকে ফেরায় না।' মদনমোহনের কাছে যাঁরা যান তাঁদের মদনমোহন দু'হাত ভরে আশীর্বাদ করেন। সেই আশীর্বাদ থেকে বাদ পড়েন

ঐতিহ্যের রাস

না লোকশিল্পীরাও। তাই অন্যত্র যতই বাজার মন্দা থাকুক না কেন, মদনমোহনবাড়িতে এখনও হাসিমুখে অনুষ্ঠান পরিবেশন করার সুযোগ পান লোকশিল্পীরা। তাতে নিজেদের শিকড় বাঁচিয়ে রাখার তৃপ্তির পাশাপাশি রোজগারও ভালো হয়।

রাসমেলার মূল মঞ্চে আধুনিক যন্ত্রাংশ বসিয়ে শিল্পীদের গান গাইতে দেখা যায়। কলকাতা, মুম্বইয়ের নামি শিল্পীরা আসেন। একদিকে সেখানে যখন আধুনিকতার মিশেলে অনুষ্ঠান হচ্ছে আরেকদিকে তখন এই মেলাতেই পরিবেশিত হচ্ছে লোকসংস্কৃতি। রাসমেলা আমাদের কাছে আবেগের। উত্তর-পূর্ব ভারতের অন্যতম বৃহত্তম এই মেলা বৈচিত্র্যে ভরা।

পাখির চোখে রাসমেলা। শনিবার ছবিটি তুলেছেন জয়দেব দাস।

মেলার মাঠে ঘরকন্না

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ১৫ নভেম্বর : শুধু টমটম বা ভেটাগুড়ির জিলিপি না, রাসমেলাতে মুদি দোকানের সামগ্রী, শাকসবজি এমনকি মাছমাংস পর্যন্ত পাওয়া যাচ্ছে। শুধু দিনের বেলা নয় রাতেও মেলার মাঠে শাকসবজি, মুদি দোকানের সামগ্রী এমনকি মাছমাংস পর্যন্ত পাওয়া যায়। কিছু স্থানীয় বাসিন্দা মেলার মাঠ থেকে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো কিনলেও, এইসব দোকানের মূল ক্রেতা বাইরে থেকে মেলায় দোকান দিতে আসা ব্যবসায়ীরা। রাসমেলা মাঠে পুলিশ ক্যাম্পের পাশেই এইসব নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দোকানগুলো বসে। দেশবন্ধু বাজারের মুদি দোকানি, সবজি, মাছমাংস বিক্রেতারা এই সময় মেলার মাঠেই পসরা সাজিয়ে বসেন। বাইরে থেকে আসা ব্যবসায়ীরা রাসমেলা থেকেই তাঁদের দৈনিক জীবনযাপনের সামগ্রী কেনেন। মেলাতেই দুপুরে তাঁরা রান্না করেন। মেলার মাঠেই পাতপেড়ে খাওয়াদাওয়া চলে পিকনিকের মেজাজে। এই ক'দিন মেলার মাঠেই তাঁরা সংসার পাতেন।

শনিবার সকাল এগারোটার দিকে ব্যাংচাতরা রোডের পাশ দিয়ে মেলার মাঠে ঢুকতেই দেখা গেল দু'পাশে সারি বেঁধে পসরা সাজিয়ে বসেছেন সবজি বিক্রেতারা। কয়েকজন পছন্দমতো আলু, পটল বেছে বেছে কিনছেন। কয়েকজনকে মাছ কিনতেও দেখা গেল।

মেলাতে প্রসাধনী সামগ্রীর দোকান দিয়েছেন মুর্শিদাবাদ থেকে আসা ব্যবসায়ী শাহবাজ মিয়াঁ। বাজার করতে করতে তিনি বলেন,

ঐতিহ্যের রাস

'প্রতি বছরই মেলার ভিতরেই রান্নার সমস্ত জিনিস পাওয়া যায়। এখান থেকেই সব জিনিস কিনে আমরা রান্না করে খাই।'

মেলাতে আসা জয় রাইডগুলোতে অনেক কর্মী কাজ করেন। বেশি লোক হওয়ার দরুন প্রতিদিন তাঁদের সবজির চাহিদাও বেশি থাকে। এদিন জয় রাইডে কাজ করা দুজন তরুণ একটি সবজির দোকান থেকে অনেক সবজি বস্তাবন্দি করে তাঁবুর দিকে যাচ্ছিলেন। তাঁরা যেই দোকান থেকে সবজি কিনলেন, সেই দোকানির নাম মণীশ বর্মন। মণীশ বলেন, 'আমরা অন্য সময় পাশের দেশবন্ধু বাজারে দোকান দিই। কিন্তু মেলার সময় ওখানে অন্য দোকানপাট বসে। তাই মেলার ক'টা দিন ওখানে দোকান দেওয়া যায় না। তাই মেলার ভিতরেই সবজি নিয়ে বসি।' তিনি যোগ করেন, 'এই ক'টা দিন বিক্রিবাটাও বেশ ভালো হয়।'

রাসমেলা মাঠ সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দাদের অন্যতম ভরসা দেশবন্ধু বাজার। মেলার সময়ে ওখানে বাজার না বসায় নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী কেনাকাটা করতে গিয়ে বেকায়দায় পড়তে হয় তাঁদের। তাই অনেক বাসিন্দা মেলার মাঠ থেকেই বাজার সারেন। মেলার মাঠে বাজার বসতে দেখে মেলায় আসা দর্শনার্থীরাও অবাক হন। আলিপুরদুয়ার থেকে মেলায় ঘুরতে এসেছিলেন অমল দাস। মেলায় এসব জিনিস বিক্রি হতে দেখে অবাক হয়ে তিনি বলেন, 'মেলাতে যে সবজি, মাছমাংস বিক্রি হতে পারে সেটা আমার কল্পনাতেও ছিল না। সত্যিই কোচবিহারের রাসমেলা বৈচিত্র্যে ভরপুর।'

রাসমেলার টুকিটাকি

আগ্রার মোরব্বা

আগ্রার মোরব্বার নাম সকলেরই জানা। কিন্তু দূরত্বের কারণে ইচ্ছে থাকলেও অনেকের পক্ষেই ওই মোরব্বা খাওয়া সম্ভবপর হয়ে ওঠে না। তবে রাসমেলার সুবাদে কোচবিহারবাসী সেই মোরব্বা খাওয়ার সুযোগ পান। কেউ কেউ এই মোরব্বা কিনে ফ্রিজে রেখে দেন। অনেকে আবার কেক বানানোর জন্য এই মোরব্বা কিনে নিয়ে যাচ্ছেন।

মোমো ও শিঙাড়ার ছাঁচ

মোমো, শিঙাড়া, কচুরি, পুলিপিঠা বানানো এখন ভীষণ সোজা। কারণ রাসমেলায় পাওয়া যাচ্ছে এইসব লোভনীয় খাবার বানানোর ছাঁচ। ছাঁচে ফেললেই ইচ্ছেমতো বানানো যাবে মোমো, শিঙাড়া, কচুরি, পুলিপিঠা। একটি প্যাকেটে একাধিক ছাঁচ রয়েছে। দাম মাত্র ৪০ টাকা। এই ছাঁচ কিনতে রাসমেলায় মহিলারা ভিড় জমাচ্ছেন।

প্রণামি বাক্স

মদনমোহন মন্দির এবং ওই চত্বরের অন্যান্য মন্দিরগুলোর সামনে রাখা প্রণামি বাক্সগুলো উপচে পড়ছে। শুধু খুচরা পয়সা নয়, ভক্তদের দেওয়া ১০ টাকার নোট থেকে শুরু করে ৫০০ টাকার নোটে প্রণামি বাক্সগুলো ভর্তি হয়ে যাচ্ছে। পুলিশি পাহারায় প্রণামি বাক্সগুলো থেকে টাকা বের করা হচ্ছে। তবে শুধু প্রণামি বাক্সতে নয় কিউআর কোড স্ক্যান করে ভক্তরা অনলাইনেও প্রণামি দিচ্ছেন।

আচার

রাসমেলায় ঘুরতে এসে আচারের দোকানের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় আচারপ্রেমীদের জিভে জল আসতে বাধ্য। বাঁশের আচার থেকে শুরু করে রসুনের আচার, এঁচোড়ের আচার কি নেই দোকানগুলোতে। সঙ্গে কুল, তেঁতুল, লংকার আচার তো রয়েইছে। দেখলেই কিনতে হবে না, এমনকি একটু চেখে দেখলেও দোকানিরা আচার কেনার জন্য জোর করছেন না। উলটে দোকানের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেই দোকানিরা একগাল হেসে ছোট্ট কাগজে আচার টেস্ট করার অনুরোধ করছেন। এত মিষ্টি অনুরোধ মেলায় আসা দর্শনার্থীরাও ফেলতে পারছেন না। স্বাদ ভালো লাগায় অনেকে আচার কিনেও নিয়ে যাচ্ছেন।

তথ্য : দেবদর্শন চন্দ, গৌরহরি দাস ও তন্দ্রা চক্রবর্তী দাস

রাস্তার একাংশ ডুবে অন্ধকারে

কোচবিহার, ১৫ নভেম্বর : ভরদুপুরে মাঝেমধ্যে শহরের রাস্তায় আলো জ্বলতে দেখা গেলেও রাতেরবেলা রবীন্দ্র ভবনের সামনের রাস্তাটি অন্ধকারে ডুবে রয়েছে। পঞ্চানন বর্মা মহিলা কলেজের পর থেকে মসজিদ পর্যন্ত ম্যাগাজিন রোডের ওই অংশটি সন্ধের পর থেকে অন্ধকারে ডুবে যায়। এই রাস্তা দিয়ে মেলায় যাওয়া যায়। প্রচুর মানুষ ওই রাস্তা দিয়ে হেঁটে মেলায় যাচ্ছেন। কিন্তু পথবাতি না জ্বলার ফলে তাঁদের সমস্যা হচ্ছে। স্থানীয় বাসিন্দা পার্থসারথি দেব বলেন, 'সারাবছর এই রাস্তায় আলো থাকে না। মেলার দিনগুলিতে রাস্তায় আলোর ব্যবস্থা করা উচিত। নাহলে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটতে পারে।' এই প্রসঙ্গে কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ বলেন, 'রাস্তার ওই অংশের কথা আমার জানা নেই। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওখানে আলোর ব্যবস্থা করব।'

এয়ার হর্নের দাপটে অতিষ্ঠ মাথাভাঙ্গাবাসী

বিশ্বজিৎ সাহা

মাথাভাঙ্গা, ১৫ নভেম্বর : ভোর হতে না হতেই মাথাভাঙ্গা শহরে এখন কান পাতা দায়। বড় যানবাহনের হর্নের জ্বালায় অতিষ্ঠ বাসিন্দারা। রাজ্য সড়ক হোক বা শহরের অলিগলি কোথাও রেহাই নেই। বাজছে দুঃসহ এয়ার হর্ন। প্রশাসনের উদাসীনতায় নিয়মকানুন মানার বালাই নেই, বরং এয়ার হর্ন ব্যবহারের প্রয়োজন আছে বলেই একাংশ চালকের অভিমত।

নিয়ম মতো রাস্তায় ১০০ ডেসিবেলের ওপরে হর্ন বাজানো নিষিদ্ধ। সেখানে এই এয়ার হর্ন প্রায় ১১০ থেকে ১৫০ ডেসিবেল তীব্রতা তৈরি করে। অধিকাংশ সময় যানবাহনের মালিকরা গাড়ির পরীক্ষার সময়, ফিটনেস সার্টিফিকেট পেতে এয়ার হর্ন খুলে নেন। কিন্তু শংসাপত্র মিলতেই, রাস্তায় ফের এয়ার হর্নের দৌরাত্ম্য শুরু হয়ে যায়। তখন আর প্রশাসনিক কড়াকড়ি বলে কিছু থাকে না।

যদিও মাথাভাঙ্গার আঞ্চলিক পরিবহণ দপ্তরের আধিকারিক দেবীপ্রসাদ শর্মার দাবি, এয়ার হর্ন ও তীব্র আলোর বিরুদ্ধে তাঁরা নিয়মিত অভিযান চালান। বিশেষ করে বড় গাড়িতেই এয়ার হর্ন ব্যবহার করা হচ্ছে। নিয়ম ভাঙলে জরিমানাও করা হচ্ছে। তবে রাজ্য সড়ক ও জাতীয় সড়কে এয়ার হর্ন ব্যবহার না করলে দুর্ঘটনা বাড়বে বলে মনে করছেন মাথাভাঙ্গা মহকুমা বাস মালিক সমিতির সদস্য টোটন ভৌমিক। তাঁর কথায়, 'বাস বা ট্রাকের মতো গাড়িতে এয়ার হর্ন না থাকলে টোটো, অটো বা অন্য ছোট গাড়ি পথ ছাড়বে না। নানা সময় সমস্যায় পড়ে চালকরা এয়ার হর্নের ব্যবহার করছে।'

কিন্তু, শহরের জনবহুল ও বসতি এলাকাতেও এভাবে হর্ন বাজানো যায়? উত্তরে মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতালের নাক-কান-গলা বিশেষজ্ঞ কাইজার রহমান বলেন, 'এয়ার হর্ন নির্দিষ্ট দূরত্বে না বাজলে কানের পর্দা ফেটে যাওয়া, শ্রবণশক্তি হ্রাসের মতো স্থায়ী ক্ষতি হতে পারে। প্রচুর রোগীর অপারেশনেরও প্রয়োজন পড়ে। শহরাঞ্চলে এই হর্ন নিষিদ্ধ করা উচিত।' বাস্তবে শহরের প্রবীণ নাগরিকরাও এখন রাস্তায় বেরোতে ভয় পাচ্ছেন। এমনকি রাতে, ভোর রাতে ওই বিকট হর্নের শব্দ বাসিন্দাদের ঘুম ভাঙিয়ে দিচ্ছে। এলাকাবাসীর অভিযোগ, সব কড়াকড়ি কাগজে। প্রশাসনের উদাসীনতার জন্যই চালকরা এখনও ওই হর্ন ব্যবহার করে যাচ্ছে।

পরিবেশপ্রেমীরাও বিরক্ত। তাঁদের দাবি, ধাপে ধাপে কঠোর নজরদারি, মোটা জরিমানা ও সচেতনতা তৈরি না করলে এই সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। পরিবেশপ্রেমী সংগঠন জিকো-র সাধারণ সম্পাদক তাপস বর্মন বলেন, 'রাস্তায় নিষিদ্ধ হর্ন বাজছে। যে হর্ন সহ গাড়িগুলির শংসাপত্রই পাওয়ার কথা নয়, সেই হর্ন মানুষের জীবন দুর্বিষহ করে তুলছে অথচ প্রশাসনের কানে যাচ্ছে না। ছোট-বড় সব গাড়িচালকদের নিয়ে সার্বিক সচেতনতা তৈরি করা উচিত।'

> এয়ার হর্ন নির্দিষ্ট দূরত্বে না বাজলে কানের পর্দা ফেটে যাওয়া, শ্রবণশক্তি হ্রাসের মতো স্থায়ী ক্ষতি হতে পারে। প্রচুর রোগীর অপারেশনেরও প্রয়োজন পড়ে। শহরাঞ্চলে এই হর্ন নিষিদ্ধ করা উচিত।
>
> **কাইজার রহমান**
> *চিকিৎসক*

মাথাভাঙ্গা শহরে নিত্যদিনের যানজট। –সংবাদচিত্র

বিএলও-দের হুঁশিয়ারি শমীকের

উত্তরবঙ্গে এসে অনুপ্রবেশের অভিযোগ

শিলিগুড়ি ও বাগডোগরা, ১৫ নভেম্বর : 'ভুলে যাবেন না, দিনের শেষে আপনারা সরকারি কর্মচারী। জনগণের ট্যাক্সে আপনাদের বেতন হয়। বিদ্রোহ করলে আপনাদের বিরুদ্ধে এফআইআর হবে। একবার সাসপেন্ড হলে কী পরিণতি হবে বুঝতেই পারছেন! বিএলও-রা সেই রিস্ক নিতে চাইলে নেবেন।' শিলিগুড়ি পুরনিগমের ২৪ নম্বর ওয়ার্ডে বিজেপির এসআইআর সহায়তা শিবিরে যোগ দিতে এসে এমনই হুঁশিয়ারি দিলেন দলের রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য।

শনিবার রাজ্যসভার সাংসদ হর্ষবর্ধন শ্রিংলার একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে শিলিগুড়ি আসেন শমীক। এরপর সেখান থেকে তিনি সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের হরিজন বস্তিতে দলের এসআইআর সহযোগিতা শিবিরে যোগ দেন। শিবিরে নিজের হাতে এক নাগরিকের ফর্ম পূরণ করে দেন। সেখানেই বিএলও-দের প্রতি এমন বার্তা দিয়েছেন তিনি।

এই রাজ্যে এসআইআর শুরু হতেই দিকে দিকে বিএলও-রা বিক্ষোভ শুরু করেছেন। চাপের মুখে একাধিক এলাকায় তাঁরা নির্বাচন কমিশনের দেওয়া কাজ করতে অস্বীকার করছেন।

অনুষ্ঠানে বিএলও-দের দায়িত্ব সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি বলেন, 'যেটা দায়িত্ব রয়েছে সেটা আপনাদের করতে হবে। বাকিটা নির্বাচন কমিশন করবে।' পাশাপাশি, তৃণমূল কংগ্রেস বিএলও-দের ধমকাচ্ছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি। শমীকের দাবি, বিএলও-দের আন্দোলন করতে বাধ্য করছে তৃণমূল।

এ প্রসঙ্গে তৃণমূল নেতা গৌতম দেবের বক্তব্য, 'শমীক ভট্টাচার্য কি নির্বাচন কমিশনের লোক নাকি? উনি বললেন আর সব হয়ে যাবে?'

এদিন হর্ষবর্ধন শ্রিংলার অনুষ্ঠানে এসে শমীক অভিযোগ করেন, শিলিগুড়িকে নিরাপদ করিডর হিসেবে ব্যবহার করে এদেশে ঢুকছে জঙ্গিরা। পাশাপাশি তাঁর দাবি, রোহিঙ্গাদের অনুপ্রবেশের ফলে সীমান্তবর্তী জেলার জনবিন্যাস পালটে যাচ্ছে। এই পরিস্থিতির জন্যে সরাসরি তৃণমূলকে দায়ী করেন তিনি।

শিলিগুড়িতে এসআইআর সহায়তা কেন্দ্রে হাজির শমীক ভট্টাচার্য।

হুংকার

- উত্তরবঙ্গের অনুষ্ঠানে এসে বিএলও-দের হুঁশিয়ারি শমীকের
- অভিযোগ, বিএলও-দের আন্দোলন করতে বাধ্য করছে তৃণমূল
- শিলিগুড়ি করিডরকে ব্যবহার করে এদেশে অনুপ্রবেশকারী ও জঙ্গি ঢুকছে বলে তাঁর দাবি
- সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার শাসকদল তৃণমূলের

পালটা শমীককে এই নিয়ে আক্রমণ করেছে তৃণমূল। তৃণমূলের বক্তব্য, সীমান্তে নিরাপত্তার দায়িত্বে রয়েছে বিএসএফ এবং কেন্দ্রীয় এজেন্সিগুলি। অনুপ্রবেশ ঘটে থাকলে কেন তারা কোনও পদক্ষেপ করছে না, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে তৃণমূল। গৌতম দেবের বক্তব্য, 'অনুপ্রবেশ নিয়ে বাজে কথা বলে সমস্যা বাড়াতে চাইছেন শমীক। সীমান্তে তো কেন্দ্রীয় সংস্থা নিরাপত্তা দেয়। কী করে অনুপ্রবেশ হচ্ছে, সেটা উনিই জানেন।'

এছাড়া, শমীক মাটিগাড়া ব্লকের পাথরঘাটা বিরসা মুন্ডা মোড়ে বিরসা মুন্ডাকে শ্রদ্ধা জানাতে যান। উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক আনন্দময় বর্মন। সেখানে গিয়েও তিনি অনুপ্রবেশের অভিযোগ আনেন। তিনি বলেন, 'বাংলাদেশ থেকে একটি আন্তর্জাতিকচক্র এখানকার সীমান্তবর্তী জেলাগুলির ডেমোগ্রাফি বদলে দিচ্ছে। উত্তরবঙ্গের সীমাঞ্চল, বনাঞ্চলকে কাজে লাগিয়ে বিহার-ঝাড়খণ্ডেরও ডেমোগ্রাফি বদলে যাচ্ছে।'

বিহারে নির্বাচনি সাফল্যের বিষয় টেনে ও রাজ্যের আসন্ন বিধানসভা নির্বাচন প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে তিনি বলেন, 'তৃণমূল গত ১৪ বছর ধরে রাজ্যের মানুষের সঙ্গে প্রতারণা করেছে। আগামী নির্বাচনে মানুষ বিজেপিকে ভোট দেবে।' এদিন বিমানবন্দরে যাওয়ার পথে বাগডোগরা বিহার মোড়ে শমীক এবং আনন্দময় বিরসা মুন্ডাকে শ্রদ্ধা জানান।

বানচাল প্রশিক্ষণ

শিলিগুড়ি, ১৫ নভেম্বর : 'আমরা আর পারব না। এতকিছু সম্ভব নয়।', বলছিলেন সঞ্জয় সিং। রীতিমতো আর্তনাদ করছিলেন। কখনও মেঝেতে শুয়ে। কখনও বসে। তাঁকে দেখে আরও কয়েকজন মেঝেতে বসে পড়লেন। বাকিরা সঞ্জয়দের ঘিরে দাঁড়িয়ে। মুহুর্মুহু স্লোগান উঠছে। ভেতরে তখন চলছে প্রশিক্ষণ শিবির। আলোচনায় ব্যস্ত নির্বাচন কমিশনের আধিকারিকরা। এমন সময় বুথ লেভেল অফিসারদের (বিএলও) বিক্ষোভে উত্তাল হয়ে উঠল শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চ। শনিবারের ঘটনা।

এদিন বিএলও-দের জন্য প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করে কমিশন। সেখানে সমস্ত ভোটারের ফর্ম ডিজিটালি পূরণ সহ আরও কয়েকটি কাজের নির্দেশিকা দেওয়া হয়। এরপরই ঘর থেকে বেরিয়ে ক্ষোভ উগরে দেন বিএলও-রা। পরিস্থিতি আঁচ করতে পেরে কমিশনের আধিকারিকরা সেখান থেকে চলে যান। বিক্ষোভকারীদের দাবি, কোনও অবস্থাতেই ভোটারদের ডিজিটাল ফর্ম পূরণ করতে পারবেন না তাঁরা। কমিশন যেন ডেটা এন্ট্রি অপারেটর নিয়োগ করে অফিসেই সেই কাজের ব্যবস্থা করে।

বিএলও-দের দাবি, স্কুল সামলে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনী (এসআইআর)-র কাজ করতে হচ্ছে। এত চাপ নেওয়া তাঁদের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই তাঁরা বিক্ষোভে শামিল হয়েছেন। শিলিগুড়ি মহকুমা শাসকের দপ্তরের নির্বাচন আধিকারিক বিপ্লব চক্রবর্তী এপ্রসঙ্গে বলেছেন, 'নির্বাচন কমিশনের যা যা নির্দেশ রয়েছে, সেগুলোই জানানো হয়েছে। বিএলও-দের প্রশিক্ষণও দেওয়া হয়।'

অভিষেক

প্রথম পাতার পর

সেই কারণেই জেলা নেতৃত্বের সঙ্গে সরাসরি কথা বলতেই তাঁর এই সফর। আর কোচবিহার সফরে প্রথমেই তিনি বেছে নিয়েছেন তুফানগঞ্জকে। দলীয় সূত্রে খবর, আগামী ২৫ নভেম্বর তুফানগঞ্জ এসএসএ ময়দানে জনসভায় বক্তব্য রাখতে পারেন অভিষেক। তাঁর সফরসূচি অনুযায়ী, ২৪ নভেম্বর মাথাভাঙ্গায় রোড শো সারবেন তিনি। রাতে কোচবিহারে থেকে পরদিন তুফানগঞ্জের সভায় যোগ দেবেন। প্রশাসন ইতিমধ্যেই নিরাপত্তার প্রস্তুতি শুরু করেছে। যদিও সভার উদ্দেশ্য নিয়ে স্পষ্ট করে কিছু বলতে চাননি তৃণমূলের জেলা চেয়ারম্যান গিরীন্দ্রনাথ বর্মন। তাঁর কথায়, 'চূড়ান্ত সূচি এখনও আসেনি। তাই যা বলার জেলা সভাপতিই জানাবেন।'

উল্লেখ্য, গত বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্যজুড়ে সবুজ ঝড়ের দেখা মিললেও তুফানগঞ্জে তার উলটো চিত্র। শাসকদলের প্রার্থী বিজেপির মালতী রাভা রায়ের কাছে প্রায় ৩১ হাজার ভোটে হেরে যান। যার মধ্যে তুফানগঞ্জ শহর অনেকটাই এগিয়ে রাখে বিজেপিকে। এরপর জেলার বহু গ্রাম পঞ্চায়েত তৃণমূলের দখলে গেলেও তুফানগঞ্জে বিজেপির আধিপত্য অটুট থাকে। বর্তমানে এখানকার ১৫টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে এখনও কয়েকটি বিজেপির নিয়ন্ত্রণেই। আর কয়েক মাস বাদেই বিধানসভা নির্বাচন। এমন অবস্থায় পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান ও ব্লক নেতৃত্বে পরিবর্তনের প্রভাব যাতে সংগঠনে না পড়ে, সে লক্ষ্যেই অভিষেকের সফর বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। তুফানগঞ্জ শহর ব্লক সভাপতি গৌতম সরকারের দাবি, অভিষেকের সভায় রেকর্ড ভিড় হবে। নাটাবাড়ি ও তুফানগঞ্জ বিধানসভা মিলিয়ে কমপক্ষে ৩০ হাজার মানুষের জমায়েত হবে।

অভিষেকের জনসভাকে অবশ্য পাত্তা দিতে নারাজ পদ্ম শিবির। বিজেপির জেলা সভাপতি অভিজিৎ বর্মন বলেন, 'মানুষ তৃণমূলের সভায় এখন আর আগ্রহ দেখায় না। উন্নয়নহীনতা, দুর্নীতি আর বেকারত্ব নিয়ে মানুষের ক্ষোভ তুফানগঞ্জে স্পষ্ট। তাদের ভ্রষ্টাচার মানুষ বুঝে গিয়েছে। তাই যে-ই আসুন, বিজেপির সংগঠন ভাঙবে না, বরং আরও শক্ত হবে।'

পৃথিবীর পাঠশালা

বিলাসবহুল অটোরিকশা

মহারাষ্ট্রের গরম রাস্তায় এক অটোরিকশাচালক তাঁর সাধারণ তিন চাকার যানটিকে যেন এক চলন্ত রাজপ্রাসাদে পরিণত করেছেন! এই রিকশায় আছে শীতাতপনিয়ন্ত্রক যন্ত্র, স্বয়ংক্রিয় জানলা এবং বিমানযাত্রার মতো আরামদায়ক আসন। বদনেরার রমেশ পাটিল তাঁর 'রিকশা রয়্যাল' তৈরি করেছেন ভাঙা যন্ত্রাংশ আর নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে। মাত্র ৫০ হাজার টাকা খরচ করে তিনি রিকশাতে বসিয়েছেন সৌরশক্তিচালিত পাখা, ব্লুটুথ স্পিকার, ঠান্ডা চা রাখার জন্য ফ্রিজ এবং বিলাসবহুল কৃত্রিম চামড়ার আসন। পাটিল হাসিমুখে বলেন, 'ঘাম ঝরিয়ে কেন চলব, আরামেই যাওয়া যাক না!' এই রিকশায় চড়ে যাত্রীরা আরামে ভ্রমণ করেন, এমনকি সিনেমাও দেখেন। নেটিজেনরা এই উদ্ভাবনের প্রশংসা করেছেন। রমেশ পাতিল দেখিয়েছেন, সামান্য রিকশাকেও কীভাবে সৃজনশীলতার মাধ্যমে আকর্ষণীয় করে তোলা যায়।

মিনা সিনড্রোম রহস্য

আপনার পেশিগুলি কি হাঁটার সময় হঠাৎ করে বিদ্রোহ করছে? মনে হচ্ছে কি আপনার হাত-পা জং ধরা দরজার মতো আটকে যাচ্ছে? তাহলে জানবেন, এই রহস্যের পিছনে রয়েছে জিন। বিরল জিনগত ত্রুটির জন্যই এটা হচ্ছে। এই ধরনের উপসর্গকে বলা হয় মিনা সিনড্রোম। এটি আসলে মোটর নিউরনের (যে স্নায়ুগুলি আমাদের পেশিকে নিয়ন্ত্রণ করে) বিরল এবং রহস্যময় রোগ। তবে এর আবিষ্কার নীরবে ভোগা অনেক মানুষকে নতুন আশার আলো দেখাচ্ছে। এই সিনড্রোমের কারণ হল এনএএমপিটি নামের একটি জিনে সমস্যা থাকা। বিশ্বের ২০টি পরিবারের জিনোম পরীক্ষা করে এই সমস্যার উৎস খুঁজে পেয়েছেন মিসৌরি ও ক্যালটেক বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা। এই সিনড্রোমে আক্রান্তদের মধ্যে ধীরে ধীরে দুর্বলতা, অনুভূতির সমস্যা এবং কাঁপুনি দেখা দিতে পারে। মুখ্য গবেষক কাই লিন এই আবিষ্কারটিকে 'ধাঁধা থেকে সমাধানের মানচিত্রে পৌঁছানো' বলে বর্ণনা করেছেন। যদিও এখনও এই রোগের কোনও নিরাময় আবিষ্কার হয়নি।

মহাজাগতিক বাদুড়ের জ্যোতি

মহাকাশের গভীরে ১০,০০০ আলোকবর্ষ দূরে, একটি লালচে নীহারিকা যেন বিশাল বাদুড়ের ডানা মেলে উড়ছে! নাসা এবং ইএসএ-র নভেম্বর ২০২৫-এর এই ছবি মহাকাশপ্রেমীদের একইসঙ্গে ভয় আর মুগ্ধতায় ভরিয়ে তুলেছে। এ যেন মহাজাগতিক এক ভয়ংকর সুন্দর দৃশ্য। এনজিসি ৬৯৯৫, বা 'কসমিক ব্যাট' নামে পরিচিত এই নীহারিকাটি প্রায় ১০০ আলোকবর্ষ এলাকাজুড়ে বিস্তৃত। এই অঞ্চলটি একটি নক্ষত্রের জন্মস্থান, যেখানে গ্যাসের মেঘগুলি জ্বলন্ত লাল এবং নীল রংয়ে নতুন নক্ষত্র তৈরি করে। চিলির ভেরি লার্জ টেলিস্কোপে তোলা ছবিতে দেখা যায়, প্রায় ২০ হাজার বছর আগে একটি সুপারনোভা বিস্ফোরণের ফলে হাইড্রোজেন গ্যাসগুলি ঝলমল করছে। রেডিটে এই ছবিটিকে 'মহাজাগতিক রাজ্যের পোষা প্রাণী' বলে অভিহিত করা হয়েছে। এই অদ্ভুত সৌন্দর্য প্রমাণ করে, মহাবিশ্ব এখনও বিস্ময়ে ভরা।

সূর্যমুখী ফুলের মাংস

আনন্দ সংবাদ পেলেন নিরামিষভোজীরা। সূর্যমুখী ফুলকে সুস্বাদু 'মাংসের' মতো করে তৈরি করেছেন ব্রাজিলের বিজ্ঞানীরা এবং জার্মানির প্রযুক্তিবিদরা! এই প্রোটিনসমৃদ্ধ প্যাটিগুলি মাংসের মতো করেই ভাজা যায়, যা চলতি বছরের একটি দারুণ আবিষ্কার। সূর্যমুখী বীজ থেকে তেল বের করার পর অবশিষ্ট অংশকে গবেষকরা এমনভাবে পরিমার্জন করেছেন যে এতে ২৫ গ্রাম প্রোটিন সহ মাংসের মতোই আয়রন ও দস্তা রয়েছে। বিশেষ প্রক্রিয়াতে তেতো অংশ বাদ দিয়ে এটিকে টমেটো, মশলা এবং তেলের মিশ্রণে তৈরি করা হয়েছে। প্রায় ৮০ শতাংশ পরীক্ষক স্বাদ নিতে গিয়ে ধোঁকা খেয়েছেন। বিজ্ঞানীরা বলছেন, সূর্যমুখী সয়া বা মাংসের তুলনায় অনেক কম জল ব্যবহার করে, তাই এটি পরিবেশবান্ধব ও পুষ্টিকর।

মিলল কিশোরী

আলিপুরদুয়ার, ১৫ নভেম্বর : কোচবিহারে রাসমেলা ঘুরতে যাওয়ার নাম করে দু'দিন ধরে নিখোঁজ নবম শ্রেণির এক ছাত্রী। মেয়ের খোঁজখবর না পেয়ে থানার দ্বারস্থ হয়েছিল পরিবার। তদন্তে নেমে কোচবিহারেই মেয়েটির খোঁজ মেলে। তাকে উদ্ধার করে সিডব্লিউসি-র হাতে তুলে দিয়েছে আলিপুরদুয়ার থানার পুলিশ।

মেয়েটির মা জানান, বৃহস্পতিবার মেলায় ঘুরতে গিয়েছিল। তারপর বাড়ি ফেরেনি। পরেরদিন পুলিশে নিখোঁজ ডায়েরি করা হয়। অবশেষে মেয়ের খোঁজ মেলায় স্বস্তিতে তিনি। সিডব্লিউসি ওই কিশোরীর কাউন্সেলিংয়ের পর হোমে রাখার ব্যবস্থা করেছে। পুলিশ সূত্রে খবর, আলিপুরদুয়ার শহরের ওই কিশোরীর সঙ্গে কোচবিহারের এক তরুণের পরিচিতি রয়েছে। মেলায় ঘুরতে যাওয়ার নাম করে ওই বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে উঠেছিল সে।

স্বপনের বিরুদ্ধে নতুন অভিযোগ মণিপুরের সংস্থার

মউ স্বাক্ষরে কাটমানি ৫০ লক্ষ

মালবাজার, ১৫ নভেম্বর : এবার মণিপুরের এক ঠিকাদারি সংস্থার থেকে কাটমানি নেওয়ার অভিযোগ উঠল মালবাজার পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান স্বপন সাহার বিরুদ্ধে। মালবাজার শহরের উন্নয়নের জন্য ৬০০ কোটি টাকার প্রকল্পের মউ স্বাক্ষর হয়েছিল ওই সংস্থার সঙ্গে পুরসভার। তবে, সেই কাজের একটিও হয়নি শহরে। সংস্থার কর্তৃপক্ষের অভিযোগ, কাজ শুরুর আগেই বরাত দেওয়ার সময় পুর চেয়ারম্যান প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা দাবি করেছিলেন। তাঁকে বড় অঙ্কের টাকা দেওয়াও হয়েছিল।

স্বপনের দাবি, সেই চুক্তি আগেই বাতিল করে সংস্থাকে জানানো হয়েছিল। কাটমানির অভিযোগ সম্পূর্ণ ষড়যন্ত্র বলে দাবি করেছেন স্বপন। তবে, এতবড় বরাত দেওয়ার আগে পুরসভার বোর্ড মিটিংয়ে রেজোলিউশন নেওয়া, অর্থ দপ্তরের কাছে তা অনুমোদনের জন্য পাঠানো নিয়ে কথাই বলতে চাননি স্বপন।

সূত্রের খবর, দু'পক্ষের মধ্যে দীর্ঘ আলোচনার ভিত্তিতে মাল শহরে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের জন্য প্রস্তাব দিয়েছিল মণিপুর স্টেট কোঅপারেটিভ ইউনিয়ন টেকনিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং সেল। ২০২২ সালের ৩০ মে ইম্ফলের ওই সংস্থার কাছে ই-মেল করে পুরসভার তরফে সবুজসংকেত দেওয়া হয়। সেখানে বলা হয়, পুরসভার বোর্ড মিটিংয়ের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, ওই সংস্থাকে শহরে পানীয় জলের আম্রুত প্রকল্প, বাংলার বাড়ি, সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট, গ্রিন সিটি মিশনের কাজের পাশাপাশি শহর ও সংলগ্ন এলাকায় রোপওয়ে সহ ইকো ট্যুরিজম সেন্টার, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র, মার্কেট কমপ্লেক্স, ১৫০০ আসনের অডিটোরিয়াম, সুইমিং পুল সহ ইন্ডোর স্টেডিয়াম নির্মাণের দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে। এই সমস্ত কাজের বাস্তবায়নের জন্য নোডাল এজেন্সি হিসাবে কাজ করবে তারা। ২০২২ সালের ১২ সেপ্টেম্বর পুরসভার অন্যান্য কাউন্সিলারদের অজান্তেই মণিপুরের সংস্থার সঙ্গে মউ স্বাক্ষর হয় পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান স্বপন সাহা এবং এজেন্সির প্রোজেক্ট ডিরেক্টর আরকে রাজেন সিংয়ের মধ্যে। সংস্থার প্রোজেক্ট ডিরেক্টরের অভিযোগ, '৬০০ কোটি টাকার কাজের বিনিময়ে প্রায় ৫০ লক্ষ টাকার কাটমানি দাবি করেছিলেন চেয়ারম্যান।'

মউ স্বাক্ষরের দিন মাল পুরসভায়।

তাৎপর্যপূর্ণভাবে সেখানে সাক্ষী হিসাবে স্বাক্ষর ছিল একমাত্র কাউন্সিলার সুরজিৎ দেবনাথের। ২০২৩ সালের ১৬ অক্টোবর পুরসভায় বেশকিছু প্রকল্পের ডিপিআর জমা করেন রাজেন সিং। যার মধ্যে ছিল কমিউনিটি হল, মার্কেট কমপ্লেক্স, বাংলার বাড়ি সহ কিছু প্রকল্প।

পুরকর্মী থেকে আধিকারিকদের ধারণা, কাটমানির তত্ত্ব সঠিক হলে সুরজিৎ দেবনাথও এর সঙ্গে জড়িত। সুরজিতের দাবি, 'রাজেন নিজেই উদ্যোগ ও দায়িত্ব নিয়ে পুরসভায় এসেছিলেন। তবে, তিনি কোনও কাজ করেননি।' সুরজিতের আরও বক্তব্য, 'উন্নয়নের কাজে আমি সর্বদা এগিয়ে থাকার চেষ্টা করি। তৎকালীন চেয়ারম্যানের নির্দেশেই আমি ওই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছিলাম। কোনও কাটমানি নেওয়ার প্রশ্নই নেই।'

২০২৫-'২৬ আর্থিক বছরের শিলিগুড়ি পুরনিগমের বাজেট ছিল প্রায় ৬৮৫ কোটি টাকা। সেখানে ই-ক্যাটিগোরির পুরসভা মালবাজারে ১৫টি প্রকল্পে ৬০০ কোটি টাকার পরিকল্পনা প্রকাশ্যে আসায় শোরগোল পড়েছে। পুরসভার আধিকারিকরাই জানাচ্ছেন, ইকো ট্যুরিজম সেন্টার, রোপওয়ে, অডিটোরিয়াম, সুইমিং পুল, ইন্ডোর স্টেডিয়াম নির্মাণের জন্য প্রয়োজন যে বিশাল পরিমাণ জমি প্রয়োজন সেই জমি মাল পুরসভার হাতে নেই। জেলা পরিষদের জমি, চা বাগান, রেল এবং সেনাবাহিনীর জমি দিয়ে ঘেরা এই শহর। সেখানে শহরের এলাকার বৃদ্ধি করতে যথেষ্ট কাঠখড় পোড়াতে হবে পুর প্রশাসনকে। পুরসভার তৎকালীন ভাইস চেয়ারম্যান এবং বর্তমান চেয়ারম্যান উৎপল ভাদুড়ি বলেছেন, 'এমন চুক্তির কোনও আলোচনা বোর্ড মিটিংয়ে হয়নি। যা হয়েছিল সবটাই আমাদের অন্ধকারে রেখে।'

ভেঙে পড়ল

প্রথম পাতার পর

কোনও লাভ হয়নি বলে অভিযোগ। নদীতে এখনও জল থাকায় কীভাবে ওই পথে যাতায়াত করা হবে তা নিয়ে উদ্বিগ্ন বাসিন্দারা। স্থানীয় বাসিন্দা প্রবীর দাস বলেন, 'অনেকবার সেতু সংস্কারের দাবি তোলার পরেও দপ্তরের ইঞ্জিনিয়াররা এসে সেতুটি পরীক্ষা করেননি। এর ওপর দিয়ে ভারী যানবাহন চলাচল বন্ধ করা হয়নি। প্রশাসন ও জনপ্রতিনিধিদের এই সেতু ভেঙে পড়ার দায় নিতে হবে।' জয়নাল হক বললেন, 'গত রাতে বিকট আওয়াজে ঘুম ভেঙে যায়। তারপর এসে দেখি সেতু ভেঙে ডাম্পার নদীতে পড়ে রয়েছে। সেতু ভেঙে পড়ায় দুই পাড়ের অসংখ্য মানুষকে যাতায়াতের ভোগান্তিতে পড়তে হল। প্রশাসনের অবহেলার জেরেই এই দুর্ঘটনা। এখন নতুন করে কবে সেতু হবে সেই আশায় আমাদের দিন গুনতে হবে।' সেতু ভাঙার খবর পেয়ে অতিরিক্ত জেলা শাসক জামিল ফতিমা জেবা, মহকুমা শাসক কিংশুক মাইতি, বিডিও, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি প্রমুখ ঘটনাস্থলে আসেন। তুফানগঞ্জ-২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শীতলচন্দ্র দাস বলেন, 'সেতু তৈরির বিষয়টি জেলা পরিষদ ও পূর্ত দপ্তরের নজরে আনব।'

ভেঙে পড়েছে শিল্পী টগর অধিকারী সেতু। শনিবার। ছবি : সায়নদীপ ভট্টাচার্য্য

ফিরলেন ১১ পরিযায়ী

বহরমপুর, ১৫ নভেম্বর : প্রায় দু'মাস আরব ভূমিতে পথেঘাটে ঘুরে বেড়ানোর পর অবশেষে বাড়ি ফিরলেন ১১ পরিযায়ী শ্রমিক। ভারতীয় হাই কমিশনার সহ কর্ণসুবর্ণ ওয়েলফেয়ার সোসাইটি, পশ্চিমবঙ্গ পরিযায়ী শ্রমিক ঐক্য মঞ্চ তাঁদের ফিরিয়ে আনতে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিল। অবশেষে প্রথমে আকাশপথে দুবাই, মুম্বই। তারপর কলকাতা পৌঁছে ছয়জন বাসে এবং বাকি পাঁচজন ট্রেনে বহরমপুরে পৌঁছোয়। মাস কয়েক আগে হরিহরপাড়া, বহরমপুর, কান্দি, ভরতপুর, নবগ্রাম থেকে একটি ঠিকাদারি শ্রমিক সরবরাহকারী সংস্থার মাধ্যমে ওমানের উদ্দেশ্যে পাড়ি দেয়।

শর্তে মুক্তি

প্রথম পাতার পর

জিম সেরে বাড়ি ফিরছে বলে ফোনে জানিয়েছিল। তারপরেই জানতে পারি এনআইএ ছেলেকে নিয়ে গিয়েছে। আমার ছেলে নির্দোষ।' জুনেরা আরও বলেন, 'দিল্লি বিস্ফোরণের দিন গভীর রাতে আমাদের রাজধানী এক্সপ্রেসে ডালখোলার ফেরার টিকিট ছিল। সেই মোতাবেক আমরা ফিরেছি।' জুনেরাকে সান্ত্বনা দিতে প্রতিবেশীরা মার্বেল বসানো মেঝেতে বসে ছিলেন। ছেলের ছাড়া পাওয়ার খবর মিলতেই জুনেরা সহ গোটা পরিবার স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন।

পরিবার সূত্রেই জানা গিয়েছে, জানিসার এবং তাঁর বাবা-মায়ের ভোটার তালিকায় নাম কোনাল এলাকাতেই রয়েছে। যদিও দীর্ঘ আড়াই দশক ধরে জানিসাররা লুধিয়ানায় রয়েছেন। বছরে মাঝেমধ্যে গ্রামের বাড়িতে আসেন। উল্লেখ্য, গোটা ঘটনায় বেশকিছু প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। এনআইএ'র দিল্লি দপ্তরের নির্দেশ ছাড়া জানিসার এলাকা ছাড়তে পারবেন না কেন? তবে কি এনআইএ জানিসারকে ক্লিনচিট দেয়নি? জানিসার কি এনআইএ তদন্তের আওতায় থাকছেন? এই প্রশ্নে জানিসারের জেঠু আবুল কাসিম বলেন, 'আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, জানিসার এসবে কোনওভাবেই যুক্ত নয়। তাই ওরা ওকে ছেড়ে দিয়েছে। তবে তদন্তের স্বার্থে যা নির্দেশ এনআইএ দিয়েছে তা পালন করতে আমাদের কোনও আপত্তি নেই।'

৬ ডিসেম্বর জানিসারের কাকাতো বোন এবং ২৪ ডিসেম্বর নিজের দিদির বিয়ের দিন ধার্য হয়েছে। বিয়ের প্রস্তুতির জন্যই তিনি লুধিয়ানা থেকে পৈতৃক গ্রামে ফিরেছিলেন বলে মা জুনেরা জানিয়েছেন।

কালিম্পংয়ের কমলায় সংশয়

প্রথম পাতার পর

কমলা চাষ করতাম। ৫-৬টি ট্রাকে ভরে কমলালেবু শিলিগুড়ির বাজারে যেত। যা আয় হত, সেই টাকাতেই সারাবছরের সংসার খরচ উঠে আসত। এখন বাঁদরের দৌরাত্ম্যে সব শেষ হয়ে যাচ্ছে। বাধ্য হয়ে কমলা চাষ ছেড়ে অনেকে ভিনরাজ্যে কাজের খোঁজে চলে যাচ্ছেন।' দীপক ছেত্রী নামে আরেক কমলাচাষি বলেন, 'বাঁদরের অত্যাচার এতটাই বেড়ে গিয়েছে যে, হতাশ চাষিরা এখন আর কমলালেবু চাষ নিয়ে আশার আলো দেখতে পাচ্ছেন না। ফলে গাছের যত্ন থেকে শুরু করে, পরিচর্যার আনুষঙ্গিক বাকি বিষয়গুলো এখন আর সামসিং ও সংলগ্ন এলাকার কোনও চাষিই করছেন না। তবুও স্বাভাবিক নিয়মে যেটুকু ফলন হচ্ছে এবং বাঁদরের নজর এড়িয়ে যেটুকু রক্ষা করা যাচ্ছে তা বিক্রি করেই কোনওমতে চলছে। ফলে বহু পরিবার চরম আর্থিক অনিশ্চয়তায় ভুগছে।'

গরুবাথানের নিমবিস্ত আর মায়ালুবিস্ততে বাঁদরের উপদ্রব না থাকলেও নভেম্বরের শুরুতে শিলাবৃষ্টিতে কিছুটা ক্ষতি হয়েছে। মায়ালুবিস্তর কমলাচাষি বিবেশ রাইয়ের প্রায় ১০০টি কমলা গাছের বাগান রয়েছে। গতবছর কমলালেবু বিক্রি করে মোট আড়াই লক্ষ টাকা উপার্জন করেছিলেন বিবেশ। তাঁর কথায়, 'স্বাদে-গন্ধে মায়ালুবিস্তর কমলালেবু অনায়াসে দার্জিলিংকে চ্যালেঞ্জ করতে পারে। সেই বাপঠাকুরদার আমল থেকেই আমরা ট্র্যাডিশনাল অর্গানিক ব্যবহার করে কমলা চাষ করি। কোনও রকম কীটনাশক ব্যবহার করি না। যে কারণে এখনও সুনাম ধরে রাখতে পেরেছি। তবে এবারে নভেম্বরের শুরুতে শিলাবৃষ্টির কারণে বেশকিছুটা ক্ষতি হয়েছে।'

গরুবাথানের রাইগাঁওবিস্তর নির্জল রাই, শুভরাজ থাপার মতো কমলালেবুচাষিদের বাগানের গাছগুলো আবার ৩০-৪০ বছরের পুরোনো। গত কয়েক বছর ধরে ফলন কমে এসেছে দেখে পরীক্ষামূলকভাবে কিছু নতুন চারাগাছ লাগিয়েছেন তাঁরা। ফলন দেখে আরও গাছ লাগানো হবে বলে জানিয়েছেন নির্জল।

তবে আশার কথা, প্যারেন, তোদে-তাংতা এবং চুইখিমের ওপরে মুংপেল গ্রামে এ বছর ফলন ভালো। ফলে কিছুটা হলেও আশাবাদী স্থানীয় কমল গিরি, সুরজ লিম্বুর মতো কৃষকরা।

কমলা চাষের ভবিষ্যৎ নিয়ে কালিম্পং জেলা হর্টিকালচার আধিকারিক সঞ্জয় দত্ত বলেন, 'ভালো ফলন পেতে হলে কমলালেবু চাষের উপযোগী দোআঁশ বা বেলে-দোআঁশ মাটি, মাটির প্রয়োজনীয় অম্লতা, তাপমাত্রা, সূর্যের আলো, বৃষ্টিপাতের পরিমাণ এবং সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৯০০-১৮০০ মিটার উচ্চতা সবই পাওয়া যায় কালিম্পং জেলার পাহাড়ি গ্রামগুলোতে।' তবে কি অভাব শুধুমাত্র চাষিদের সচেতনতায়? সঞ্জয় বলেন, 'বর্ষার শুরু এবং শেষে গাছের পরিচর্যা জরুরি। ছত্রাকঘটিত রোগ 'ডাইব্যাক' যাতে কোনওভাবেই গাছে বাসা বাঁধতে না পারে সেদিকেও সতর্ক নজর রাখা জরুরি। এইসব বিষয়ে চাষিদের বোঝাতে আমরা দপ্তর থেকে নিয়মিত প্রশিক্ষণ শিবির আয়োজন করছি। পাশাপাশি নতুন প্রজাতির রোগ প্রতিরোধী কমলার চারা বিশেষ করে দার্জিলিংয়ের ম্যান্ডারিন প্রজাতির কমলার চারা বিতরণ শুরু হয়েছে। পাশাপাশি বাঁদরের হাত থেকে ফসল রক্ষার উপায় ও বিপণন ব্যবস্থা উন্নয়নের দিকেও নজর দেওয়া হচ্ছে।'

কালিম্পং জেলায় মোটামুটি প্রায় ১৭০০ হেক্টর জমিতে কমলালেবুর চাষ হয়। গতবছর প্রতি হেক্টরে গতবছর ফলন হয়েছিল ৮-১০ টন। এবার সেই লক্ষ্যমাত্রা কি ছোঁয়া যাবে? জেলা হর্টিকালচার বিভাগের পাশাপাশি কমলাচাষিদেরও আশঙ্কা সেখানেই। কারণ, যেভাবে আবহাওয়ার বদল হচ্ছে তাতে কমলার স্বাদ নিয়ে আশঙ্কা থাকছেই।

একসময় কালিম্পং জেলায় অর্থনীতির ভিত্তি ছিল এই কমলা চাষ। কিন্তু বাঁদরের অত্যাচার, আবহাওয়ার তারতম্য এবং কিছুটা হলেও সরকারি নিষ্ক্রিয়তায় সেই ঐতিহ্য যেন ধীরে ধীরে হারিয়ে যাচ্ছে। ফলে শীতের নরম রোদে গাড়ি দাঁড় করিয়ে ডুয়ার্সের রাস্তায় কমলা কেনার চেনা ছবিটা এবার কতটা দেখা যাবে, তা নিয়ে সন্দেহ থাকছে।

বিডিও'র নীলবাতি জাদু

প্রথম পাতার পর

তমোজিৎ চক্রবর্তীকে একাধিকবার ফোন করা হলেও তিনি ফোন তোলেননি। মেসেজ করা হলেও উত্তর দেননি। প্রশান্তর আইন ভেঙে নীলবাতি ব্যবহার নতুন নয়। গোয়েন্দারা জানতে পেরেছেন, কালচিনির বিডিও থাকাকালীন প্রশান্ত দুটো নীলবাতি লাগানো গাড়ি ব্যবহার করতেন। সেই গাড়িগুলো সম্পর্কেও খোঁজখবর নিতে শুরু করেছেন তাঁরা। ইতিমধ্যেই দুটি গাড়ি চিহ্নিত করা হয়েছে। দুটি গাড়িই ভাড়ায় নিয়ে নীলবাতি লাগিয়ে ব্যবহার করা হত। বিডিও নিজেই সেই বাতি লাগিয়েছিলেন। গাড়ি দুটিই আলিপুরদুয়ার আঞ্চলিক পরিবহণ দপ্তরে রেজিস্ট্রেশন করা হয়েছে। ওই দুটি গাড়ি প্রশান্ত এখনও ব্যবহার করছেন কি না সে সম্পর্কেও নিশ্চিত হতে চাইছেন তদন্তকারীরা। বেআইনি কাজকর্মকে আড়াল করার জন্যই প্রশান্ত নীলবাতির গাড়ি ব্যবহার করতেন বলেই আশঙ্কা তাঁদের। গোয়েন্দারা বলছেন, স্বর্ণ ব্যবসায়ী হত্যাকাণ্ডে অপহরণ এবং দেহ লোপাটের ক্ষেত্রে যাতে কারও সন্দেহ না হয় তারজন্য পরিকল্পনা করেই নীলবাতির গাড়ি ব্যবহার করা হয়েছিল। প্রশান্ত বারবার চক্রান্তের তত্ত্ব সামনে আনলেও তদন্ত যত এগোচ্ছে ততই নতুন তথ্য উঠে আসছে। সূত্রের খবর, ইতিমধ্যেই প্রশান্তর বিপুল পরিমাণ সম্পত্তির খতিয়ান তৈরির কাজ শুরু করেছেন গোয়েন্দারা। তাতে বিডিও'র আয়বহির্ভূত সম্পত্তির হদিসও মিলেছে। নিউটাউনের যে আবাসনে স্বর্ণ ব্যবসায়ীকে খুন করা হয়েছিল সেই আবাসনটিও প্রশান্তর বলেই ধারণা তদন্তকারীদের। ইতিমধ্যেই প্রশান্তর নামে আবাসনের বিদ্যুৎ বিলের নথিও হাতে পেয়েছেন তাঁরা। কোচবিহারেও একটি নীলবাতি লাগানো গাড়ির খোঁজ পেয়েছেন গোয়েন্দারা, যে গাড়িটির সঙ্গে প্রশান্তর যোগ থাকতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। ওই গাড়িটি খুনের ঘটনায় ধৃত তৃণমূল নেতা সজল সরকার বা তাঁর ভাই মাঝেমধ্যে ব্যবহার করতেন কি না তা যাচাই করে দেখছেন তদন্তকারীরা। সূত্রের খবর, এক গাড়ির চালককে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ইতিমধ্যেই আটকও করেছেন তাঁরা।

খুনে অভিযুক্ত বিডিও'র নীলবাতির গাড়ি ব্যবহারের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ জরুরি বলেই মনে করছেন আইনজীবীরা। হাইকোর্টের আইনজীবী সন্দীপ মণ্ডলের বক্তব্য, 'সুপ্রিম কোর্টের গাইডলাইন, মোটর ভেহিকল রুল এবং ২০১৪ সালে জারি করা রাজ্য সরকারের নির্দেশিকা- কোনওকিছু অনুসারেই একজন বিডিও নীলবাতির গাড়ি ব্যবহার করতে পারেন না। আইন ভাঙলে কড়া পদক্ষেপ জরুরি। একজন সরকারি আধিকারিক আইন ভাঙলে সাধারণ মানুষের কাছে ভুল বার্তা যায়।'

১৬
ট্রাভেল ব্লগ
রুমি বাগচী

১৭
ছোটগল্প সম্পা পাল
কবিতা মণিদীপা নন্দী বিশ্বাস, গৌতম বাড়ুই, মলয় চক্রবর্তী, সুনীতা দত্ত, আশিস চক্রবর্তী, বনশ্রী ঘোষ ও মনোজ চক্রবর্তী

রিক্তসিক্ত

হেমন্ত শেষে হলদে-সবুজ ধানখেতের ম্যাজিক-রং প্রতিদিনই একটু একটু করে বদলাচ্ছে। তার আগমনী স্পর্শও এখন স্পষ্ট। নবজীবনের মতোই স্মৃতিমিশ্র এই ঋতু কখনও চিরবিদায়ের প্রতীকও। তবে নগরায়ণ ও দূষণের চাপে শীতও আজ যেন নিজস্ব ছন্দ হারাতে বসেছে।

গর্বের গল্প আজ কুয়াশামাখা ভোরের বিষাদগাথা

সুতপা সাহা

নবান্নের ঘ্রাণ শেষ হতে না হতেই দোরগোড়ায় এসে উপস্থিত শীত। হেমন্তের সোনালি মাঠগুলো কৃষকের মুখে হাসি ফোটালে তারপর কিছুদিন খালি পড়ে থাকে সেই শস্যভূমি। বিবর্ণ স্তূপীকৃত ঝরাপাতারা মমতার বন্ধনে জড়াতে না জড়াতেই ধীরে ধীরে সেই বন্ধন শিথিল হতে থাকে আর খোলা বন-প্রান্তরে কেবল শীতার্ত বাতাস ঘুরপাক খায়। ধুলোবালির সঙ্গী হয়ে উড়ে যায় ঝরাপাতার দল। কবি শেলী তাঁর কবিতায় লিখেছিলেন, সারাটা শীত জুড়ে পৌষ-মাঘের শীতল বিছানায় হেমন্তের ঝরাপাতারা ঘুমিয়ে থাকে, নতুন প্রাণকে লালন করবে বলে।

এক ইতিহাসবিদ লিখেছিলেন, আড়াই হাজার বছর আগে বিশ্ববিজয়ী আলেকজান্ডারকে বিপাশার তীর থেকে দেশে ফেরত পাঠিয়েছিলেন যে পরাক্রান্ত ভারতীয় সেনাপতি, তিনি হলেন 'গ্রীষ্মের দাবদাহ'। সেই যে গ্রীষ্মের ছোঁয়া লেগে গেল সকলের দেহে ও মনে, তাই মোটামুটি গ্রীষ্ম আর বর্ষাতেই আটকে গেল বঙ্গবাসীর সৃজনশীলতা। বাংলা কাব্য-কবিতায় কেন যেন অধিকাংশ ক্ষেত্রে শীত চিত্রিত হয়েছে রিক্ততা, প্রাণহীনতা, নিষ্ঠুরতা, বিরহ কাতরতার প্রতীক হিসাবে। পাশ্চাত্যের সৃজনচেতনাতেও শীত হল মৃত্যু ও অন্ধকারের প্রতীক। শীতের যেন কোনও প্রাণোচ্ছল রূপমাধুরী নেই, সে রিক্ত ধ্যানমগ্ন মহাতাপস।

'আরম্ভিছে শীতকাল, পড়িছে নীহার-জাল,
শীর্ণ বৃক্ষশাখা যত ফুলপত্রহীন'

শীতের প্রারম্ভে প্রকৃতি যতই রিক্ত, শূন্য হোক, রবীন্দ্রনাথ বাংলার শীতের মধ্যে রিক্ততাকে দেখলেও তিনিই আবার কোথাও কোথাও শীতকে তার অন্য রূপেও আবিষ্কার করেছেন। পাতা খসানোর সময়-শুরুর বার্তা তো অনেক আগেই পৌঁছে দিয়েছেন কবি আমলকী গাছেদের কাছে, তাদের ডালে ডালে। হলুদ চাদরে ঢেকে গেছে সর্ষের ক্ষেত, তার মাঝে সবুজ পাতার আঁকিবুঁকি, এমন দৃশ্য তো শীতের দিনেই আসে।

বাংলা কাব্য-কবিতায় কেন যেন অধিকাংশ ক্ষেত্রে শীত চিত্রিত হয়েছে রিক্ততা, প্রাণহীনতা, নিষ্ঠুরতা, বিরহ কাতরতার প্রতীক হিসাবে। পাশ্চাত্যের সৃজনচেতনাতেও শীত হল মৃত্যু ও অন্ধকারের প্রতীক।

বাংলার পথে-প্রান্তরে, মাঠেঘাটে তখন তাকালেই চোখে পড়ে খেজুর গাছে ঝুলছে ছোট্ট রসের হাঁড়ি। কোথাও গাছ থেকে রস নামানোর প্রস্তুতি নিচ্ছেন শিউলিরা আর ফসলের মাঠজুড়ে সোনালি আভায় সকাল-সন্ধ্যা জমতে থাকে হিম হিম কুয়াশা। হাট-বাজারে সবজিপসারির ডালায় ডালায় থরে থরে সাজানো শীতের সবজি ফুলকপি, বাঁধাকপি, মুলা, শালগম, ওলকপি, গাজর, টমেটো। নদীর বুকে কোথাও হাঁটুজল, কোথাও বা খটখটে চর জাগে। আর দুরন্ত কিশোর-কিশোরীরা মেতে ওঠে অল্প জলে মাছ ধরার উৎসবে। সেইসঙ্গে খাবারের খোঁজে খাল-বিল আর মাঠে-ঘাটে নামে সাদা বকের ঝাঁক। খেজুরের রস-গুড়, নবান্নের আবহ, পিঠেপুলির আয়োজন- সব মিলিয়ে শীতকাল বাঙালির সংস্কৃতির এক পূর্ণ প্রকাশ। এই পৌষ-মাঘ মিলে বাংলার যে শীতকাল, তা বোধহয় শুধু রিক্ততা আর বিরহবোধের নয়, পূর্ণতারও বটে। শরৎ আর হেমন্তের যে আয়োজন, শীতে তার পরিণতি ও সমৃদ্ধি।

এই বঙ্গে শীত আসে শিশিরের শব্দের মতো। মটরশুঁটি আর সবুজ ঘাসের ডগায় টলমল করে শিশিরের ফোঁটা। শিশিরমাখা ভোর, মিঠে রোদের দুপুর কিংবা ঘন কুয়াশার রাত— তার সঙ্গে পরম যত্নে আগলে রাখা শীতকালীন সংস্কৃতি, শীতের আদি জীবনধারা। ধান কাটা হয়ে গেলে শীতকালে ধানগাছশূন্য ফাঁকা মাঠকে রিক্ত মনে হয়। 'সোনার তরী'তে তার নিজহাতে কাটা সব ধান নৌকায় তুলে নেওয়ায় কৃষকের মনে রিক্ততা। রাশি রাশি ভারা ভারা ফসল ফলানো মাঠের পাশে দাঁড়ানো সর্বস্বান্ত মানুষ। শীতের ফসলশূন্য মাঠ যখন আকাশের দিকে মুখ তুলে চিৎ হয়ে থাকে, তখন তাকে সত্যিই বড় নিঃস্ব মনে হয়। মনে পড়ে জীবনানন্দ দাশের বিখ্যাত 'মৃত্যুর আগে'র শুরুর পংক্তি —'আমরা হেঁটেছি যারা নির্জন খড়ের মাঠে পউষসন্ধ্যায়'। মাঠের গোছা গোছা খড় আকাশের দিকে অস্তিত্ব জানান দিয়ে তখন মৃত মাথা খাড়া করে দাঁড়িয়ে থাকে আর সেখানে শেষ পৌষের সন্ধ্যায় হালকা শিশিরে সিক্ততার ভেতরে এক নিঃসঙ্গতা এসে ভর করে।

এরপর ষোলোর পাতায়

জলসায় কিশোরকণ্ঠি গাইছেন 'ইয়ে সাম মস্তানি...'

সৌগত ভট্টাচার্য

হেমন্ত শেষে হাইওয়ের ধারে হলদে-সবুজ ধানখেতের ম্যাজিক-রং প্রতিদিন একটু একটু করে বদলাতে শুরু করে। তারপর একদিন বিকেলে অঘ্রানের ধান কাটা মাঠের রং আর সূর্যের রং এক হয়ে যায়। মাঠের মাঝে ছাতার মতো বিরাট পাকুড় গাছের তলায় দাঁড়িয়ে থাকে একটা চারচালা মন্দির।

শূন্য ধানখেত, মন্দির আর আকাশ- তিনজন দিগন্তরেখার সীমানায় এসে দাঁড়ায়। খুব পরিচিত এই শীত-ফ্রেমজুড়ে লেগে থাকে এক অদ্ভুত এক মায়া জড়ানো বিষণ্ণতার রং। অঘ্রানে সন্ধ্যা নামলে তিস্তা নদী থেকে বয়ে আসা বাতাসের গন্ধ পালটে যায়। এই গন্ধ শীতের নিজস্ব! মাঠঘাট পথ খাল বিল নিয়ে যে অসীম চরাচর, সে একটা হালকা কুয়াশা-রঙের আলোয়ান গায়ে জড়ায়। এই শীত-বিকেল যতটা শীতলতার, তারচেয়ে অনেক বেশি উষ্ণতাকাঙ্ক্ষী।

পূর্ণিমার চাঁদ ওঠে। লেপাপোঁছা উঠোনে চালগুঁড়ো দিয়ে আঁকা নবান্নের আলপনার ওপর সন্ধ্যার হিম আর খানিকটা জ্যোৎস্না পড়ে। বিকেলের ধূসরতা কেটে গেলে নতুন চালের পিঠে পুলি পায়েসের গন্ধে ভরে যায় গৃহস্থের ঘরদোর। যুগ যুগ ধরে এত সামান্য উপকরণে বানানো পায়েস পিঠে পুলির স্বাদ প্রতি বছর শীতে নতুন করে বিস্মিত করে জিভের পুরোনো স্বাদকোরকদের! লোকাল বেকারির নরম সেলোফেন মোড়ানো কেকের গন্ধ মফসসল শহরে শীতকাল নিয়ে আসে। এইসব কাণ্ডকারখানা আমাদের পরিচিত আকাশতলেই ঘটে চলে আবহমান কাল ধরে... পৃথিবীকে বড় মায়াময় লাগে!

শীতের রাতগুলো নিঃশব্দে হিমের মতো নেমে আসে। হিমকে রাতের খুব কাছেরজন বলে মনে হয়। শীতের রাত নামার একটা সুর আছে, ছন্দ আছে, লয় আছে। দিনের আলোর কাছ থেকে কিছুটা সময় কেড়ে নেয় দীর্ঘ রাতগুলি। শীতল রাতে বহুদূর থেকে একটা আবছা গান ভেসে আসে। রাত বাড়লে কুয়াশারা জাদুকর হয়ে ওঠে। যত রাত বাড়ে গানের শব্দ স্পষ্ট শোনা যায়, যেমন শোনা যায় দূর স্টেশন দিয়ে ট্রেন চলে যাওয়ার শব্দ। দূরে কোনও জলসায় কিশোর কণ্ঠি গায়ক তার গলার কুয়াশার যাবতীয় পর্দা সরিয়ে গাইছেন, 'ইয়ে সাম মস্তানি...।' একটা সময় ছিল যখন রাত্রিবেলায় লেপের তলায় ঢুকলে ঘুমের আগে লালকমল নীলকমল আসত, তারপর ঘুম আসত। আজকাল তারা আর আসে না। এখন শীতের রাতে কিশোরকুমার, আরডি আসেন। অর্কেস্ট্রায় সেই গানের মাঝে যখন শুধুই গিটার বাজে, মনে হয় রোদেলা দুপুরে ধুনকর তার ধুনানির তার বাজিয়ে পাড়া দিয়ে চলে যাচ্ছে...

আরও অনেক কিছুর মতো লালকমল নীলকমল তার স্বপ্ন নিয়ে; ধুনকর তার ধুনানি নিয়ে শীতের দেশ ছেড়ে কোথায় যে চলে গেছে আর জানা হয়নি!

অনেক দূরে চলে গেছে... সেই স্টিম ইঞ্জিন টানা প্যাসেঞ্জার ট্রেনটি। যেটা সকালবেলা সিগন্যালের অপেক্ষায় সবুজ মফসসল টাউন স্টেশনের আউটারে দাঁড়িয়ে অক্লান্ত হুইসল দিত, তার সাদা ধোঁয়া আর কুয়াশা মিলেমিশে একাকার হয়ে যেত। শীতের রোববার হাঁড়ি কড়াই বাসনপত্র সমেত পৌঁছে দিত আমবাড়ি ফালাকাটায়। সেখানে শীর্ণ এক নদীর পাড় ছিল স্বপ্নের পিকনিক স্পট। সন্ধেবেলায় সেই ট্রেনটিই যখন হুইসল বাজিয়ে জলপাইগুড়ি স্টেশনে ফিরত, স্টেশনের নরম হলুদ আলো তখন কুয়াশায় ঢেকে গেছে। যাত্রীদের নামিয়ে অঘ্রানের শিশিরভেজা ফাঁকা মাঠ, ঠান্ডা হাওয়ায় একা দাঁড়িয়ে থাকা চারচালার মন্দিরের পাশ দিয়ে ট্রেনটি আস্ত একটা শীতকালকে নিয়ে কোথায় যে চলে গেল...

মাঙ্কি টুপি পরে কাঠের গ্যালারিতে বসে দেখা সার্কাসের সেই জোকারটি, যে প্রবল ঠান্ডায় গায়ে ঢোলা একটা জামা পরে আছে, যে জামায় হরেক রঙের কাপড়ের তালি লাগানো... সার্কাসের বাজনা বাজছে... সে দর্শককে হাসিয়ে যাচ্ছে।

এরপর ষোলোর পাতায়

ছবিগুলি তুলেছেন মাজিদুর সরদার

ধোঁয়াশা বর্ণের মানুষের জীবনের প্রতিচ্ছবি

শ্রীপর্ণা মিত্র

মানুষের জীবন প্রকৃতি দ্বারা প্রভাবিত। কারণ মানুষ নিজেই প্রকৃতির অংশ এবং প্রকৃতি ও ঋতু হল এক ও অবিচ্ছেদ্য। তাই এরা একে অপরের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে সৃষ্টির সময়কাল থেকে। মনে পড়ে ছোটবেলায় গ্রামের বাড়িতে শীত আসত কাঁপুনি দিয়ে বলা হত 'হাড় কাঁপানো শীত'। দুর্গাপুজোর পর থেকেই শীতের প্রচ্ছন্ন প্রভাব লক্ষ করা যেত গ্রামাঞ্চলে। আগমনী শরতের পর, প্রৌঢ় হেমন্তকে বিদায় জানিয়ে চলে আসত জবুথবু শীত ঋতুর নির্মম বার্ধক্য।

কবিগুরু তাঁর বোধন কবিতায় লিখেছেন -
"নির্মম শীত তারি আয়োজনে
এসেছিল বনপারে।
মার্জিয়া দিল শ্রান্তি ক্লান্তি,
মার্জনা নাহি কারে।"

শিল্প, সংস্কৃতি, সাহিত্য, চলচ্চিত্র হল প্রকৃতি ও মানুষের এক নিবিড় অনুভূতির প্রকাশ। তাই বাংলার শিল্প, সাহিত্য, চলচ্চিত্রেও শীতের বহুমাত্রিক রূপ অঙ্কিত হয়েছে। তারই মধ্যে একটি রূপ শুষ্ক, কঠিন, রিক্ত, নিঃস্ব। আসলে শীত এখানে জীবনের একটি পর্যায় ভিন্ন আর কিছু নয়। শীতের কাঁপুনি, নিস্তব্ধতা, জড়তা এবং বিষাদের সুর শীতকে বার্ধক্য পর্যায়ে পৌঁছে দিয়েছে, বয়স এবং জীবনের ভারে ক্লান্ত সে যেন এক বৃদ্ধ নাগরিক, হতাশা এবং শূন্যতা দিয়ে তার অভিজ্ঞতার ঝুলি ভর্তি। কবি জীবনানন্দ দাশ যার কলমের প্রতিটা অক্ষরে বাংলার অনন্য রূপ ফুটে উঠেছে তাঁর কাছেও শীত কিন্তু শুধুমাত্র ঋতু নয়। তাঁর লেখায় শীতের নীরবতা, পাতা ঝরা, কুয়াশা মানুষকে নিয়ে যায় চিরমুক্তির তেপান্তরে। তাই তিনি লিখেছেন– 'এই সব শীতের রাতে আমার হৃদয়ে মৃত্যু আসে।' এই মৃত্যু তো আসলে প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাওয়ার মুক্তি।

চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম লক্ষ করা যায় না। ঋত্বিক ঘটকের চলচ্চিত্রে সামাজিক ও মানসিক সংকটকে গভীরভাবে ফুটিয়ে তোলার জন্য শীতকে উপস্থাপন করা হয়েছে। 'সুবর্ণরেখা' বা 'মেঘে ঢাকা তারা'-তে যা স্পষ্ট দেখা যায়। এছাড়াও বিভিন্ন চলচ্চিত্রে কুয়াশাকে কখনও মৃত্যু, কখনও সময়ের ক্ষয় বা কখনও প্রকৃতির বুকে লীন হয়ে যাওয়ার প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। আবার কখনও কুয়াশা এক রহস্যময় আবরণ।

শীতের কাঁপুনি, নিস্তব্ধতা, জড়তা এবং বিষাদের সুর শীতকে বার্ধক্য পর্যায়ে পৌঁছে দিয়েছে, সে যেন এক বৃদ্ধ নাগরিক, হতাশা এবং শূন্যতা দিয়ে তার অভিজ্ঞতার ঝুলি ভর্তি।

চিত্রকলার ক্ষেত্রেও শীতকাল মানেই ঘোলাটে নীল সাদা আকাশের নীচে ধোঁয়াশা বর্ণের মানুষের জীবনের প্রতিচ্ছবি। এ যেন এক বর্ণহীন, রংহীন, অনুজ্জ্বল কিছু রংয়ের খেলা- যেন রংহীন, বর্ণহীন হয়ে এক নারীর বৈধব্য যাপন। শীতে শরীরের রুক্ষতা কি আমাদের মনকেও এতটাই রুক্ষ করে দেয় যে আমরা রংয়ের ক্ষেত্রেও কার্পণ্য করি? এখানেই শীত আমাদের কাছে রিক্ততার প্রতীক হিসেবে উদযাপিত হয়ে উঠেছে।

কিন্তু বাস্তব প্রেক্ষাপটে শীত কি এতটাই মলিন আমাদের জীবনে? তবে তার জন্য কেন এত তীব্র অপেক্ষা? কেন কবির কলমে উঠে এসেছে 'শীতকাল কবে আসবে সুপর্ণা?' এই প্রকৃতিই আবার শীতকে নিয়ে গেয়েছেন জীবনের জয়গান- উৎসব এবং ঐতিহ্যের মধ্যে দিয়ে। শীত মানেই- ফলের পসরা, সবজির মেলা, ফসল তোলার গান, নবান্ন, পিঠেপুলি, খেজুরের রস, নলেন গুড়, পরিযায়ী পাখি, শীতের শহরে সাহিত্যের উষ্ণ ছোঁয়া নিয়ে বইমেলা, কুয়াশার মায়ায় মাখানো নরম রোদে পিঠ দিয়ে ছাদে বসে টেস্ট পেপার সলভ, মায়ের কাঁথা সেলাই, বড়ি দেওয়া বা সোয়েটার বোনা, বাহারি রং নিয়ে পৌষমেলা, কল্পতরু উৎসব, প্রেমের বার্তা নিয়ে সরস্বতীপুজো, ভ্যালেন্টাইন্স ডে। এই শীতই তো আমাদের আবেগ, উষ্ণতার অনুভূতিকে সিক্ত করে প্রতিনিয়ত। তাই কবি মহাদেব সাহা শীতকে তাঁর আরোগ্যের মলম হিসেবে বর্ণনা করেছেন 'শীতের সেবায় তবে সেরে উঠি'।

এরপর ষোলোর পাতায়

ঈশ্বরের দান এন্টিলোপ ক্যানিয়ন

রুমি বাগচী

একটি শ্যামলা নাভাহো কিশোরী ভেড়া চরাচ্ছে। হঠাৎ পাহাড়ের গায়ে একটি গুহা দেখতে পেয়ে কৌতূহলে একটু একটু করে ভেতরে ঢুকতে থাকল। দু'দিকের দেওয়ালে পাথরের কারুকার্য। যেতে যেতে একটি জায়গায় এসে তার হাত-পা কাঁপতে শুরু করল। চোখের সামনে সূর্যের এক অলৌকিক রূপ। সে কি চোখের সামনে ঈশ্বরকে দেখছে? জায়গাটি আমেরিকার আরিজোনা প্রদেশের এন্টিলোপ ক্যানিয়ন। মূলত স্যান্ডস্টোনের এই ক্যানিয়নের কারিগর হাওয়া ও বৃষ্টি আর সূর্য করেছে এর অলংকরণ! কিন্তু তাহলে পৃথিবী, হাওয়া, বৃষ্টি, সূর্যকে সৃষ্টি করেছে কে? সেটা রহস্য। এই তীব্র রহস্যই এন্টিলোপ ক্যানিয়নের সৌন্দর্য। আর এই ক্যানিয়নকে ঘিরে তৈরি হয়েছে আরিজোনার 'পেজ' নামের ছোট্ট শহর।

একটি জায়গা তো হঠাৎ করে জন্ম নেয় না। চারপাশের ঘটনা, প্রকৃতি নিয়ত তাকে গড়ে উঠতে সাহায্য করে।

লস অ্যাঞ্জেলেস থেকে ৫৪৬ মাইল। যেতে যেতে রাস্তার দু'দিকে শুরু হল গাঢ় লাল পাহাড় আর মাটি। এই হল এন্টিলোপ ক্যানিয়নের গড়ে ওঠা। প্রকৃতি একটি বড় শিল্প সৃষ্টি করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। আরিজোনা, কলোরাডো, ইউটা আর আলবুকারকি --- এই চারটে রাজ্য যেখানে মিলেছে, সেখানে এটি একটি নাভাহো ইন্ডিয়ান রিজার্ভেশন। এন্টিলোপ ক্যানিয়ন সমেত পেজ শহরটি এই রিজার্ভেশনের মধ্যে।

এটা জানার পর থেকেই অধীর হয়ে আছি যে গাইড হিসেবে নিশ্চয়ই একজন নাভাহো পাব। ঠিক তাই। বাদামি ত্বকের নাভাহো তরুণ কাই। এই সেই নেটিভ আমেরিকান যাঁদের দেখে কলম্বাস ইন্ডিয়ান ভেবে ভুল করেছিলেন। নিজের দিকে তাকালাম, হ্যাঁ, একই তো গায়ের রং।

কাই-এর কথার ফাঁকে ফাঁকে প্রশ্ন গুঁজে দিচ্ছি --- তোমাদের অনেকেই এই রিজার্ভেশনে না থেকে এখন বাইরের শহরে গিয়ে চাকরিবাকরি করছে।

--- হ্যাঁ। এখানে পড়াশোনার সুযোগ কম। কিন্তু আমরা প্রকৃতির সন্তান। প্রকৃতিই আমাদের দেখে।

---তোমার শহরে যেতে ইচ্ছে করে না?

কাই দূরের দিকে তাকিয়ে বলে, এই ক্যানিয়ন ছেড়ে থাকতে পারব না।

-- ট্যুরিস্ট না এলে কী করো?

---মা, ঠাকুমার নেটিভ ইন্ডিয়ান জুয়েলারির দোকানে কাজ করি।

--- তোমাদের এখানে তো তেলের বিরাট খনি আছে। সেখানে চাকরিবাকরিও আছে। সেখানে কিছু?

----- আমেরিকানরা তেল তোলার জন্য প্রকৃতিকে আঘাত করে। সেটা অন্যায়। গলায় রাগ।

--- তোমার ছেলেমেয়ে আছে?

--- এক ছেলে, এক মেয়ে। ওরা স্কুলে যায়।

---- বাঃ। দেখো, যেন স্কুলে যাওয়া বন্ধ না করে।

আমরা এসে গিয়েছি। দু'দিকে পাথরের দেওয়াল অনেক উঁচুতে উঠে গেছে। সেখানে নানা রং। নানা আকৃতিও। অজস্র পাথরের ঢেউ। যেন কোনও শিল্পী এখানে তাঁর সৃষ্টি নিয়ে পাগল হয়েছিলেন।

কার মনন ও দক্ষতায় তৈরি এই শিল্প?

কৌতূহল তুঙ্গে হচ্ছে কী করে আরিজোনা এত লাল! আয়রন অক্সাইড অর্থাৎ রেড ওয়াল লাইম স্টোন। এর ওপরে যুক্ত হল রেড স্যান্ডস্টোন। সারা আরিজোনাজুড়ে এই লাল পাথরের টিলা। এরপর পাথরের ফাটল দিয়ে বৃষ্টির জল নামতে শুরু করায় ধীরে ধীরে ফাটলগুলো চওড়া হল। বাতাস আর জল একসঙ্গে পাথরে নানা আকৃতির জন্ম দিল। স্যান্ডস্টোনে অজস্র খিলান, খাঁজ। দেওয়ালে আলতো স্পর্শ করা ছাড়া আর কিছু করার অনুমতি নেই।

এই কারুকার্যের সঙ্গে যোগ হয়েছে অবিশ্বাস্য আলোর খেলা। মাথার ওপরে নানা জায়গায় ছোট ছোট ফাঁক দিয়ে সূর্যের আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে ক্যানিয়নের ভেতরে, পাথরে ধাক্কা খেয়ে ছায়ার সৃষ্টি করছে। কিন্তু পাথরে এত তরঙ্গ হয় কী করে!

অবিশ্বাস্য এই ক্যানিয়ন ধরিত্রী মাতার দান। দুর্বল সন্তানের জন্য মা আঁচলে যেমন করে কিছু লুকিয়ে রাখে, তেমনি করে নাভাহোরা এই এন্টিলোপ ক্যানিয়নকে পেয়েছে। না হলে জীবন এখানে কঠিন, কঠোর।

এই ক্যানিয়নে এক ঘণ্টার জন্য দিতে হয় ১০ হাজার ভারতীয় টাকা। এটাই নাভাহোদের উপার্জনের উপায়।

গাইড কাই হঠাৎ উত্তেজিত গলায় বলে উঠল --- 'দিই ইন ডেমেহ' আজ কৃপা করেছেন।

দেখি অবর্ণনীয় দৃশ্য -- আকাশ থেকে সোজা বর্শার ফলার মতো যেন তরল আলো এসে মাটিকে বিদ্ধ করছে।

আয় মন বেড়াতে যাবি

আরিজোনা, কলোরাডো, ইউটা আর আলবুকারকি - এই চারটে রাজ্য যেখানে মিলেছে, সেখানে এটি একটি নাভাহো ইন্ডিয়ান রিজার্ভেশন। এন্টিলোপ ক্যানিয়ন সমেত পেজ শহরটি এই রিজার্ভেশনের মধ্যে।

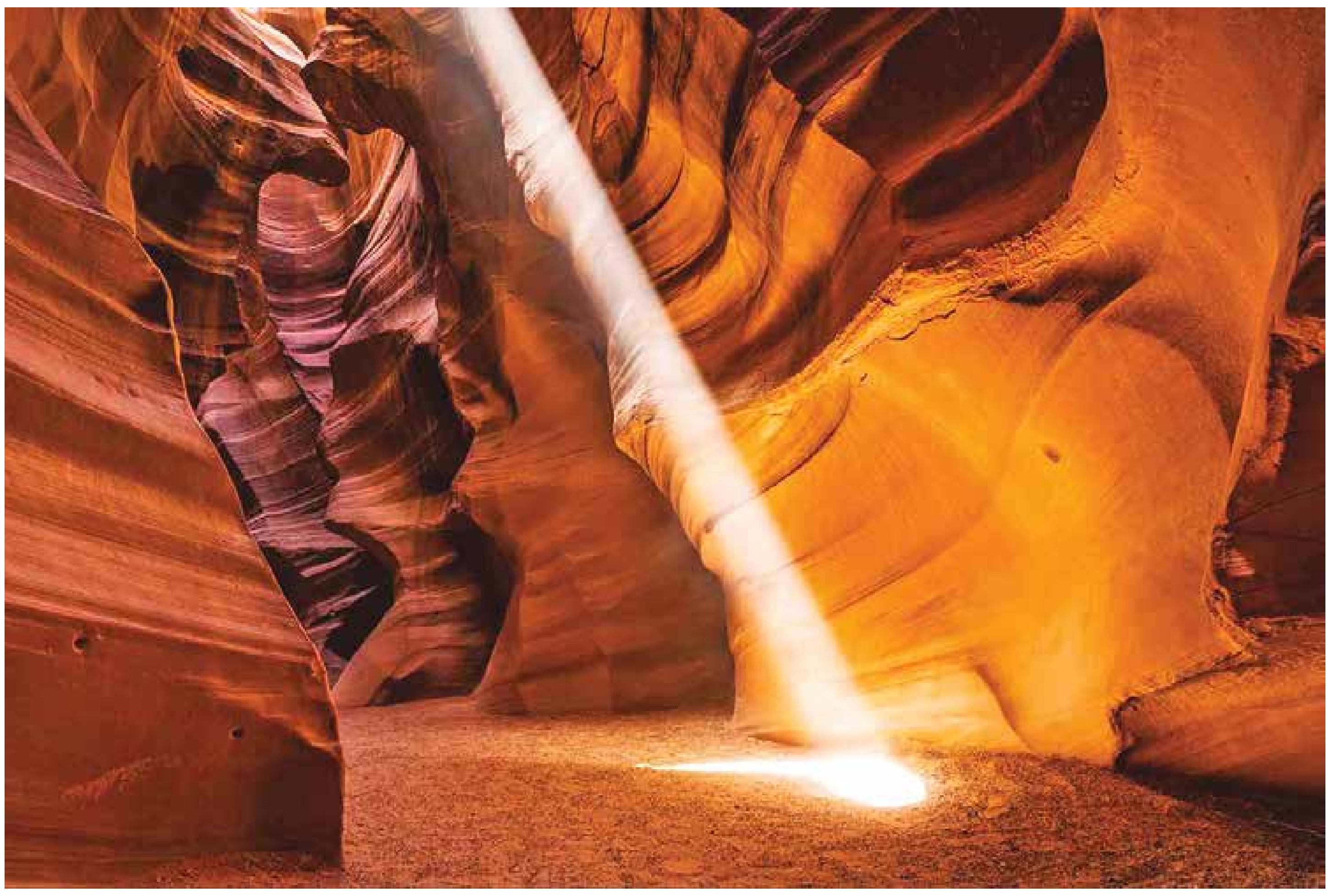

আর সেই ছটায় চারপাশের লাল স্যান্ডস্টোন যেন জ্বলছে। কমলা রঙের বিচ্ছুরণ চারদিকে। নাভাহো-রা মনে করে ঐশ্বরিক আত্মা মানুষের সঙ্গে এভাবে যোগাযোগ স্থাপন করে।

দুর্লভ এই দৃশ্য বেশিক্ষণ থাকে না। ধীরে ধীরে সূর্য সরছে, তার সঙ্গে সঙ্গে ক্যানিয়নের সর্বত্র রঙের পরিবর্তন হচ্ছে।

জ্বলন্ত কমলা রঙের পাথর মুহূর্তে স্নিগ্ধ। ঈশ্বর নিজেকে গুটিয়ে নিচ্ছেন।

ক্যানিয়নের বাইরে বেরিয়ে এসে দেখি আকাশ ভর্তি মেঘ।

যেতে যেতে আবার কাই-এর সঙ্গে কথা বলা শুরু। নেটিভদের সম্পর্কে আমেরিকানদের দৃষ্টিভঙ্গি জানি। ওঁদের কথাও তো শোনা দরকার।

কলম্বাস যখন আমেরিকায় এল, তখন এই নেটিভ আমেরিকানরা মুখে আঁকিবুকি কেটে বাইসনের পিঠে ঘুরে বেড়ায়। বাইসনকে মেরে তার মাংস খায় আর বাইসনেরই চামড়ায় শরীর ঢাকে। আর কলম্বাস তখন জাহাজ, কম্পাস, আওয়ার গ্লাস ব্যবহার করে দিক নির্ণয় করে দুনিয়া ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

এরপর বিভিন্ন দেশ এসে নেটিভদের হটিয়ে জমি দখল শুরু করল। নেটিভরাও পালটা লড়াই করল, করবেই বা না কেন! বহুকাল ধরে তারাই তো এখানে থাকে। দু'পক্ষেরই প্রচুর মারা গেল। ব্রিটিশ, ফ্রেঞ্চ, জার্মানদের সঙ্গে প্রযুক্তি ছাড়া পেরে ওঠা অসম্ভব।

আমেরিকানরা এ দেশে গুছিয়ে বসেই শস্যশ্যামল, উর্বর জায়গাগুলো থেকে নেটিভ ইন্ডিয়ানদের প্রান্তিক ও অনুর্বর স্থানে চলে যেতে বাধ্য করে। সেই ভূমিখণ্ডগুলোই 'ইন্ডিয়ান রিজার্ভেশন' নামে পরিচিত। এখানে ওরা নিজেদের মতোই থাকে। তবে শর্ত হল, কাঁচা মাংস খাওয়া চলবে না। বাইসনের চামড়ায় শরীর ঢাকার বদলে ভদ্র জামাকাপড় পরতে হবে। পশুহত্যা ছেড়ে পশুপালন করতে হবে। স্কুল করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু পড়াশোনার দিকে ওদের উৎসাহ কম।

গাইডের কাজ শেষ। বললাম, আগে সত্যিই তোমাদের জায়গাজমি কেড়ে নেওয়া হয়েছে। তোমরাও নিজেদের মধ্যে মারামারি কাটাকাটি করতে।

কিন্তু এখন তো তোমাদের অনেক সুযোগসুবিধে দেওয়া হয়। খাবার, জামাকাপড়, বাড়ি বানাতে সরকারি সাহায্য। শিশু, বয়স্ক ও অসুস্থদের দায়িত্ব নেওয়া। ট্যাক্স-ও কম।

---- যতটা বলে, ততটা দেয় না।

--- তাহলে শহরে চলে যাও। সেখানেও তো তোমাদের কলেজের খরচ কম। এখানে অপরাধ অনেক বেশি। তোমাদেরই আইন, পুলিশ, তবুও। অন্যের দেওয়া সুবিধের ওপর নির্ভর করে বসে থাকলে কি চলে! নিজেকে খাটতে হয়। ব্রিটিশ, জার্মান, স্প্যানিশরা এত দূর থেকে এসেও দেশটাকে পালটে ফেলল কী করে!

তোমার ছেলেমেয়ের কথা কি ভাবছ, কাই? ওরাও কি এখানেই থেকে যাবে?

---- ওরা যদি শহরে যায়, তাহলে ওরা আর নাভাহো থাকবে না, আমেরিকান হয়ে যাবে।

--- তাই বলে, অশিক্ষিত হয়ে থাকবে!

-- শহরের ছেলেমেয়েদের ঠাটবাট দেখে ওরাও শহরেই চলে যেতে চায়--- গলায় অপরাধবোধ।

চলে আসার আগে কাইকে বললাম, ওরা অবশ্যই যেন শহরে গিয়ে পড়াশোনা করে। দেখো, তারপর আর ওদের ফিরে তাকাতে হবে না। বৃহত্তর জীবন এক আশ্চর্য জিনিস, কাই।

জলসায় কিশোরকণ্ঠি গাইছেন 'ইয়ে সাম মস্তানি...'

পনেরোর পাতার পর

খেলা শেষে সেই খর্বকায় জোকার সাদা কাকাতুয়াটাকে বুকের কাছে টেনে নিত। দুজনের সামান্য উষ্ণতা বিনিময় হত কি না কে জানে! সেই জোকার আর আমার শহরে আসে না...

শূন্য করে চলে যাওয়ার পরও মরশুমি পাতার মতো কত ফিরে আসার অপেক্ষা মুখ লুকিয়ে থাকে জীবনজুড়ে! সেই কোন হিম যুগ থেকে কাশ্মীরি শালওয়ালা, পাহাড়বাসী টুপি-সোয়েটারওয়ালা, উত্তর ভারত থেকে আসা কম্বলের দোকানি ফিরে আসে আমাদের শহরে। ঠিক যেমন শীত পড়লে তিস্তার পাড় বা শাপলা ভরা দোমোহনির ঝিলে আসে পরিযায়ী পাখিদের দল। গরম কাপড়ের পসরায় শহরের ফুটপাথ হয়ে ওঠে রঙিন। সে এক ওম মাখানো আত্মীয়তার গল্প! উষ্ণতার ফেরিওয়ালার গল্প!

আসা-যাওয়ার মধ্য শীতের সবজি বাজারগুলো হয়ে ওঠে যেন একেকটা আস্ত ফ্লাওয়ার শো। পালং শাক ফুলকপি পিঁয়াজকলি মটরশুঁটি বিট গাজর টমেটোর রং যেন এক বিস্ময় শিশুর ড্রয়িং খাতা! সরু বনকুলের ঠোঙায় কিছুটা বিটনুন আর একটা আস্ত বড়দিন লুকিয়ে থাকে! একটা ছুটি লুকিয়ে থাকে!

উল কাঁটা দিয়ে বোনা সোয়েটারের দুই ঘরের ভেতর কত যে রোদে পিঠ দেওয়া শীতের দুপুর, কত গান, কত গল্প গচ্ছিত থাকে --- কে কার চোখে কমলালেবুর খোসার রস দিয়ে পালিয়েছিল সবুজ মাঠের দিকে; ছক্কা মেরে মাঠ পেরিয়ে যখন হালকা সবুজ বল হারিয়েছে পাশের বাড়ির ঝোপঝাড়ে, বল খুঁজতে টুপ করে কখন যে সন্ধে নেমে গেছে... সেই টেনিস বল যখন পরের দিন সকালে খুঁজে পাওয়া গেল দেখা গেল শীতকাল খুব ভোরবেলা তার গায়েও বিন্দু বিন্দু শিশিরের চিহ্ন রেখে গেছে। অন্ধকার নামলেই হলুদ বালবের আলোয় ব্যাডমিন্টনের শাটল কক ওড়ে পড়ার আকাশে। ঠিক কতটা ওপরে? যতটা ওপর থেকে হিম পড়ে? শাটল কক থেকে ছিঁড়ে যাওয়া একটা দুধসাদা পালক হিমের সঙ্গে ভাসতে ভাসতে নামে শীতকালের বুকে!

সব খেলা শেষ হলে শীতের রাতে চৌমাথার উঁচু আলোর স্তম্ভ বেয়ে কুয়াশা নেমে আসছে। কুয়াশায় অচেনা হয়ে যাওয়া শহরে দুই হাত দূরের মানুষকে চেনা দায়। কনকনে হাড়কাঁপানো ঠান্ডায় রাস্তার ধারে পড়ে থাকা সামান্য কাঠ কাগজ দিয়ে আগুন জ্বালিয়েছে একজন। আগুনের শিখা দেখে আরও কয়েকজন পথচারী বাইক আরোহী দাঁড়ায়। একটু একটু করে লোকসংখ্যা ও হাতের সংখ্যাও বাড়ে। আগুন ঘিরে উবু হয়ে বসে পড়েছে কয়েকজন। এমন কুয়াশাঘেরা শীতল রাতে সামাজিক রাজনৈতিক ধর্মীয় অর্থনৈতিক সব পরিচয় ছেড়ে, পথচলতি মানুষ রাস্তার ধারে জ্বলে থাকা আগুন, থুড়ি উষ্ণতার দিকে হাত বাড়িয়ে দেয়। ঠিক যেমন করে মন্দিরের আরতি শেষে মানুষ প্রদীপের শিখার দিকে হাত বাড়ায় বেঁচে থাকাকে আরেকটু উষ্ণ করে তুলতে!

জঞ্জাল-পোড়া আগুনের শিখায় আগুন পোহানো পথচারীরদের মুখগুলো আলোকিত হয়ে ওঠে, ঠিক যেমন করে মসজিদ বা গির্জার মোমের আলোয় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে মুখমণ্ডল!

নবান্নের দেশে শীত-পার্বণ পালিত হয়...

আজ কুয়াশামাখা ভোরের বিষাদগাথা

পনেরোর পাতার পর

যে পথিক হাঁটছেন ওই মাঠের আল ধরে, তারও নিজেকে সম্বলহীন মনে হয়। প্রান্তরব্যাপী চিৎ হয়ে শুয়ে থাকা ধানখেতকে এই শীতে মনে পড়তেই পারে। আজও সেখানে শিশির জমে, সেখানে ঘাসে ঘাসে পা ফেলার অনুভূতি হয়।

শীতের বিকেল বড় বেশি ক্ষণস্থায়ী। এই আসে, একটু দেখা দিয়েই মিলিয়ে যায় আবার। শহরের বিকেলগুলো আরও স্থবির। কুয়াশা যখন চাদর মেলে, চারপাশে কেমন একটা মন খারাপের ছবি আঁকা হয়। দিন মিলিয়ে যাবার বেলায় প্রকৃতি বিষণ্ন হয় একটু। প্রতি ঋতুর শিক্ষা তো প্রতি ঋতুতেই নিতে হয়। প্রকৃতির মতো মানুষের মনও বদলায়। শীতের শুষ্কতায় প্রকৃতির সবুজ ধূসর হলেও মানুষের কল্পনায়, কবির ভাবনায় তার আবেদন অন্য রকম। নজরুলের কবিতায় পাওয়া যায় পৌষের আবাহন গীত। তাতে থাকে বিগত ঋতুর বিদায়-ঝরাপাতাদের বেদনাসিক্ত বিলাপ। শীতের ভালো লাগাটা কবিগুরুর মনে দাগ কাটতে না পারলেও তিনি বিরহের সুর গেঁথেছেন তাঁর কবিতায়। তাতে গাছের শুষ্ক শাখা, জীর্ণ পাতা, কুয়াশার ঘন জাল, হিম হিম ভাব— কোনওটাই বাদ যায়নি। শীতের আগমনকে তিনি বসন্তের জয় হিসেবেই দেখেছেন। ঝরা পালকের কবি জীবনানন্দের কবিতায় কুয়াশার মাঠে ফিরে যাওয়ার ব্যাকুলতা পরাবাস্তব সংলাপে অনবদ্য হয়ে ধরা দেয়।

অথচ শীত যেন ক্রমেই তার নিজের সত্তা হারিয়ে ফেলছে। মায়াবী গ্রামগুলো ক্রমেই নিষ্প্রাণ জনপদে পরিণত। মানুষ বড় একা। জীবন-জীবিকার প্রাণান্ত দৌড়ে একান্ত সময়গুলো সব বিক্রি হয়ে গেছে। তাই কুয়াশা মোড়ানো ভোরে দূরগামী পাখিদের ডানা ঝাপটানোর শব্দে যেন বুকের ভেতর ভাঙনের শব্দ ওঠানামা করে। ওরা এই জঞ্জালের নগর থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে সেই কবেই। মানুষের জনসংখ্যা বৃদ্ধি আর জীবনযাত্রার তথাকথিত উন্নতির কারণে পরিবেশে যে পরিবর্তন এবং দূষণ, তা মারাত্মক আকার নিয়েছে। শয়ে-শয়ে বহুতল বাড়ি, পথে পথে ব্যস্ততা, মোটরের বিরক্তিকর শব্দ, কর্কশ হর্ন, মোবাইল ফোনের টাওয়ার, শব্দের লাগামহীন ডেসিবেল, পাখিশিকারিদের দৌরাত্ম্য ইত্যাদি সহ্য করতে না পেরে শীতশেষের আগেই ঘরমুখো হয়ে গেছে 'রিদয় আর খোঁড়াহাঁসের দল'। দূর আকাশে পরিযায়ী পাখিরা যেমন করে নিরবে-নিস্তব্ধে মিলিয়ে যায়, এখন শীতও চলে যায় ঠিক তেমন করেই। তবু বালুচরে নিভৃতে পড়ে থাকা পালকেরা উড়ে যাওয়া হাঁসেদের কথা বললেও শীত যেন কোনও সাক্ষী-ই রেখে যায় না। শীত চলে যায় রিক্ত হাতেই। মাঘের মধ্য সময় থেকেই বইতে শুরু করে ফাগুনের হাওয়া। সে হাওয়ায় গ্রীষ্মের উত্তাপ। প্রকৃতি যেন উলটোপথে বিশ্বাসী এখন।

শীতের স্বাভাবিক কুয়াশা কোথায়? বিশেষজ্ঞদের ভাষ্য, কুয়াশার সঙ্গে দূষণ মিশে এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হচ্ছে, যা সূর্যের আলোকে ঢেকে দিচ্ছে। এ হল দূষণের আস্তরণ। অতি সাম্প্রতিক খবর বলছে, শীত পড়ার সঙ্গে সঙ্গে এদেশের রাজধানীতে দূষণের কারণে মানুষের দৃষ্টিশক্তির সমস্যা এক লাফে ষাট শতাংশ বেড়েছে।

শীতকালের চিরাচরিত রূপ বদলে গেছে। শীতের তীব্রতা কখনও বাড়ছে, কখনও কমছে। একদিকে যখন তীব্র শৈত্যপ্রবাহ, অন্যদিকে দীর্ঘ সময় ধরে স্থায়ী শীতের অভাব। শীতকালীন সময় শুধু প্রান্তিক মানুষ বা গ্রামীণ জনজীবন নয়, শহরের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্যও সমস্যা। বিশেষ করে পথশিশু, গৃহহীন মানুষ, অসহায় পশুপাখির জন্য শীত একটি বড় চ্যালেঞ্জ। শীতের কারণে মৃত্যু তো কোনও নতুন ঘটনা নয়।

রাত পেরোলেই এখন শীতের সকাল। শীতহীন শীত যে ক্ষরণ আঁকে হৃদয়পটে, সে হৃদয় উদাস হয়ে ওঠে বসন্ত বাতাসে। একটা সময় ছিল যখন বিশ্বজোড়া উষ্ণায়ন ছিল না। প্রকৃতিকে নষ্ট করে ছিল না কোনও উন্নয়নের দানবীয় পরিকল্পনা। ঋতু পরিবর্তন হত প্রকৃতির অমোঘ নিয়মেই। শীতের সেইসব গল্প আজ কুয়াশামাখা ভোরের বিষাদগাথা।

ধোঁয়াশা বর্ণের মানুষের জীবনের প্রতিচ্ছবি

পনেরোর পাতার পর

এই শীতই তো আগমনী বার্তা বহন করে গাছে সবুজ পাতার জন্ম নেওয়ার। কবি রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'এসেছে শীত, গাহিতে গীত বসন্তেরই জয়', 'শীতের হাওয়ায় লাগলো নাচন আমলকির এই ডালে ডালে', 'পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে আয়রে ছুটে আয় আয় আয়'।

বিখ্যাত বাংলা সাহিত্যিক অভিজিৎ সেন মহাশয়ের সঙ্গে এই বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে বারবার একটি প্রশ্ন আমার মনকে নাড়া দিতে থাকে, বাংলা সাহিত্যে শীতের বর্ণনা নিয়ে এই যে বহুমাত্রিক চিত্রকল্প আমাদের সামনে ফুটে ওঠে, একজন সাহিত্যিক হিসেবে তাঁর কী মনে হয়, এর কারণ কী? তাঁর কথায়, 'আসলে এখানে কবি বা সাহিত্যিক বা শিল্পী নিজেদের অবস্থানকে কেন্দ্র করে তার শিল্প বা সাহিত্য ভাবনায় আবর্তিত হয়ে থাকেন। কেউ প্রকৃতির রুক্ষ ও শীতল রূপের মাধ্যমে জীবনের একাকিত্বকে তুলে ধরেন আবার অন্য শিল্পীর চোখে এই শীতই তার শিল্পের অনুপ্রেরণার উৎস। এখন শহরের তীব্র আলোর ঝলসানিতে যেমন শীতকে বিবর্ণ মনে হয় না কিন্তু অতীতের গ্রাম্য জীবনের কথা মনে পড়লে মনে হয় শীত কষ্টের, বেদনার।'

আসলে পরিশেষে বলতে হয় রিক্ত বা সিক্ত দর্শনের মধ্যে দিয়ে আমরা শীতকে যেভাবেই দেখি না কেন তাতে সত্যিই কি শীতের কিছু আসে বা যায়? সে প্রকৃতির নিয়মমতো আসবে আবার চলে যাবে, মানুষের ভাবনা বা দর্শনের প্রতিচ্ছবি হয়ে তার আসা বা চলে যাওয়া কোনওটাই থেমে থাকবে না। বরং সিক্ত ও রিক্ত এই দুই বিপরীতধর্মী দিক দিয়ে শীতকে আমরা আমাদের জীবনে নব নব রূপে বারবার গ্রহণ করব।

হড়পা

সম্পা পাল

প্রথম দৃশ্য

একদিকে ভারী কালো রাত, অন্যদিকে ঘন অন্ধকার ভেদ করে মানুষের হাহাকার। উপরে গল্পকার। মানুষের শহরে যিনি সব গল্পের শুভ সমাপ্তি লিখতে পারেননি। এসব ভূমিকা, উপসংহার ছাড়িয়ে দুটো ঘোলাটে চোখ স্কুল বারান্দা থেকে তাকিয়ে আছে ধু-ধু অন্ধকারের দিকে, দু'দিন আগেও যেখানে আলো ছিল, জীবনের খোঁজ ছিল। কিন্তু আজ সেখানে কুটিল অমানিশার জয়। বয়স্ক শৈলজার চোখে আর জল আসে না; ও জানে স্রোতে ফেরা এ জীবনে আর সম্ভব নয়।

দ্বিতীয় দৃশ্য

হসপিটালের বেডে তিন বছরের মেয়েটাকে শেষ সম্বল হিসেবে বুকের মধ্যে জড়িয়ে আছে সঞ্চারী। মেয়েটা মাঝে মাঝে নড়েচড়ে উঠছে। মেয়ের কপালে আলতো করে ঠোঁট ছুঁয়ে দিয়ে ও গায়ের চাদরটা আরও ভালো করে জড়িয়ে নেয়। বিভীষিকার মতো রাতটা এখনও চোখের সামনে। সমস্ত সঞ্চয় ছেড়ে এক লহমায় ঘরছাড়া জীবন; সবটা হারিয়ে গেল, ফুরিয়ে গেল, শেষ হয়ে গেল কাদা জলে। কিচ্ছু রক্ষা করতে পারেনি। না বলা সে হাহাকার হসপিটালের বেড জুড়ে। এ হাহাকার আকারহীন, অবয়বহীন। এ হাহাকারের কোনও নবজন্ম নেই।

তৃতীয় দৃশ্য

হসপিটাল থেকে সামান্য দূরে পাহাড়ের কোলেই কোয়ার্টার। পাহাড়ি ঘ্রাণ, ঝিঁঝিপোকার আওয়াজ আর চারদিকের মায়াবী আলো- চিত্রশিল্পী এখানে অন্য অন্ধকার আঁকতে ব্যস্ত, যার নখের আঁচড়ে স্বপ্ন দেখা, হারিয়েও যাওয়া- দুটোই পরাবাস্তব। কিন্তু এখানকার একটা ঘর বড্ড অন্ধকার। এই অন্ধকারকে ফালাফালা করে বেরিয়ে যাচ্ছে মিউজিক প্লেয়ারের 'জিন্দেগি দো পল কি'। চোখ দুটো বন্ধ করে গানের লিরিক্সটা নতুন করে বোঝার চেষ্টা করে স্বপ্নদীপ। কে কে'র গান শুনেই ওর কলেজবেলা কেটেছিল। সেদিন জানত না, জীবনে মুহূর্তের সংখ্যা ঠিক কত। কিন্তু আজ জানে। জীবন দুটো মুহূর্তেরই। অদ্ভুত এই সমাপতন!

****

এই দিন সাতেকের জ্বরে আক্রান্ত হয়ে বহু শিশু হসপিটালে ভর্তি হয়েছে। এরা প্রত্যেকেই হড়পায় ভেসে যাওয়া কোনও না কোনও গ্রামের বাসিন্দা। এদের মধ্যে ২১ নম্বর বেডের তিন বছরের গিনির জ্বর কমার লক্ষণ নেই। ওর মধ্যে হয়তো সেদিন রাতের ভয়টাই চেপে বসে আছে বিভীষিকার মতো। স্বপ্নদীপ কাছে এসে ডাক দিতেই গিনি চোখ খোলে। চোখ দুটো অদ্ভুত মায়াবী, প্রথম দিন থেকেই চোখ দুটোকে সমস্ত যন্ত্রণার নিরাময় বলে মনে হয় ওর। ওকে স্পর্শ করলে কোথাও যেন আত্মার সঙ্গে আত্মার যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ হয়, ওর বুকে স্টেথোস্কোপ ছোঁয়ালে মহাসাগর পেরোনো অজানা সব ঢেউয়ের শব্দ কানে এসে পৌঁছায়। কিন্তু অচেনা অজানা জায়গায় জুড়ে যাওয়া এ সম্পর্কের নাম স্বপ্নদীপ জানে না।

ছবি : এআই

সকাল হতেই শৈলজা হসপিটালে আসে। সঞ্চারীর চোখের নীচে কালো দাগটা এখন বেশ ঘন। শৈলজা বুঝতে পারে ও আজও ঘুমোয়নি। দুজনেই দুজনের দিকে তাকায়, খোলা আকাশ আর হতাশা ছাড়া ওদের আর কোনও ছাদ নেই। দুজনের চোখে না বলা কত কথার ভিড়। একসময় সঞ্চারী বলে ওঠে, 'সরকার কি পুনর্বাসন দেবে?' শৈলজা শুকনো গলায় বলে, 'চিন্তা কোরো না মা, একটা ব্যবস্থা হবেই।' শেষ কথাটায় একটা আশার আলো স্পর্শ করে সঞ্চারীকে। এই মানুষটা ছিল তাই সঞ্চারীর বেঁচে ওঠা। যার মুখে এক টুকরো হাসি দেখলে ও চলার রাস্তা খুঁজে পায়। মেয়েটাকে শৈলজার কোলে দিয়ে দু'চোখ ভরে দেখে নেয়, তারপর সঞ্চারী নার্সারির উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। ওদের এই নার্সারিতে অর্কিড থেকে শুরু করে কয়েকশো পাহাড়ি গাছ বিক্রি হয়। এটা ওদের এই তিনটে জীবনের একমাত্র ভরসা। দেশ-বিদেশ থেকে বহু পর্যটক আসে নার্সারিতে। সঞ্চারী জানে, কিছু গাছ একদিন মহীরুহ হবে-- পৃথিবীকে ছায়া দেবে, বৃষ্টি দেবে। দহন দিনের শেষে মানুষ সেখানে দাঁড়াবে।

****

ছোটগল্প

> গিনির কথা বলতেই শৈলজা দেখিয়ে দেয় খাবারের লাইন। ও খাবারের লাইনে তাকায়, ভীষণ চেনা এক নারীর দিকে ওর চোখ আটকে যায়, এত অসহায়ভাবে বেঁচে আছে সঞ্চারী, ওর কোলেই সেই গিনি! শরীরের সমস্ত শিরা-উপশিরা শীতল হতে শুরু করে, যা দেখছে তা বিশ্বাসের বাইরে। পাগলের মতো এগিয়ে যায় সঞ্চারীর দিকে।

আজকাল খুব অল্পেতেই স্বপ্নদীপ হাঁপিয়ে ওঠে। তিন বছর ধরে ক্যানসারের সঙ্গে ওর লড়াই। ভাবতে পারেনি 'জিন্দেগি দো পল কি'। আজকাল চোখ বন্ধ করলে কিছু রং দেখতে পায়, যেগুলোর সঙ্গে বাস্তবের কোনও রং মেলে না। তখন নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করে-- মৃত্যুর রং কি এমনই? চোখ বেয়ে নেমে আসে যন্ত্রণার সংলাপ। হায় রে, চলে যাওয়া মানুষটিকে যদি কোনও সন্ধ্যায় খুঁজে পাওয়া যেত! তবে এতকিছুর পরেও কাজ থেকে বিরতি নেয়নি স্বপ্নদীপ, বরং বদলির নির্দেশ পাওয়া মাত্র নিঃশব্দে শহর ছেড়ে চলে এসেছে এই পাহাড়ে। ও জানে ভয়ংকর রাতের সমাপ্তি হবে এই পাহাড়েই।

বাইরে তখন পড়ন্ত দুপুর। সব বাচ্চারাই প্রায় ঘুমিয়ে। গিনির তখন আবদার- মা কখন আসবে? শৈলজা একইভাবে বুঝিয়ে যাচ্ছে 'মা আসবে একটু পরেই।' স্বপ্নদীপ কাছে আসতেই গিনি ওর হাতের আঙুলটা ধরে ফেলে। শান্ত দুপুরে একটা মিলমিলে অনুভূতি ওর 'ভেতরঘরে' পৌঁছে যায়। না চাইতেও ও গিনিকে কোলে তুলে নেয়, কোথায় যেন জীবন-জীবন গন্ধ। নিজের স্টেথোস্কোপ গিনির গলায় দিয়ে ওকে নিয়ে নিজের চেম্বারে চলে আসে।

পরবর্তী এক ঘণ্টা কীভাবে কেটে গেল স্বপ্নদীপ বুঝতেই পারল না। ওকে যখন দিয়ে এল, মনে হল কী যেন বুক থেকে আলগা হয়ে গেল। অথচ হাজার হাজার শিশু নিয়ে ওর চলা; কখনও এমনটা হয়নি। রাতে কোয়ার্টারে ফিরেও একই অনুভূতি। অনেকদিন বাদে মিউজিক প্লেয়ারে রবীন্দ্রসংগীত বাজছে- 'তুমি রবে নীরবে'। কিন্তু যে মানুষটা নীরবে ছিল, সে আজ নিখোঁজের তালিকায়। থানায় ডায়েরি, খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন থেকে শুরু করে সবটাই করেছিল কিন্তু কিছুতেই কিছু হয়নি। বছর তিনেক আগেও এই হাতে শোভা পেত স্কচ, আইস কিউব, নারী! সেই হাতে আজ হেলথ ড্রিংকস আর একাকিত্ব। আজ নেই তো নেই, কেউ নেই-- কিচ্ছু নেই। অসুখটা ধরা পড়ার পর থেকে পৃথিবীটাই যেন বদলে গেল। মেলে ধরা জীবন থেকে স্বপ্নদ্বীপ ধীরে ধীরে নিজেকে গুটিয়ে নিল খোলসের মধ্যে। জ্যাকেটের চেন গলা পর্যন্ত টেনে নিয়ে ও ব্যালকনিতে এসে দাঁড়ায়, ব্যালকনিজুড়ে রকমারি অর্কিড। দু'দিন আগেই কেয়ারটেকারের ছেলেটি নিয়ে এসেছে। প্রত্যেকটা গাছের মাথায় ও হাত রাখে, স্পর্শটা অপূর্ব।

গিনিকে কোলে নিতেই একটা মাতাল করা বডি স্প্রে-র গন্ধ সঞ্চারীর বুকের ভেতরে ধাক্কা দেয়। ওর গলাটা শুকিয়ে আসে। মেয়েটাকে শক্ত করে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে। হৃৎকম্পনটা মুহূর্তেই বেড়ে গেল। ও তড়িঘড়ি শৈলজাকে ফোন করে জানতে চায়। ওপার থেকে তৃপ্তির উত্তর আসে, 'ডাক্তারবাবু চেম্বারে নিয়ে গিয়েছিলেন।' সঞ্চারী স্বস্তির নিঃশ্বাস নেয়। মুহূর্তেই কেমন যেন সবটা এলোমেলো হয়ে উঠেছিল। মেয়ের মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে ও অতীতের পাতা খোলে। শুরুটা ছিল স্বপ্নের মতো, কিন্তু শেষটা তিক্ত, বিষাক্ত।

****

গিনির প্রেসক্রিপশনে রিলিজ শব্দটা লিখতে গিয়ে কোথাও যেন ধাক্কা খেল স্বপ্নদীপ। অথচ ছুটি দেবার জন্যই তো এত চেষ্টা! হসপিটাল থেকে ফেরার পর মন ও শরীর কোনওটাই ভালো নেই। কেমন যেন পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। গিনির স্পর্শটা জীবনের সেরা অনুভূতি। এই দশদিনে ও যা পেয়েছে, শরীরও বেশ ভালো হয়ে গিয়েছিল। দিনকয়েক রাতে ঘুমের মাঝেও গিনির নরম আঙুলের স্পর্শ পেয়েছে। অবশেষে সকাল হতেই ২১ নম্বর বেডে ঠিকানার খোঁজ শুরু হয়। প্রত্যেকের মুখে একটাই জবাব- ওরা হড়পায় ভেসে যাওয়া গ্রামের বাসিন্দা, ওদের কোনও ঠিকানা নেই। সারাদিনের অপেক্ষা শেষে খোঁজ মেলে ওরা কোনও স্কুলে আছে। গিনির জন্য পোশাক, বেবি ফুড, চকোলেট নিয়ে স্বপ্নদীপ গাড়ি ঘুরিয়ে নেয় উলটো দিকের পাহাড়ি পথে।

সন্ধ্যা হলে পাহাড়ে মায়া নামে। মায়াবী পাহাড় আর প্রত্যাশা নিয়ে স্বপ্নদীপের গাড়ি এসে থামে স্কুলের সামনে। ঘরহারা মানুষের ভিড় ঠেলে শুরু হয় একটার পর একটা দরজায় খোঁজ। অবশেষে এক দরজায় শৈলজাকে দেখতে পায়। গিনির কথা বলতেই শৈলজা দেখিয়ে দেয় খাবারের লাইন। ও খাবারের লাইনে তাকায়, ভীষণ চেনা এক নারীর দিকে ওর চোখ আটকে যায়, এত অসহায়ভাবে বেঁচে আছে সঞ্চারী, ওর কোলেই সেই গিনি! শরীরের সমস্ত শিরা-উপশিরা শীতল হতে শুরু করে, যা দেখছে তা বিশ্বাসের বাইরে। পাগলের মতো এগিয়ে যায় সঞ্চারীর দিকে। কিছু মুহূর্ত পার হলে অস্থিরভাবে বলে, 'এতদিন কোথায় ছিলে, অনেক খোঁজ করেছি! গিনি কে? তোমার? মানে আমাদের!' স্বপ্নদীপকে সামনে দেখে সঞ্চারীর পা কেঁপে ওঠে, ওর কাঁপা স্বরে একটাই উচ্চারণ- হ্যাঁ। কিন্তু গণ্ডগোল বেধে গেল, যখন সঞ্চারী পরিষ্কার জানিয়ে দিল গিনি তার বাবার ব্যাভিচার দেখে বড় হবে না, অভাব-অনটন যাই হোক, ওকে একাই মানুষ করবে। অনেক অনুনয় বিনয় করেও যখন কাজ হল না, তখন স্বপ্নদীপের মুখ থেকে বেরিয়েই এল সেই নির্মম সত্যি-- মেয়েটাকে কাছে পেলে ক্যানসারের সঙ্গে লড়াইটা হয়তো সহজ হত।

****

স্বপ্নদীপের ঝুঁকে পড়া ছায়াটা পাহাড়ের গায়ে ক্রমশ স্পষ্ট হতে থাকে। ফেরার পথে চোখটা বারবার ঝাপসা হয়ে আসে, মুহূর্তেই স্বপ্নটা মিলিয়ে গেল পাথরের পৃথিবীতে। পাহাড়ের ধাপ বেয়ে নীচে নামতেই ওর কানে এল মহাসাগর পেরোনো ডাক- বাবা! ও পেছন ফিরে তাকায়-- ঢেউয়ের মতো গিনি ছুটে আসছে ওর দিকে, আর সঞ্চারী অসহায়ভাবে খোলা আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে। স্বপ্নদীপ এক ঝটকায় গিনিকে কোলে তুলে নেয় পৃথিবী ফিরে পাবার আনন্দে, কিন্তু সঞ্চারীর দিকে তাকিয়ে ওর বুক কেঁপে ওঠে- যে শিশু ওর বুকের সঙ্গে লেগে আছে, তার মা হেঁটে যাচ্ছে খাবারের লাইনের দিকে। স্বপ্নদীপ দ্রুত হেঁটে গিয়ে সঞ্চারীর হাত ধরে। বলে, 'আমার সন্তান তোমাকে ছাড়া বড় হবে কী করে? অপরাধী আমি, আমার শাস্তি ওকে দিয়ো না। মেয়েটার সঙ্গে অনেক বড় অবিচার হবে। যার আশ্রয়ে তুমি ছিলে তাকেও আমার মেয়ের দরকার।' সঞ্চারী ঘুরে তাকায়, এই স্বপ্নদীপকেই তো ভালোবেসেছিল, রাত দুটো-তিনটে পর্যন্ত জেগে থেকে পাগলের মতো ওর বাড়ি ফেরার অপেক্ষাই করেছিল। কিন্তু ওর ধাবমান উন্নতি ওকে ঠেলে দিয়েছিল ব্যভিচারের দিকে। সুতরাং জীবনের হড়পায় ভেঙে গেছে ওদের দাম্পত্য। এক সন্ধ্যায় সঞ্চারী এমন কিছুর সাক্ষী হয়েছিল যে তারপর ওর পক্ষে আর থাকা সম্ভব হয়নি, সুতরাং বেরিয়ে পড়েছিল মুক্তির উদ্দেশ্যে। গিনির অস্তিত্ব যেদিন ও প্রথম পেয়েছিল, সেদিনই ভেবে রেখেছিল গিনি বড় হলে একদিন সবকিছুর হিসেব চাইতে আসবে, তার আগে নয়। কিন্তু কার কাছে কীসের হিসেব চাইবে! খোলা আকাশের দিকে তাকিয়ে নীরবে প্রশ্ন রাখে-- এ কেমন বিচার! ওই চোখে তো মৃত্যুর নোটিশ ঝুলছে, সুতরাং মন থেকে কিছু আগেই মুছে গেছে অভিমানের গাঢ় রং। শুধু মেয়েটার দিকে তাকিয়ে থাকে, হাত যতটা শক্ত করলে কাউকে পৃথিবীতে আটকে রাখা যায়, ঠিক ততটাই শক্ত করে গিনি জড়িয়ে আছে ওর জন্মদাতার সঙ্গে।

উত্তরের কবিমুখ

মণিদীপা নন্দী বিশ্বাস

মণিদীপা নন্দী বিশ্বাসের শৈশবভূমি কোচবিহার। প্রধান শিক্ষিকা হিসেবে অবসর। ৪৫ বছরের সাহিত্যজীবন। আশির দশক থেকেই কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে বিভিন্ন সাহিত্য প্রতিযোগিতায় পুরস্কৃত। বিশ্ববিদ্যালয়ে সাহিত্য সংস্কৃতিতে ১৯৮৫-'৮৬-তে চ্যাম্পিয়ন। তিন বাংলা সাহিত্য সম্মান (বাংলাদেশ), চারুকৃতি সম্মান, হীতেন নাগ স্মৃতি সম্মান, চিকরাশি সাহিত্য সম্মান, বিবৃতি সম্মান, কণ্ঠস্বর সম্মান, বর্ণালী স্মৃতি সম্মান, ভূমিকন্যা সম্মান, শিক্ষারত্ন সম্মানের মতো অজস্র সম্মানে সম্মানিত। রবীন্দ্রসংগীত ও কবিগুরুর নৃত্যনাট্যগুলি উত্তরবঙ্গের জনজাতি ভাষায় অনুবাদ করে মঞ্চায়নের কাজ করছেন। প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ ১৯, গল্পসংকলন ৫, উপন্যাস ৫, প্রবন্ধ সংকলন ৪টি। নানা পত্রিকার পাশাপাশি অনলাইনে নিয়মিতভাবে লিখে চলেছেন। ১৭ বছর ধরে 'নীরজকোরক' পত্রিকা সম্পাদনা করছেন।

ভুল হিসেবি তছনছ

একান্ত নিজস্ব বলে কিছু নেই, অলস সম্পর্কগুলো
হাত ধরে হাঁটে, ভুল কিছু নদীর সহবাসে
অযথা বালির উপর খড়ের শয্যা পাতা
নির্বিঘ্নে আগুন সংযোগ নিবিড়তম
অলস ধারার মতো কিছু অখণ্ড ধারাপাত
হাত পেতে আছে দিগন্তের কাছে। হারিয়ে
যাওয়ার আগে কিছুক্ষণ দাঁড়াব স্থির। তুলে নেব
অন্তহীন প্রবাহ, প্রেম ফুরোলে
শুকনো বুকে নদী জলে টান ধরে নৌকোয়...
ফোঁটা ফোঁটা ছড়ানো জীবন আঁচলে ঝরছেই

সপ্তাহের সেরা ছবি

ওরে ভোঁদড় ফিরে চা।। *সুরাটের সারথানা চিড়িয়াখানায়। -পিটিআই*

কবিতা

শেষ বিকেলের ট্রামলাইন
মলয় চক্রবর্তী

শেষ বিকেলের ট্রামলাইন বেয়ে যায় একলা এক চিন্তা,
তুমি আর আমি সেখানে উঠিনি বহু বছর।
চৌরাস্তার মোড়ে বিক্রেতার গলার স্বর—
যেন ভাঙা সুরের ভিতর হারিয়ে যাওয়া প্রতিশ্রুতি।

একটা ফোনকল না হওয়াই কখনো-কখনো কবিতা হয়,
অপেক্ষা ঘুরে ফিরে আসে পিয়নবিহীন খামে।
রোদ মিশে যায় কফির কাপে, তবু তুমি আস না—
আসলে কেউই আসে না, শুধু শব্দেরা ফিরে ফিরে আসে।

ঘড়ির কাঁটা থেমে গেলে বুঝি সন্ধ্যা নয়, স্মৃতি নামে—
বাতাসে পুরোনো পর্দার নড়াচড়া,
আর আমি এখনও বিশ্বাস করি,
প্রতিটি না-পাঠানো মেসেজেই একটু প্রেম থেকে যায়।

আবহমান
সুনীতা দত্ত

নিরক্ষরেখার শেষ প্রান্তে
অনন্ত যাপন আবহমান
মস্তিষ্কের শিরায় রক্তক্ষরণ
তবুও অধরা পথের নিশানা
আলোকবর্ষ পেরিয়ে
সৌরজগতের অচেনা গ্রহে
নিজস্ব ক্লান্তি পথ খোঁজে
নদী পাহাড় সব অচেনা
মুখ আর মুখোশের আড়ালে
গহিন গহ্বর হাঁ করে থাকে
গোগ্রাসে গেলে সময় কাল
নক্ষত্র লোকে অচেনা আমি
হতাশ বিষণ্ন সময়ের সাথে
আঁধারের রেখা ছায়া পথে
দিন যাপন তবু অব্যাহত
ঘৃণা লজ্জা এক পাশে হাসে
শোকসন্তাপে পৃথিবীর ছায়া
দরবারি আলোয় গ্রন্থকীট
রক্ত প্রবাহে গার্হস্থ্য চিন্তা
পৃথিবীর শেষ প্রান্তে
আবার খুঁজে ফিরি মানবতা।

উনানের ছায়া
গৌতম বাড়ই

পৃথিবীর কাদায় ডুবে আছে আমাদের ঘর-সংসার,
মা প্রতিদিন ঘাঁটেন সেই মাটি—
রাতের নিঃশেষে বাবার আঙুলে জেগে ওঠে এক দেবতা।

ঠোঁটে বিড়ি, চোখে ধোঁয়া,
আমরা শিশুরা গড়াগড়ি খাই—
যজ্ঞের নেউলে হয়ে ঘুরে বেড়াই ছাইয়ের মধ্যে।
যারা উড়তে চেয়েছিল পাখির মতো,
তারা এক এক করে হারিয়ে গেছে আকাশে।
মা এখনও পাথর ঠুকে আগুন জ্বালান,
বাবা দেখেন, আগুনে গলে যায় তাঁর মুখ।
মূর্তিগুলির খবর রাখে শুধু ছাই,
যেন ভাঙা প্রতিমার মতো সংসার দাঁড়িয়ে থাকে।

এখনও মা আগুনের পাশে গল্প করেন দানাশস্যের,
আর আমি ভাবি—
বাবা-মা কি আবার ছোটবেলার মতো
ভিন্ন ঘরে বাস করছেন নিঃশব্দে?

শরীর
মনোজ চক্রবর্তী

শরীর তো শুধু রক্ত-মাংসের নয়
শরীর যেন এক ক্যানভাসে আঁকা ছবি।
যদি তুমি শিল্পী হও--
সেই শরীরে তুলির আঁচড় কেটে দিও।
রক্ত-মাংস-হাড়ে নিমজ্জিত সেই শরীর
যেন এক চলমান শিল্প।
চোখের নীচে ক্লান্তির ছায়া
চামড়ার নীচে জমে থাকা জীবনের গল্প
হৃদয়ে জমে থাকা শব্দহীন বেদনা
হাঁটুতে জমে থাকা ছোট ছোট পরাজয়
তবুও যে দাঁড়িয়ে আছি---
জীবনের ভাঙা-গড়া ছবি নিয়ে
যেন এক নিঃশব্দ কাব্য।

তোমায় লেখা শেষ চিঠি
বনশ্রী ঘোষ

ঘুমন্ত ঝগড়ায় তুমি যেভাবে ঝড় আনলে,
ভেঙেচুরে ছেড়ে এলাম বর্ষা বরফের মরশুমে।
তোমার বুক পকেটের বোতাম বরাবর
আদরের মতো কী একটা গন্ধ লেগে আছে!
তুমি ছেড়ে যাওয়ার পথের মাঝে,
ধু-ধু রাস্তা ঘিরে টিমটিমে আলো জ্বলছে।
তোমার ঠোঁটের গন্ধে ছাতিমফুলের ঘ্রাণ-
আমার দুশ্চিন্তায় ধোঁয়া ওঠে গরম ভাতের।
ডাকবাক্সে রাখা পাতাটা খোলা হয়নি এখনও,
চোখ খুলে দেখি অনেকটা পথ হাঁটা বাকি।
আমি ক্লান্ত পথিক দূর থেকে দূর পানে চেয়ে থাকি
নতুন রৌদ্রের ভিড়ে অজানা গল্প লেখার ছলে।

আগ্নেয়
আশিস চক্রবর্তী

সময় এখন প্রখর উদ্বেলিত, চারপাশে জ্বলন্ত চিতা
ভেতরে ভেতরে যতই পোড়ো নীরব ন্যায় সংহিতা
কিছুই দৃশ্যমান নয়, তবুও চাপা তুষ ধিকিধিকি জ্বলে
চাই বা না চাই আমরা সবাই এক অদৃশ্য আগুনের কবলে
খুব ধীর লয়ে আমাদের ঘিরে ফেলছে আগ্নেয় বলয়
বাহ্য রূপ যাই হোক ভেতরে খাক করা প্রবল প্রলয়
এসির শীতলতায় ভাবছ বেশ আছি নিরুদ্বিগ্ন নিস্তাপে
ভয়ংকর আঁচ প্রতিনিয়ত শরীর ও মনের পরিমিতি মাপে
ইউক্রেন রাশিয়া গাজায় হাজারো মানুষ নিথর নিশ্চুপ
গোলা বারুদে ওরা রোজ দেখে ভয়াবহ আগ্নেয় রূপ।

অতি প্রচার ট্রাম্পের লক্ষণ

সুমিত চক্রবর্তী

আমেরিকান প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রচারে থাকার সুযোগ কখনই হাতছাড়া করেন না। সে কমেডি শো হোক কী কোনও তারকার বিয়ে, গল্ফ বা ইউএফসির মতো স্পোর্টিং ইভেন্ট অথবা আফ্রিকা এবং মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে চলা অমানবিক মানব নিধন, সবকিছুই যেন তাঁর কাছে শিরোনামে থাকার অস্ত্র।

এই পরিস্থিতিতে এবার তাঁর সামনে পরিবেশিত নবতম সংযোজন আসন্ন ২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপ। যদিও আমেরিকার পাশাপাশি মেক্সিকো এবং কানাডাও আয়োজকের বরাত পেয়েছে, কিন্তু তাঁর হাবেভাবে সেটা বোঝা দায়। আসন্ন বিশ্বকাপকে ট্রাম্প ঠিক কীভাবে নিজের প্রচারের কাজে ব্যবহার করতে পারেন, তার খানিক আভাস পাওয়া গিয়েছে চলতি বছরেই। বছরের ঠিক মাঝামাঝিতে আমেরিকায় ৩২ দলের ক্লাব বিশ্বকাপের এক এলাহি আসর বসেছিলো। একমাস ব্যাপী প্রতিযোগিতার শেষে চেলসি যখন চ্যাম্পিয়ন হল, তখন প্রধান অতিথি হিসেবে মাঠে আগমন ট্রাম্পের। যেখানে তাঁর কাজ ছিল ট্রফি দিয়ে পাশে সরে যাওয়া, সেখানে আশ্চর্যজনকভাবে তিনি চেলসির সঙ্গে উদযাপনে যোগ দিলেন। এরপর পরবর্তী বিশ্বকাপে তিনি ঠিক কী কী করতে পারেন সেটা হয়তো খানিক আন্দাজ করা যাচ্ছে।

অবশ্য ট্রাম্পের এই অতিরিক্ত তৎপরতার কারণে খানিক চিন্তিত বস্টন এবং সানফ্রান্সিসকোর মতো শহরগুলো। ডিসেম্বরের পাঁচ তারিখ ওয়াশিংটন ডিসি শহরে বসবে আসন্ন বিশ্বকাপের সূচি নির্ধারণের আসর। সেখানেও ট্রাম্প নিজের প্রভাব খাটাতে পারেন বলে অনেকের আশঙ্কা। সেটা হলে ডেমোক্রেট শাসিত ওই দুই শহর আয়োজকের বরাত হারালে অবাক হওয়ার থাকবে না।

ফিফার নির্দেশিকা অনুযায়ী, যেকোনো দেশের ফুটবল পরিচালনার সম্পূর্ণ দায়িত্ব সেখানকার স্বাধীন ফুটবল নিয়ন্ত্রক সংস্থার। এই নিয়ম না মানার জন্যই ২০২২ সালের অগাস্টে তৃতীয় পক্ষের হস্তক্ষেপের প্রমান পেয়ে ফিফা ভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল। অর্থাৎ ভেন্যু পাল্টানোর কোনও আইনত অধিকার রাষ্ট্রপতির নেই। তবুও ফিফা প্রেসিডেন্ট জিয়ান্নি ইনফ্যানটিনোর নাম করে ট্রাম্প বলেছেন, প্রয়োজনে তিনি জিয়ান্নির সাহায্যে নেবেন। ট্রাম্প এটাও দাবী করেন ইনফ্যানটিনো তাঁর অবদার ফেরাবেন না। যা গণতান্ত্রিক আমেরিকার বর্তমান রাজনীতির উপর প্রশ্ন তোলে।

তবে এই ঘটনা নতুন কিছু নয়। যেকোনো দেশের সরকারই চায় আন্তর্জাতিক স্তরের যেকোনো কর্মসূচি সেই দেশে তার হাতের মুঠোয় থাকা শহরগুলোতেই হোক। যেমন ২০২৩ এর ক্রিকেট বিশ্বকাপ এবং ভারতের আহমেদাবাদ। ভারত-পাকিস্তান দ্বৈরথ হোক কিংবা ফাইনালের মতো বড়ো ম্যাচ, ইংল্যান্ড-নিউজিল্যান্ডের উদ্বোধনী ম্যাচ হোক কিংবা

চলতি বছরে আমেরিকায় ক্লাব বিশ্বকাপের আসর বসেছিল। সেই প্রতিযোগিতার ফাইনালে প্রধান অতিথি ছিলেন ট্রাম্প। বিজয়ী দলের হাতে ট্রফি তুলে দেওয়ার পর তাঁদের সঙ্গে উদযাপনে যোগ দেন তিনি।

ইংল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়ার ম্যাচ- সমস্তটাই আয়োজন হয়েছিল সেখানে। এমনকি বিগত কয়েকটি আইপিএলের ফাইনাল, দিন-রাতের টেস্টও অনুষ্ঠিত হয়েছিল এখানেই। সচেতন ক্রীড়া প্রেমিকদের চোখে এই বিষয়টি দৃষ্টিকটু লাগলেও পরিস্থিতি যে পাল্টায়নি তার প্রমাণ সাম্প্রতিক গুঞ্জনে। যেখানে বলা হচ্ছে ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ফাইনালও এখানেই হবে। সুতরাং দেশ-কাল-সীমানা পেড়িয়ে এই ট্র্যাডিশন সমানে চলছে।

অন্যদিকে, বিশ্বকাপের এই বিশাল আয়োজন যেন এক বিরাট চুম্বক, যা দর্শকের পাশাপাশি প্রতিবাদকেও টেনে আনে। অবশ্যই বিশ্বকাপ মানে সেই দেশের পর্যটন শিল্প, প্রোডাক্ট মার্কেট, ব্যবসা বাণিজ্য ও সাংস্কৃতিক মেলবন্ধন ত্বরাণ্বিত হবে। কিন্তু এই প্রতিযোগিতার একটি রূদ্র মূর্তি

অবতারও আছে। আর্জেন্টিনায় রাফাল ভিদেলার স্বৈরশাসন হোক (১৯৭৬-৮১) বা কাতারে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা, ফুটবল বারবারই প্রতিবাদের ভাষা হয়ে উঠেছে।

এজন্যই সম্ভবত ট্রাম্পের আশঙ্কা তাঁর সরকারের পররাষ্ট্রনীতির যে খেসারত সাধারণ আমেরিকানদের দিতে হচ্ছে, তা প্রতিযোগিতা চলাকালীন বেগতিক পরিস্থিতি তৈরী করতে পারে। ভারত, জাপান, চিনের ওপর উচ্চ হারে ধার্য করা শুল্কের খেসারত দিতে হচ্ছে সেখানকার অধিবাসীদের। এছাড়াও বেশ কিছু অসংবিধানিক কার্য কলাপের দরুন আমেরিকার যুব সমাজ ট্রাম্পের ওপর ক্ষিপ্ত। তাঁরাও প্রতিবাদের মঞ্চ হিসেবে বিশ্বকাপকে বেছে নিতে পারেন।

কিছু মুষ্টিমেয় গোষ্ঠীই চিরকাল আমেরিকাকে চালিয়ে এসেছে এ কথা পুরো বিশ্ব জানে। কিন্তু দ্বিতীয়বার ট্রাম্প ক্ষমতায় বসার পর তিনি যেনো স্পষ্ট করে সবাইকে সেটাই বুঝিয়ে দিচ্ছেন। যেকারণে বস্টন বা সানফ্রান্সসিকোর মতো ঐতিহ্যবাহী মাঠে খেলা হলে পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে যেতে পারে বলে তাঁর আশঙ্কা। শুধু তাই নয়, বস্টনের মেয়র মিচেল ইউকে কার্যত তিনি 'অতি বাম' দেগে দিয়েছেন। শহরের নিরাপত্তা হীনতার ভিত্তিহীন দাবী করতেও দেখা গিয়েছে তাঁকে।

তবে ত্রিদেশ আয়োজিত বিশ্বকাপে, আমেরিকার এই দুই ডেমোক্র্যাট শাসিত শহর খেলা আয়োজনের স্বীকৃতিও ২০১৭ সালে প্রথম-ট্রাম্প সরকারের আমলেই পেয়েছিলো। তবে এ বিষয় কোনও সন্দেহ নেই তিনি আসন্ন বিশ্বকাপকে জন-সংযোগের এক বিরাট মঞ্চ হিসেবে ব্যবহার করতে চলছেন। এর ফলে তিনি আন্তর্জাতিক চুক্তি ও ক্রীড়া প্রশাসনের নীতিগুলিকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারেন, যার ফলে লাভের চেয়ে বিতর্কই বেশি তৈরি হবে।

করেছে জনপ্রিয়, শিখিয়েছে 'পাঙ্গা' নেওয়া

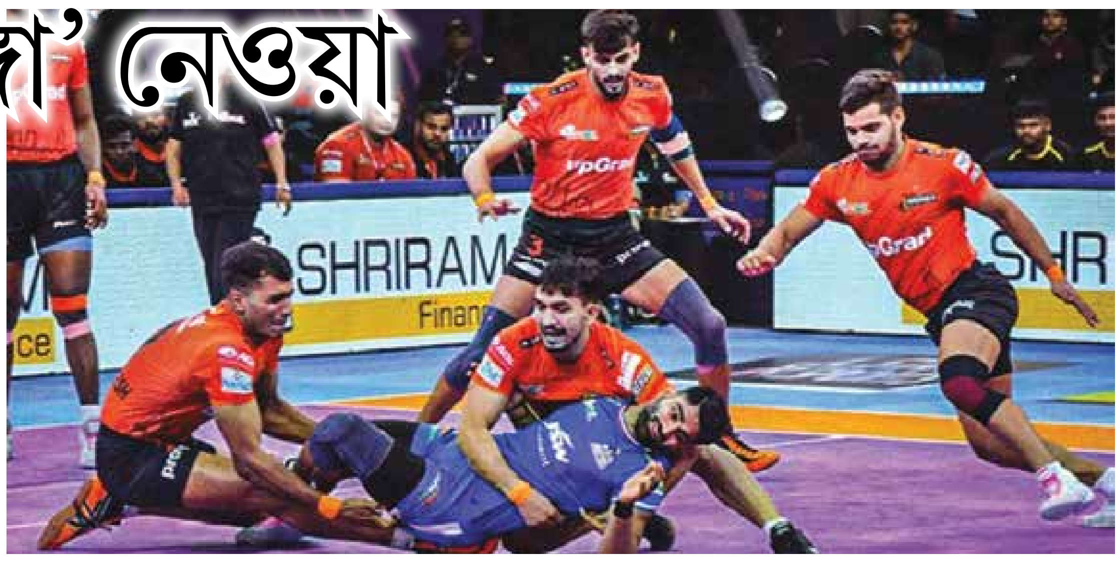

সৌমিক রায়

আসমুদ্র হিমাচল যখন অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ঐতিহাসিক রান চেস এবং তারপর প্রথমবারের জন্য বিশ্বকাপ জেতার প্রস্তুতিতে মগ্ন তখন খানিক নীরবেই শেষ হয়ে গেল প্রো কবাডি লিগের ১২ নম্বর এডিশন। অথচ ভারতবর্ষে আইপিলের পর যদি কোনও ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ দর্শকদের মনে সবচেয়ে বেশি জায়গা করে থাকে সেটা নিঃসন্দেহে এই পিকেএল। কিন্তু সময়ের সঙ্গে এই লিগ নিয়ে উৎসাহে পড়েছিল খানিক ভাঁটার টান। তবে সদ্য সমাপ্ত সিজনে সেসব খানিক ফেরৎ এসেছে। এই লেখায় সমস্তটা নিয়ে খানিক আলোচনা করা যাক।

আপামর ভারতবাসীর কাছে কবাডিকে জনপ্রিয় করতে ২০১৪ সালে প্রো কবাডি লিগের আত্মপ্রকাশ। এই উদ্যোগের পেছনে ছিল ১৯৯৪ সালে চারু শর্মা এবং আনন্দ মাহিন্দ্রা প্রতিষ্ঠিত 'মশাল স্পোর্টস প্রাইভেট লিমটেড'। মোট আটটি টিম নিয়ে প্রথম সিজনের সূচনা হয়, যেখানে আইপিএল মডেলেই অকশনের মাধ্যমে প্লেয়ারদের দলে নেওয়া হয়েছিল। হাই কোয়ালিটি ভিডিও, আন্তর্জাতিক মানের প্রোডাকশন, স্লো মোশন, মাল্টিপল ক্যামেরা অ্যাঙ্গেলের মাধ্যমে লাইভ ব্রডকাস্টিং-এর কারণে কবাডি দর্শকদের কাছে আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। টি-২০ ক্রিকেটের জমানায় ৪০ মিনিটের এক একটি খেলা খুব সহজেই প্রিমিয়াম স্পোর্টস প্রোপার্টিতে পরিণত হয়। সম্প্রচারকারী চ্যানেল প্রাইম টাইমে এই লিগ সম্প্রচার করায় উন্মাদনা বেড়ে যায়। অভিষেক বচ্চন,অক্ষয় কুমারের মতো তারকারা দলের মালিকানা গ্রহণ করে। সেইসঙ্গে প্রায় প্রতিটি খেলায় বলিউডের বিভিন্ন তারকাদের উপস্থিতি এই লিগের জনপ্রিয়তার পেছনে অনুঘটকের কাজ করে।

এই লিগের সুবাদেই অজয় ঠাকুর, মনজিৎ চিল্লার, অনুপ কুমার, রাহুল চৌধুরী, প্রদীপ নারওয়াল যুবসমাজের আইকন হয়ে যায়। সেজন্য 'ক্যাপ্টেন কুল' বললে মহেন্দ্র সিং ধোনির পাশাপাশি অনুপের নামটাও উচ্চারিত হত। রাহুল হয়ে গেলেন 'রেড মেশিন', প্রদীপ 'ডুবকি কিং' আবার ইরানের ফজল আতরাচালী হলেন ফ্যানদের আদরের 'সুলতান'। 'ডু অর ডাই রেড', 'সুপার ট্যাকেল', 'সুপার রেড', 'বোনাস পয়েন্ট', 'অল আউট'-এর মতো নিয়মগুলি ভারতবর্ষের প্রতিটি কোণায় পৌঁছে গেল। গলিতে, স্কুলে, পাড়ার মাঠে দাগ টেনে কবাডি খেলা স্বাভাবিক হয়ে উঠল। ফ্যানদের অভিধানে যুক্ত হল 'ডুবকী', 'অ্যাঙ্কেল হোল্ড', 'ব্যক হোল্ড', 'ব্লক', 'ড্যাশ'। এছাড়া 'লে পাঙ্গা' এবং থাইয়ের ওপর বিখ্যাত চাপড় হয়ে গেল ক্রিড়া সংস্কৃতির অঙ্গ।

ক্রিকেটকেন্দ্রিক দেশে একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ খেলা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হল কবাডি। যার প্রমাণ,

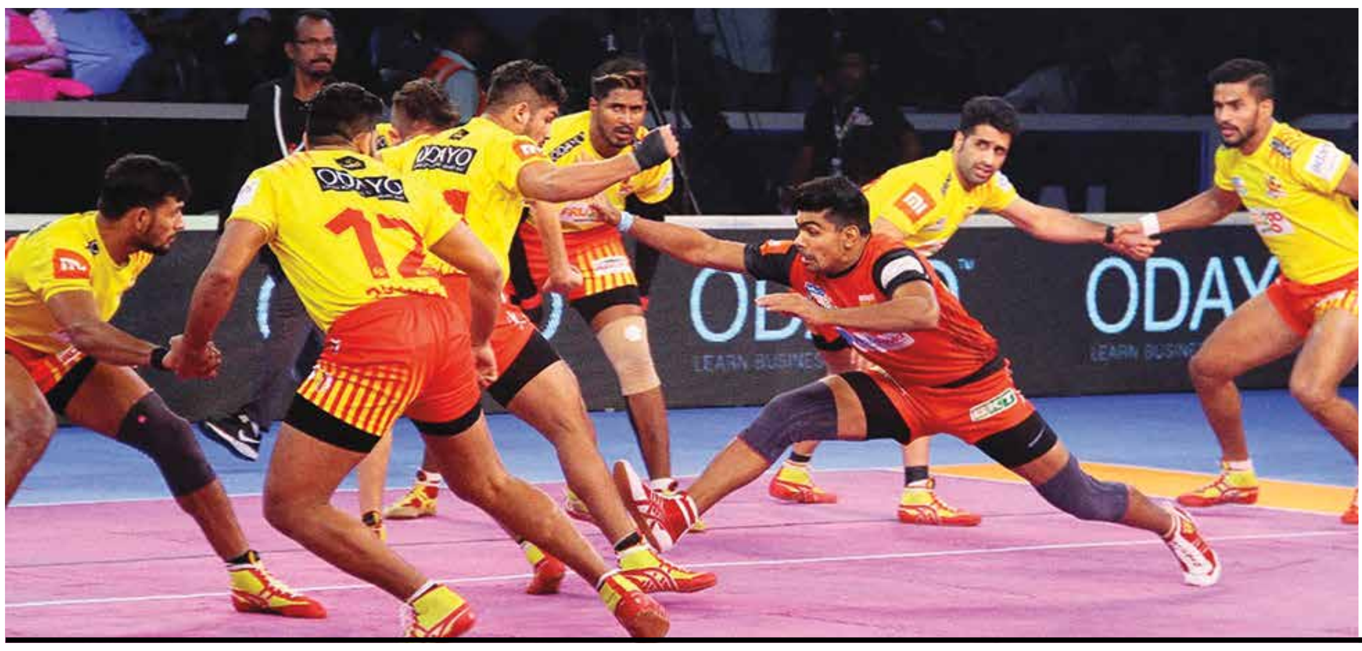

প্রথম সিজনের মোট ভিউয়ারশিপ ছিলো প্রায় ৪৩৫ মিলিয়ন। যেখানে সেই বছর আইপিএল-এর মোট ভিউয়ারশিপ ছিলো প্রায় ৫৬০ মিলিয়ন। এই পরিসংখ্যান থেকেই বোঝা যায় ঠিক কোন উচ্চতায় পৌঁছেছিল প্রো কবাডি লিগ। প্রি-ম্যাচ রিভিউ, পোস্ট-ম্যাচ অ্যানালাইসিসের পাশাপাশি খেলোয়াড়দের ব্যক্তিগত জীবন এবং তাদের লড়াইয়ের গল্পগুলোও সম্প্রচার করা হত । এর ফলে দর্শকদের কাছে খেলোয়াড়েরা নিজেদের ঘরের ছেলে হয়ে উঠেছিলেন। এরপর মেয়েদের কবাডির উন্নতির জন্যও ২০১৬ সালে 'উইমেন্স কবাডি চ্যালেঞ্জ' শুরু হয়। এছাড়া ২০১৭-তে স্কুল স্তরে কবাডির প্রসার ঘটাতে শুরু হয় 'কেবিডি জুনিয়র্স'-ও।

কিন্তু পরিস্থিতি সবসময় একরকম থাকল না, প্রথম কয়েকটি সিজনের গগনচুম্বী সাফল্যের পর, ২০১৭ সালে লিগের পঞ্চম সিজনে আরও ছড়িয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে বেশকিছু পরিবর্তন নিয়ে আসা হয়। নতুন চারটি দল যুক্ত করে প্রতিযোগিতাকে ১২ দলের করা হয়। সেইসঙ্গে কারাভান ফরম্যাটের বদলে জোনাল ফরম্যাটে লিগ চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এর ফলে লিগ দীর্ঘায়িত হয়। ফলাফল দর্শকদের মধ্যে ক্লান্তি চলে আসে, আগ্রহও খানিক কমে। স্বভাবতই ভিউয়ারশিপে ঘাটতি দেখা যায়।

২০২১ সালে কোভিড মহামারীতে যখন গোটা পৃথিবী বিপর্যস্ত, সেই সময় বেঙ্গালুরুতে একটি মাত্র ভ্যেনুতে দর্শকশূন্য স্টেডিয়ামে লিগের অষ্টম সিজন আয়োজন করা হয়। এই সময় দেখা যায় এই লিগের ভিউয়ারশীপ কমে ১৮৬ মিলিয়নে নেমে এসেছে।

এই সার্বিক বিপর্যয়ের পর পিকেএল কর্তৃপক্ষ কৌশলগতভাবে কাঠামোগত এবং সম্প্রচারের প্রক্রিয়ায় পরিবর্তন নিয়ে আসে। সময়কাল ট্রিম করে দলগত এবং ব্যক্তিগত প্রতিদ্বন্দ্বিতার ওপর জোর দেওয়া হয়। সেইসঙ্গে ইংরেজি, হিন্দি, তামিল, তেলেগু, কন্নড় সহ বহু ভাষায় সম্প্রচার শুরু হয়। এই পদক্ষেপ হাইপার লোকালাইজেশনের একটি গুরুত্বপুর্ন অংশ ছিলো। সম্প্রতি ১২ নম্বর সিজনে রেফারি ক্যাম, স্পিলট স্ক্রিনের মতো অত্যাধুনিক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। সিজন ১২-এর উদ্বোধনী দিনে ডিজিটাল রিচ পূর্বের তুলনায় তিনগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। তার সঙ্গে ওয়াচ টাইমও ২২ শতাংশ বেড়েছে।

সুতরাং একথা বলাই যায় পূর্বের সমস্ত প্রতিকূলতাকে উপেক্ষা করে আবার তার পুরনো জৌলুস ফিরে পাওয়ার পথেই এগোচ্ছে প্রো কবাডি লিগ। গ্রামের কাঁচা মাঠ থেকে অত্যাধুনিক ম্যাট পর্যন্ত যেভাবে কবাডির বিবর্তন হয়েছে, তার পেছনে প্রো কবাডি লিগ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। এভাবেই ধীরে ধীরে আন্তর্জাতিক মঞ্চ তথা অলিম্পিকেও পৌঁছে যাক ভারতের নিজের খেলা এটাই এখন সকলের আশা।

PRO KABADDI

প্রথম সিজনে প্রো কবাডি লিগের ভিউয়ারশিপ ছিল প্রায় ৪৩৫ মিলিয়ন। সেই বছর আইপিএলের ভিউয়ারশিপ ছিল প্রায় ৫৬০ মিলিয়ন। এই পরিসংখ্যান থেকে বোঝা যায় এই লিগ কোন উচ্চতায় পৌঁছেছিল।

তৃতীয় দিনেই সমাপ্তির পথে ইডেন টেস্ট

জাড্ডুর স্পিন জাদুতে ঢাকল ব্যাটিং ব্যর্থতা

৪ উইকেট নিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ভাঙলেন রবীন্দ্র জাদেজা।

দক্ষিণ আফ্রিকা- ১৫৯ ও ৯৩/৭
ভারত- ১৮৯/৯

সঞ্জীবকুমার দত্ত

কলকাতা, ১৫ নভেম্বর : 'টেস্ট ক্রিকেট তোমাকে ভালোবাসি। তোমার বিকল্প নেই।'

শনিবাসরীয় ইডেন গার্ডেন্সে সকাল থেকেই যে ফেস্টুন নজর কাড়ছিল। দ্বিতীয় দিনে খেলার পরতে পরতেও যেন তারই ঝলক। দিনভর ব্যাট-বলের উত্তেজক দ্বৈরথ। প্রতিপক্ষকে বাগে পেয়েও অপরিচিত সাইমন হার্মারের স্পিন-ভেলকিতে টলে যায় গৌতম গম্ভীরের সাধের ভারতীয় ব্যাটিং।

৭৫/১ থেকে ১৮৯-তে গুটিয়ে যাওয়া। লিড মাত্র ৩০। ম্যাচে ফেরার অক্সিজেনে ইডেন যুদ্ধে নতুন করে স্বপ্নের জাল বোনা টেম্বা বাভুমাদের। পড়ন্ত বিকেলে উলটপুরাণ। নয়া টুইস্ট। রবীন্দ্র জাদেজা (২৯/৪), কুলদীপ যাদবের (১২/২) দাপটে রাশ সেই ভারতের হাতে। মন্দ আলোর জন্য যখন খেলা বন্ধ হয়, ৯৩ রানে ৭ প্রোটিয়া ব্যাটারকে সাজঘরে পাঠিয়ে জয়ের গন্ধ পাচ্ছেন গম্ভীররা।

৩০ রানের ব্যবধান ঘুচিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার লিড মাত্র ৬৩। হাতে শেষ তিন উইকেট। কাঁটা হিসেবে এখনও দাঁড়িয়ে অধিনায়ক বাভুমা (২৯)। রবিবার দ্রুত যে কাঁটা উপড়ে জয়ের রাস্তা মসৃণ করা পয়লা নম্বর টার্গেট। ইডেন ছাড়ার আগে হার্মারের মুখে অবশ্য হাল না ছাড়ার বার্তা। বিশ্বাস, লিডটা ১২০-১৫০ পৌঁছে দিতে সক্ষম হবেন বাভুমারা এবং তারপর বল হাতে ম্যাজিক...। মুখে বলা আর করে দেখানোর মধ্যে যদিও অনেক তফাত।

প্রোটিয়া ইনিংসে আগ্রাসী রায়ান রিকেলটনকে (১১) ফিরিয়ে শুরুটা কুলদীপের। তারপর অন্তিম সেশনে জাড্ডুর জাদু। পিচ থেকে লম্বা টার্ন, অসমান বাউন্সে ভয়ংকর হয়ে ওঠেন। যার সামনে আত্মসমর্পণ আইডেন মার্করাম (৪), উইয়ান মুল্ডার (১১), টনি ডে জর্জি (২), ট্রিস্টান স্টাবসদের (৫)। গড়ে ফেলেন দেশের মাটিতে ২৫০ উইকেটের নজিরও।

সংগতে অক্ষর প্যাটেল, কুলদীপরাও। একটা সময় মনে হচ্ছিল প্রতি বলেই উইকেট আসবে। আঙুল উঠছে ইডেনের বাইশ গজের দিকে। যার দায় গম্ভীর, টিম ম্যানেজমেন্টেরও। কলকাতায় পা রাখা থেকে পিচে কাঁচি চালানোর চেষ্টা চলেছে। ফল প্রথম দুইদিনে হওয়া ১৫২.২ ওভারে ৪৪১ রানে পড়েছে ২৬ উইকেট (শুভমানকে বাদ দিয়ে)!

ম্যাচ যেখানে দাঁড়িয়ে, তৃতীয় দিনেই সম্ভবত ম্যাচে যবনিকা পড়তে চলেছে।

২৯ রানের ধৈর্যশীল ইনিংসে ভারতের কাঁটা হয়ে উঠছেন টেম্বা বাভুমা।

টেস্ট ক্রিকেটের জন্য মোটেই যা ভালো বিজ্ঞাপন নয়। প্রথম দিন ৩৫-৪০ হাজার দর্শক। শনিবার সংখ্যাটা আরও বেশি। পিচ-ধাঁধা সেই উন্মাদনায় জল ঢালতে চলেছে। বোলিং কোচ মর্নি মরকেল অবশ্য দাবি করলেন, 'এত তাড়াতাড়ি পিচ খারাপ হবে ভাবিনি।'

দিনের শুরুতে যে পিচের শিকার ভারতও। সকালে যখন খেলা শুরু করে ১২২ রানে পিছিয়ে। হাতে ৯ উইকেট। কাগিসো রাবাদাহীন বোলিংকে চেপে ধরার বদলে অখ্যাত হার্মারের (৩০/৪) স্পিনে আটকে যাওয়া। লোকেশ রাহুল (৩৯), ওয়াশিংটন সুন্দরের (২৯) ধৈর্যশীল প্রয়াস, ঋষভ পন্থ (২৭), রবীন্দ্র জাদেজার (২৭) ক্যামিও ইনিংস সরিয়ে রাখলে ব্যর্থতার কোলাজ।

অথচ, একসময় স্কোর ছিল ৭৫/১। চার হাজার রানের মাইলস্টোনে পা রাখেন লোকেশ। প্রথম ড্রিংকস ব্রেকের পর হার্মার আক্রমণে আসতেই রংবদল। মাত্র ১২টি টেস্ট খেললেও পকেটে হাজারের বেশি প্রথম শ্রেণির উইকেট। অভিজ্ঞতার প্রতিফলন ইডেনে। প্রথম শিকার সুন্দর। লেগস্টাম্পে পড়ে অফব্রেক ব্যাটের কানা ছুঁয়ে স্লিপে।

ওভারের পঞ্চম বলে সাজঘরে শুভমানও (অবসৃত ৪)। তবে আউট নয়, সুইপ করতে গিয়ে ফিজিওর সঙ্গে মাঠ ছাড়েন কাঁধের চোট নিয়ে। প্রথম ইনিংসে আর ব্যাট হাতে নামেননি। দৌড়োতে হয়েছে হাসপাতালেও। দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নামবেনই, জোর দিয়ে বলা যাচ্ছে না। শুভমান-চিন্তার মাঝে দর্শকদের উন্মাদনা চড়িয়ে প্রবেশ ঋষভ পন্থের (২৭)।

শুরুতে ভাগ্যের সাহায্য, ১ রানের মাথায় জীবনদানও পান। চাপ কাটাতে মহারাজকে ছক্কাও হাঁকান। গড়েন বীরেন্দ্র শেহবাগকে (৯০টি) টপকে ভারতীয়দের মধ্যে সর্বাধিক ছক্কার (৯২টি) নজির। ঝড়টা অবশ্য ক্ষণস্থায়ী। ঋষভের আগে আউট ইনিংসের সর্বোচ্চ স্কোরার লোকেশও (৩৯)। স্লিপে নীচু ক্যাচ নিতে ভুলচুক করেননি মার্করাম।

জাদেজা (২৭) ইতিবাচক ব্যাটিংয়ের সুফল তুলে পা রাখেন চার হাজার টেস্ট রানের ক্লাবে। ঢুকে পড়েন কপিল দেব, ইয়ান বোথাম, ড্যানিয়েল ভেত্তোরির পর চতুর্থ অলরাউন্ডার হিসেবে চার হাজার রান ও ৩০০ উইকেটের এলিট তালিকায়। প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে পকেটে ওয়ার্ল্ড টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে ১৫০ উইকেট, ১৫০০ রানের নজিরও।

লাঞ্চে ১৩৮/৪। মাত্র ২১ রান পিছিয়ে। কিন্তু ধ্রুব জুরেল (১৪), অক্ষররা (১৬) যার সুবিধা নিতে ব্যর্থ। নিটফল ৩০ রানের লিড নিয়ে ১৮৯-তে শেষ। যদিও দ্বিতীয় দিনের শেষে বোলারদের কাঁধে চেপে ফের চালকের আসনে ভারতই।

দুই শিবিরের কাঠগড়াতেই বাইশ গজ

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৫ নভেম্বর : নারীর মন আর ইডেন গার্ডেন্সের পিচ, দুই সমান। একেবারেই বোঝা যায় না। তল খুঁজতে গেলে অতলে তলিয়ে যেতে হয়!

ইডেন টেস্টের দ্বিতীয় দিনের খেলা তখন শেষ। ৬৩ রানে এগিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকা। টেম্বা বাভুমারা ততক্ষণে ঢুকে গিয়েছেন ইডেনের সাজঘরে। ভারত অধিনায়ক শুভমান গিলকে ভারতীয় সাজঘর থেকে বার করে স্ট্রেচারে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে দক্ষিণ কলকাতার উডল্যান্ডস হাসপাতালে। শুভমানকে নিয়ে প্রবল জল্পনা চলছে ক্রিকেটমহলে।

৪ উইকেট নিয়ে ভারতীয় ব্যাটিংয়ে ছড়ি ঘোরালেন সাইমন হার্মার।

ঠিক সেই সময়ই ইডেনের ক্লাব হাউসের আপার টায়ারে হতাশার সুরে কথাটা বলে ফেললেন এক ক্রিকেটপ্রেমী। দ্রুত তাঁর কথায় সুর মেলালেন মাঠ থেকে বাড়ির পথে হাঁটা শুরু করা আরও জনাকয়েক ক্রিকেটপ্রেমী। কলকাতায় টিম ইন্ডিয়া পা রাখার পর থেকেই চর্চায় ইডেনের বাইশ গজ। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের দুই কিউরেটারের সঙ্গে তাল মিলিয়ে স্থানীয় কিউরেটার সুজন মুখোপাধ্যায় তৈরি করেছেন পিচ। ভারতীয় দল ঠিক যেমন ঘূর্ণি বাইশ গজ চেয়েছিল, ঠিক তেমনই পেয়েছে। কিন্তু সেই পিচই এখন ভিলেন। ক্রিকেটপ্রেমীদের তো বটেই, ক্রিকেট সমাজেরও কাঠগড়ায়। দুই প্রতিপক্ষ দলও যে পিচের আচরণ নিয়ে খুশি, এমন নয়। দ্বিতীয় দিনের খেলার শেষে সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে ভারতীয় দলের বোলিং কোচ মর্নি মরকেল বলেই ফেললেন, 'আমরা ভেবেছিলাম ভালো উইকেট। সেভাবেই পরিকল্পনা হয়েছিল। কিন্তু এত দ্রুত উইকেট ভাঙবে, ভাবতে পারিনি আমরা। প্রথম দিন থেকেই পিচ ভেঙেছে।'

প্রায় একই সুর দক্ষিণ আফ্রিকার অফ স্পিনার সাইমন হার্মারের। সাংবাদিক সম্মেলনে ইডেনের পিচ নিয়ে প্রশ্নের মুখে বেশ হতাশ দেখাল তাঁকে। বলে দিলেন, 'ভারত আমাদের তুলনায় ভালো ব্যাটিং করেছে। কিন্তু এই পিচে টিকে থাকা সহজ নয়। তারপরও বলব, আমরা কাল সেরাটা দিয়ে চেষ্টা করব।' ইডেনে টেস্ট ম্যাচ দেখতে গতকাল হাজির হয়েছিলেন ৩৬ হাজারেরও বেশি ক্রিকেটপ্রেমী। আজ সংখ্যাটা ৪২ হাজার ছাড়িয়ে গিয়েছে। রবিবার ম্যাচের তিন নম্বর দিনে অন্তত ৫০ হাজার ক্রিকেটপ্রেমীর হাজির থাকার সম্ভাবনা ছিল। অথচ, দ্বিতীয় দিনের শেষে খেলার যা পরিস্থিতি, তিন নম্বর দিনের মধ্যাহ্নভোজের বিরতির মধ্যেই হয়তো খেলা শেষ হয়ে যাবে।

> ভারতীয় দল যা পিচ চেয়েছে, আমরা তেমনই ব্যবস্থা করে দিয়েছি। পিচে চারদিন জল দেওয়া না হলে এমনই হবে। এর বেশি আর কিছু বলার নেই। -সিএবি কর্তা

পিচ নিয়ে ক্রিকেট সমাজে যেমন প্রবল বিতর্ক রয়েছে। ঠিক তেমনই পিচ নিয়ে সিএবি-র অন্দরেও রয়েছে হতাশা। সঙ্গে আগামী ফেব্রুয়ারি-মার্চে টি২০ বিশ্বকাপের আসরে ক্রিকেটের নন্দনকানন ম্যাচ পাবে তো? এমন প্রশ্নও আজ উঠে গিয়েছে। দ্বিতীয় দিনের খেলার শেষে সিএবি সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় এমন গোমড়া মুখ নিয়ে ইডেন থেকে বেরিয়ে গেলেন, যা সচরাচর দেখা যায় না। বাংলা ক্রিকেট সংস্থার এক শীর্ষকর্তা নাম না লেখার শর্তে একরাশ হতাশা নিয়ে উত্তরবঙ্গ সংবাদ-কে বলছিলেন, 'ভারতীয় দল যা পিচ চেয়েছে, আমরা তেমনই ব্যবস্থা করে দিয়েছি। পিচে চারদিন জল দেওয়া না হলে এমনই হবে। এর বেশি আর কিছু বলার নেই।' ইডেনের অভিজ্ঞ কিউরেটার পিচ বিতর্কে কোনও প্রতিক্রিয়া দিতে চাননি। তবে তিনিও পিচ নিয়ে রীতিমতো বিরক্ত।

কিউরেটার সুজনকে নিয়ে বাংলা ক্রিকেট সংস্থার অন্দরেও রয়েছে বিরক্তি ও ক্ষোভ। অভিযোগ, তিনি সভাপতি সৌরভের নির্দেশ অমান্য করেছিলেন পিচ তৈরির সময়। ক্লাব হাউসের লোয়ার টায়ারে বসে খেলা দেখার মাঝে বাংলার প্রাক্তন কোচ অরুণ লাল উত্তরবঙ্গ সংবাদ-এর কাছে পিচ নিয়ে ক্ষোভ উগরে দিয়ে বলে দিলেন, 'এটা টেস্ট ম্যাচ হচ্ছে, নাকি লটারি? এমন পিচ টেস্ট ক্রিকেটকে আরও বেশি করে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছে।'

আরও ৬০-৭০ দরকার ছিল : মর্নি

সঞ্জীবকুমার দত্ত

কলকাতা, ১৫ নভেম্বর : দ্বিতীয় দিনের শেষে ম্যাচের রাশ ভারতের হাতে। জয়ের গন্ধ নিয়ে ফেরা। যদিও মরকেল পিচের পাশাপাশি পরিস্থিতির সঙ্গে ব্যাটারদের মানিয়ে নিতে না পারার দিকেও আঙুল তুলছেন। ভারতীয় দলের বোলিং কোচের মতে, পরিস্থিতি যেমন, সেই অনুযায়ী নিজেদের প্রয়োগ করা দরকার। ইডেন টেস্ট সেই চ্যালেঞ্জের সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে ব্যাটারদের।

রিভার্স সুইপে প্রোটিয়া স্পিনারদের ছন্দ ভাঙার চেষ্টা করেও সফল হলেন না ঋষভ পন্থ। কলকাতায় শনিবার।

দক্ষিণ আফ্রিকার লিড বর্তমানে ৬৩। হাতে অবশিষ্ট ৩ উইকেট। যা বেড়ে ১২০-তে পৌঁছে গেলে ভারতের কাজ সহজ হবে না। বিশেষত, যেখানে চতুর্থ ইনিংসে রান তাড়ার চ্যালেঞ্জ টিম ইন্ডিয়ার সামনে। নিশ্চিত নয় দ্বিতীয় ইনিংসে শুভমান গিলের ব্যাটিং করতে নামাও। মরকেলও প্রথম ইনিংসে ১৮৯ রানে গুটিয়ে যাওয়া মানতে পারছেন না।

সাংবাদিক সম্মেলনে পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন, প্রথম ইনিংসে আরও ৬০-৭০ রান বেশি আশা করেছিলেন। তাহলে পরিস্থিতি ভারতের জন্য অনেক বেশি সহজ হত। শুভমানের চোট পেয়ে মাঠ ছাড়াও বিপক্ষে গিয়েছে। আপাতত চোখ ভুলভ্রান্তি ঢেকে রবিবার নতুন করে ঝাঁপিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ম্যাচে ফেরার সুযোগ না দিয়ে জয় তুলে নেওয়া।

১২৫-এর মধ্যে বাভুমাদের বাঁধতে চান অক্ষর

ম্যাচের প্রথম ওভার থেকে ইডেন গার্ডেন্সের পিচ যে রকম খেল দেখাচ্ছে, আত্মতুষ্টিতে ভোগার জায়গা নেই। টিমবাসে ওঠার আগে নন্দনকাননে দাঁড়িয়ে সেই সুর মিলল অক্ষর প্যাটেল, মর্নি মরকেলের গলায়।

পিচ ধাঁধায় সতর্ক অক্ষর বলেছেন, 'পিচের দুই প্রান্তে দুই চরিত্র। এক প্রান্তে বল টার্ন এবং বাউন্স করছে। অপর প্রান্তে অন্য ছবি। যে চ্যালেঞ্জে আক্রমণাত্মক ক্রিকেটই সঠিক হাতিয়ার। লুজ বলের সুযোগ হাতছাড়া করলে চলবে না। বাউন্ডারি তুলে নিতে হবে। কারণ ব্যাটারদের পক্ষে সেট হওয়া মুশকিল। বোলারদের জন্য একেবারে সহায়ক পিচ, পরিস্থিতিও। কাল আমাদের লক্ষ্য থাকবে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ১২৫ রানে আটকে দিয়ে রান তাড়ায় নামা।'

> পিচের দুই প্রান্তে দুই চরিত্র। এক প্রান্তে বল টার্ন এবং বাউন্স করছে। অপর প্রান্তে অন্য ছবি। যে চ্যালেঞ্জে আক্রমণাত্মক ক্রিকেটই সঠিক হাতিয়ার। লুজ বলের সুযোগ হাতছাড়া করলে চলবে না। বাউন্ডারি তুলে নিতে হবে। কারণ ব্যাটারদের পক্ষে সেট হওয়া মুশকিল। বোলারদের জন্য একেবারে সহায়ক পিচ, পরিস্থিতিও।
>
> **অক্ষর প্যাটেল**

চার পেসারে অসম অভিযানে বাংলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৫ নভেম্বর : সবুজ পিচ। সকালের দিকে ভালোরকম আর্দ্রতা থাকছে।

এমন পরিবেশে রবিবার কল্যাণীর বাংলা ক্রিকেট অ্যাকাডেমির মাঠে অসমের বিরুদ্ধে রনজি ট্রফি অভিযানে নামছে টিম বাংলা। সবুজ পিচের কারণেই অসম ম্যাচে চার পেসারে নামতে চলেছে বাংলা দল। জানা গিয়েছে, মহম্মদ সামি, ঈশান পোড়েল, সুরজ সিন্ধু জয়সওয়াল ও মহম্মদ কাইফকে নিয়ে বোলিং আক্রমণ সাজাতে চলেছে বাংলা টিম ম্যানেজমেন্ট।

রেলওয়েজের বিরুদ্ধে শেষ ম্যাচে অধিনায়ক অভিমন্যু ঈশ্বরণ ছিলেন না। বিশ্রামে ছিলেন সামিও। দুজনই আগামীকাল বাংলার হয়ে মাঠে নামছেন। স্পিনার হিসেবে থাকছেন রাহুল প্রসাদ ও অলরাউন্ডার শাহবাজ আহমেদ। চার ম্যাচে ২০ পয়েন্ট নিয়ে রনজির এলিট পর্বের গ্রুপ 'সি'-তে শীর্ষস্থানে থাকা বাংলার মন্ত্র এখন এগিয়ে চলা। সঙ্গে দলের অন্দরে রয়েছে প্রবল সতর্কতাও। ত্রিপুরার মতো দুর্বল দলের বিরুদ্ধে এক পয়েন্টে সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছিল বাংলাকে। অসমও দুর্বল দল। লিগ টেবিলে সবার নীচে। দলের প্রধান তারকা রিয়ান পরাগও নেই। এমন দলের বিরুদ্ধে চার পেসারে খেলতে নামার আগে কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা বলছিলেন, 'কোনও দলই দুর্বল বা ছোট হয় না রনজিতে। ত্রিপুরা ম্যাচের অভিজ্ঞতা আমাদের জন্য তাজা। ফলে সবাই সতর্ক হয়েই কাল মাঠে নামব।'

কলকাতার তুলনায় কল্যাণীতে ঠান্ডা অনেকটাই বেশি। এমন ঠান্ডার আমেজের মধ্যেও বাংলা দলের অন্দরে রয়েছে রনজির উত্তাপ। যার মূলে অনেকটাই সামি। টিম ইন্ডিয়ার বাইরে থাকা জোরে বোলার আজ সকালে কল্যাণী পৌঁছে দীর্ঘসময় নেটে বোলিংও করেছেন। আগামীকাল তাঁর বোলিং দেখার জন্য কলকাতায় থাকা জাতীয় নির্বাচক কমিটির প্রধান অজিত আগরকার কল্যাণী যেতে পারেন বলে খবর। আইপিএলের আসরে নতুন ফ্র্যাঞ্চাইজি দল পাওয়া সামির দিকেও আগামী কয়েকদিন নজর থাকবে ভারতীয় ক্রিকেটমহলের।

প্রথম টেস্টে নেই হ্যাজেলউড

ক্যানবেরা, ১৫ নভেম্বর : অ্যাসেজ শুরু হওয়ার আগে ফের ধাক্কা অজি শিবিরে। হ্যামস্ট্রিংয়ের চোটের জন্য প্রথম টেস্টে খেলবেন না জোশ হ্যাজেলউড। নিউ সাউথ ওয়েলসের হয়ে শেফিল্ড শিল্ডে ভিক্টোরিয়ার বিরুদ্ধে খেলার সময় চোট পান হ্যাজেলউড। পরে জানা গিয়েছে, হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট লেগেছে অজি তারকার। তাই পারথে প্রথম টেস্টে খেলবেন না হ্যাজেলউড। তাঁর পরিবর্তে মাইকেল নেসেরকে দলে নেওয়া হয়েছে।

আগেই চোটের জন্য প্রথম টেস্ট থেকে ছিটকে গিয়েছেন অধিনায়ক প্যাট কামিন্স। তারপর হ্যাজেলউডের চোট যেন আরও অস্বস্তি বাড়িয়ে দিয়েছে অস্ট্রেলিয়া শিবিরে। ফলে মিচেল স্টার্ক একমাত্র ভরসা। কামিন্সের পরিবর্তে স্কট বোল্যান্ডকে খেলানোর পরিকল্পনা রয়েছে অজিদের। হ্যাজেলউড চোট পাওয়ায় প্রথম টেস্টে অভিষেক হতে পারে ব্রেন্ডন ডগেটের।

বর্ষসেরা রেফারি উজ্জ্বল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৫ নভেম্বর : তাঁর একটা সিদ্ধান্তে বিতর্কহীন থেকেছে আইএফএ শিল্ড ফাইনাল।

এবার শিল্ড ফাইনালে মুখোমুখি হয়েছিল ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। ম্যাচে প্রথমার্ধ শেষ হতে তখনও বেশ কিছুক্ষণ বাকি। চলতি বলে নেওয়া আপুইয়ার শট ক্রসবার ছুঁয়ে মাটিতে পরে বাইরে বেড়িয়ে আসে। বল কি গোললাইন অতিক্রম করেছে? এক পলকে বোঝা বেশ মুশকিল। তবে সিদ্ধান্ত জানাতে বেশি সময় নেননি ওই ম্যাচে সহকারী রেফারির দায়িত্বে থাকা উজ্জ্বল হালদার। পতাকা তুলে জানিয়ে দেন, গোল হয়েছে। সিদ্ধান্ত যে নির্ভুল তা পরে বোঝা গেল।

শুধু শিল্ড ফাইনালের ডার্বিই নয়, এমন অনেক ম্যাচ কড়া হাতে সামলেছেন কল্যাণীর উজ্জ্বল। ২০২৪ সালে ফিফা এলিট রেফারিদের তালিকায় তার নাম উঠেছে। রবিবার বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে তাঁর হাতেই বর্ষসেরা রেফারির পুরস্কার তুলে দেবে রাজ্য ফুটবল নিয়ামক সংস্থা আইএফএ। এর আগে সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন থেকে দুইবার বর্ষসেরা সহকারী রেফারির পুরস্কার পেয়েছেন উজ্জ্বল।

ফিটনেস নিয়ে সমস্যা নেই আকাশের

দলের সঙ্গে ঢাকা গেলেও ছাড়পত্র আসেনি রায়ানের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৫ নভেম্বর : 'ফিটনেস নিয়ে আর কোনও সমস্যা নেই তো?'

মিক্সড জোনে প্রশ্নটা করতেই একগাল হাসি হেসে উত্তর, 'ম্যাচে তো আমাকে দেখলেন। কী মনে হল? ফিটনেস নিয়ে আর কোনও সমস্যা আছে?' প্রশ্ন এবং উত্তর, দুটোই সুপার কাপ গ্রুপ পর্যায়ের সময়কার। ১৮ মাস পর আকাশ মিশ্রর মাঠে ফেরা নিজের জন্য তো বটেই, তাঁর ক্লাব মুম্বই সিটি এফসি এবং অবশ্যই জাতীয় দলের কোচের জন্যও স্বস্তির ঘটনা। ২০২২ থেকে '২৪-এর মধ্যে ভারতীয় দল খেলে মোট ২৯ ম্যাচ। যার মধ্যে আকাশকে দেখা গিয়েছে ২৪ ম্যাচে মাঠে নামতে। অর্থাৎ একটা সময় তৈরি হয় যখন লেফট ব্যাকে পজিশনে মধ্যপ্রদেশের এই তরুণকে ছাড়া ভাবাই যেত না। কিন্তু দুর্ভাগ্য, ২০২৪ সালের এপ্রিলে, আইএসএল প্লে-অফের সময়ে পায়ে চোট পেয়ে ১৮ মাসের জন্য ছিটকে যান তিনি। আর তারপর এই সুপার কাপে ফিরে আসা এবং তারই ভিত্তিতে আসন্ন বাংলাদেশ ম্যাচের জাতীয় দলেও জায়গা তৈরি করে নেওয়া। মাঝের সময়টা যে কঠিন ছিল সেই কথা আকাশ নিজেই বলেছিলেন সেদিন, 'অস্ত্রোপচারের পরের সময়টা সত্যিই কঠিন ছিল। একটা সময় মনে হত এই অপেক্ষার বোধহয় শেষ নেই। মনে প্রশ্ন আসত, আমি কি আদৌ ফিরতে পারব? তাছাড়া আপনি যখন ভালো খেলেন, তখন চোট সারিয়ে ফিরে এসেও আপনি ওই পর্যায়ের ফুটবলই উপহার দেবেন, এমনটা সবাই আশা করেন। এই সব চাপও তো তখন মনের মধ্যে তৈরি হয়।' তবে সুপার কাপের প্রথম ম্যাচেই বোঝা গিয়েছিল, তিনি সেই পুরোনো ফর্মেই ফিরতে চলেছেন। স্বাভাবিকভাবেই গোয়ায় উপস্থিত খালিদ জামিলেরও একইরকম মনে হওয়ায় তিনি বেঙ্গালুরুর শিবিরে ডেকে নেন তাঁকে।

এদিন যে ২৩ জনের দল ঘোষণা করলেন জাতীয় দলের হেডকোচ, তাতে স্বাভাবিকভাবেই জায়গা হয়েছে আকাশের। এমনিতেই মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের ফুটবলাররা ডাক না পাওয়ায় লেফট ব্যাকে তিনিই নিশ্চিতভাবে খালিদের প্রথম পছন্দ হতে চলেছেন, এই কথা বলাই যায়। এদিন অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের তরফে জানানো হয় রায়ান উইলিয়ামস দলের সঙ্গে ঢাকা উড়ে গেলেন। কিন্তু তিনি মাঠে নামতে পারবেন তখনই যদি ম্যাচের আগে ফুটবল অস্ট্রেলিয়া থেকে ছাড়পত্র আসে এবং তাতে ফিফা ও এএফসি অনুমোদন দেয়। এদিন বিকেলেই ঢাকায় পৌঁছায় গোটা দল।

২৩ জনের ঘোষিত দল

গুরপ্রীত সিং সান্ধু, ঋতিক তিওয়ারি ও সাহিল (গোলরক্ষক), আকাশ মিশ্র, আনোয়ার আলি, বিকাশ ইয়ুমনাম, ভালপুইয়া রালতে, জয় গুপ্তা, পরমবীর, রাহুল ভেকে ও সন্দেশ ঝিংগান (ডিফেন্ডার), ব্রাইসন ফার্নান্ডেজ, লালরেম ফানাই, ম্যাকার্টন লুইস নিকসন, নাওরেম মহেশ সিং, নিখিল প্রভু, সুরেশ সিং ওয়াংজাম (মিডফিল্ডার), এডমুন্ড লালরিনডিকা, লালিয়ানজুয়ালা ছাঙ্গতে, মহম্মদ সানান, রহিম আলি, রায়ান উইলিয়ামস ও বিক্রম প্রতাপ সিং (ফরোয়ার্ড)।

ভারতীয় পাসপোর্ট নিয়ে ঢাকার বিমান ধরতে চলেছেন রায়ান উইলিয়ামস।

জয়ের পর কোচ জলাটকো ডালিচের সঙ্গে ক্রোয়েশিয়ার লুকা মডরিচ।

বিশ্বকাপের টিকিট পেল ক্রোয়েশিয়া

লুক্সেমবার্গ সিটি ও রিজেকা, ১৫ নভেম্বর : অপেক্ষা আর এক পয়েন্টের।

শুক্রবার বিশ্বকাপ যোগ্যতা অর্জন পর্বের ম্যাচে লুক্সেমবার্গকে ২-০ গোলে হারাল জার্মানি। ম্যাচের প্রথমার্ধ গোলশূন্য থাকায় অঘটনের আশঙ্কা ক্রমশ বাড়ছিল। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই অবশ্য গোল করে জার্মানিকে এগিয়ে দেন নিক ওল্টেমেড। ৬৯ মিনিটে দ্বিতীয় গোলটিও তাঁরই করা।

এই জয়ের পরও অবশ্য ২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপের টিকিট নিশ্চিত করতে পারেনি জার্মানি। সোমবার রাতের স্লোভিকিয়া ম্যাচ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে তাদের। শুক্রবার রাতে নর্দার্ন আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে ১-০ জয়ের পর জার্মানির মতো ৫ ম্যাচে স্লোভাকিয়ার সংগ্রহেও ১২ পয়েন্ট। গোল পার্থক্যে এগিয়ে জার্মানরা। ফলে সোমবার যোগ্যতা অর্জন পর্বের শেষ ম্যাচে স্লোভাকিয়ার বিরুদ্ধে হার এড়াতে পারলেই আসন্ন বিশ্বকাপের টিকিট নিশ্চিত করে ফেলবে হুলিয়ান নাগেলসম্যানের জার্মানি। অন্যথা প্লে-অফের অপেক্ষায় থাকতে হবে।

১ পয়েন্ট দূরে জার্মানি

অন্যদিকে, ফারো আইল্যান্ডকে ৩-১ গোলে হারিয়ে ২০২৬ বিশ্বকাপের টিকিট নিশ্চিত করে ফেলল ক্রোয়েশিয়া। শুরুতে গোল করে চমক দিয়েছিল ফারো আইল্যান্ড। ঘুরে দাঁড়াতে বেশি সময় নেয়নি ক্রোট ব্রিগেড। ২৩ মিনিটে ম্যাচে সমতা ফেরান জসকো ভার্ডিওল। দ্বিতীয়ার্ধে আরও দুই গোল করেন পিটার মুসা ও নিকোলা ভ্লাসিচ। যোগ্যতা অর্জন পর্বে এক ম্যাচ বাকি থাকতেই ১৯ পয়েন্ট নিয়ে বিশ্বকাপে জায়গা করে নিল ক্রোয়েশিয়া।

চিকিৎসক চেয়েও পেলেন না শুভমান

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৫ নভেম্বর : দুই মিনিট। তিন বল। চার রান।

আর তারপরই সুইপ শট খেলতে গিয়ে ঘাড়ে অস্বস্তি অনুভব করেন তিনি। মাঠে ডাক পড়ে দলের ফিজিওর। আর সেই ফিজিওর সঙ্গেই মাঠ থেকে বেরিয়ে যান ভারত অধিনায়ক শুভমান গিল। দিনের বাকি সময়টা তাঁকে আর মাঠে দেখা যায়নি। ব্যাটও করেননি ভারত অধিনায়ক।

দ্বিতীয় দিনের খেলার শেষে যখন গিলকে ফের দেখা গেল, তখন তিনি স্ট্রেচারে শুয়ে। ভারতীয় দলের সাজঘর থেকে তাঁকে বার করে নিয়ে যাওয়া হল অ্যাম্বুল্যান্সে। দ্রুত সেই অ্যাম্বুল্যান্স পৌঁছে গেল দক্ষিণ কলকাতার উডল্যান্ডস হাসপাতালে। টিম ইন্ডিয়ার টেস্ট অধিনায়ককে নিয়ে শুরু হল নয়া জল্পনা।

> রাতে ঘুমের সময়ই কিছু সমস্যা হয়েছিল শুভমানের। সকালে ওঠার পরই অস্বস্তি অনুভব করে ও।
>
> **মর্নি মরকেল**

সকালে ঘুম ভাঙার পর ঘাড়ে অস্বস্তি অনুভব করেছিলেন শুভমান। সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ সতীর্থদের সঙ্গে ইডেনে হাজির হওয়ার পর ভারতীয় দলের তরফে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের খোঁজও করা হয়েছিল। সেই সময় কাউকে পাওয়া যায়নি। দিনের খেলা শুরুর পর প্রথম জলপানের বিরতির পরই শুরু যাবতীয় নাটক। সাইমন হার্মারের ঘূর্ণিতে ওয়াশিংটন সুন্দর আউট হতেই ব্যাট করতে মাঠে নামেন শুভমান। সেই ওভারেই হার্মারকে সুইপ করে চার মারার পর ঘাড়ের অস্বস্তি বেড়ে যায় ভারত অধিনায়কের। ব্যাটিং ছেড়ে মাঠ থেকে গিল সাজঘরে ফেরার পরও বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের খোঁজ করা হয়েছিল ভারতীয় দলের তরফে। কিন্তু তখনও কাউকে পাওয়া যায়নি। টিম ইন্ডিয়ার চিকিৎসকের পরামর্শে সাজঘরে 'নেক কলার' পরেছিলেন ভারত অধিনায়ক। কিন্তু তাতেও লাভ হয়নি। জানা গিয়েছে, ব্যাটিংয়ের সময় ঘাড়ে যেভাবে ফিক ব্যথা অনুভব করেছিলেন গিল, সেটা কমার বদলে আরও বেড়ে যায়।

অন্তত এক ঘণ্টা পরে চিকিৎসকের দেখা মিলেছিল। কিন্তু তাঁর পরামর্শও খুব একটা কাজে আসেনি বলে খবর। তাই দ্বিতীয় দিনের খেলা শেষের পরই

ব্যাট করতে গিয়ে ঘাড়ে চোট, সন্ধ্যায় হাসপাতালে গিল

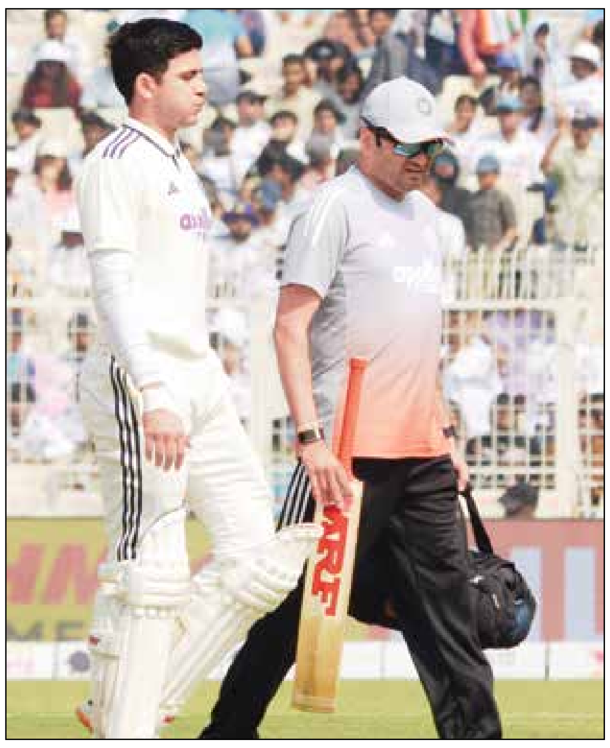

৪ রান করেই ঘাড়ে অস্বস্তি নিয়ে মাঠ ছাড়ছেন শুভমান গিল। -ডি মণ্ডল

শুভমানকে অবিশ্বাস্য দ্রুততায় ইডেন থেকে বার করে নিয়ে যাওয়া হয় হাসপাতালে। জানা গিয়েছে, শুভমানকে হাসপাতালে ভর্তি করে সেখানে ভারত অধিনায়কের যাবতীয় ডাক্তারি পরীক্ষা হয়েছে। সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে তাঁকে আইসিইউ-তে চিকিৎসকের পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে। রাতের দিকের খবর, দ্বিতীয় টেস্টে অনিশ্চিত শুভমান। সেক্ষেত্রে অধিনায়কত্ব করবেন ঋষভ পন্থ। আগামীকাল তৃতীয় দিনে খেলার ফল যাই হোক না কেন, ভারত অধিনায়কের ব্যাট করার সম্ভাবনা নেই বলেই খবর।

টিম ইন্ডিয়ার বোলিং কোচ মর্নি মরকেল দিনের খেলার পর সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে বলেছেন, 'রাতে ঘুমের সময়ই কিছু সমস্যা হয়েছিল শুভমানের। সকালে ওঠার পরই অস্বস্তি অনুভব করে ও।' ভারত অধিনায়ক ঘাড়ে চোট পেয়ে মাঠ ছাড়ার পর সিএবি-র তরফে কেন দ্রুত কোনও বিশেষজ্ঞ চিকিৎসককে পাওয়া গেল না, প্রশ্ন উঠেছে। পরস্পরের ঘাড়ে দোষ ঠেলার খেলাও শুরু হয়েছে।

কিন্তু সবকিছুর আগে চূড়ান্ত অপেশাদারিত্বের ফলে মুখ পুড়েছে বাংলা ক্রিকেট সংস্থার। একে তো পিচ নিয়ে বিতর্ক রয়েছেই। উপরি হিসেবে শুভমানের চোটেও কাঠগড়ায় তুলে দিয়েছে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রশাসনকে।

২০২৬ আইপিএলের জন্য রিটেনশন ও ট্রেডিং

কলকাতা নাইট রাইডার্স
ছেড়ে দিল : আন্দ্রে রাসেল, ভেঙ্কটেশ আইয়ার, কুইন্টন ডি কক, আনরিখ নর্তজে, রহমানুল্লাহ গুরবাজ, স্পেনসার জনসন, মইন আলি।
ট্রেডিং : মায়াঙ্ক মার্কান্ডে (মুম্বই)।
হাতে থাকল : ₹৬৪.৩ কোটি।

রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু
ছেড়ে দিল : লিয়াম লিভিংস্টোন, টিম সেইফার্ট, মায়াঙ্ক আগরওয়াল, লুঙ্গি এনগিডি।
হাতে থাকল : ₹১৬.৪ কোটি।

চেন্নাই সুপার কিংস
ছেড়ে দিল : মাথিশা পাথিরানা, ডেভন কনওয়ে, রাচিন রবীন্দ্র, রাহুল ত্রিপাঠী, দীপক হুডা, বিজয় শংকর, কমলেশ নাগারকোটি।
ট্রেডিং : রবীন্দ্র জাদেজা (রাজস্থান), স্যাম কুরান (রাজস্থান)।
হাতে থাকল : ₹৪৩.৪ কোটি।

রাজস্থান রয়্যালস
ছেড়ে দিল : ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা, মহেশ থিকশানা, ফজলহক ফারুকি।
ট্রেডিং : নীতীশ রানা (দিল্লি), সঞ্জু স্যামসন (চেন্নাই)।
হাতে থাকল : ₹১৬.০৫ কোটি।

সানরাইজার্স হায়দরাবাদ
ছেড়ে দিল : উইয়ান মুল্ডার, রাহুল চাহার, অ্যাডাম জ্যাম্পা।
ট্রেডিং : মহম্মদ সামি (লখনউ সুপার জায়েন্ট)।
হাতে থাকল : ₹৩৫.৫ কোটি।

গুজরাট টাইটান্স
ছেড়ে দিল : করিম জানাত, জেরাল্ড কোয়েৎজে, দাসুন শানাকা।
ট্রেডিং : শেরফানে রাদারফোর্ড (মুম্বই)।
হাতে থাকল : ₹১২.৯ কোটি।

লখনউ সুপার জায়েন্টস
ছেড়ে দিল : ডেভিড মিলার, শামার জোসেফ, আকাশ দীপ, রবি বিষ্ণোই।
ট্রেডিং : শার্দূল ঠাকুর (মুম্বই)।
হাতে থাকল : ₹২২.৯ কোটি।

পাঞ্জাব কিংস
ছেড়ে দিল : গ্লেন ম্যাক্সওয়েল, জোশ ইনগ্লিস, প্রবীণ দুবে।
হাতে থাকল : ₹১১.৫ কোটি।

দিল্লি ক্যাপিটালস
ছেড়ে দিল : মোহিত শর্মা, ফাফ ডু প্লেসি, সেদিকুল্লাহ অটল, জ্যাক ফ্রেজার ম্যাকগার্ক।
ট্রেডিং : ডোনোভান ফেরেইরা (রাজস্থান)।
হাতে থাকল : ₹২১.৮ কোটি।

মুম্বই ইন্ডিয়ান্স
ছেড়ে দিল : করণ শর্মা, মুজিব উর রহমান, ভিগনেশ পুথুর।
ট্রেডিং : অর্জুন তেন্ডুলকার (লখনউ)।
হাতে থাকল : ₹২.৭৫ কোটি।

নিলামের আগে রাসেলকে ছেড়ে দিল নাইট রাইডার্স

মুম্বই, ১৫ নভেম্বর : ইডেন গার্ডেন্সে ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা প্রথম টেস্ট নিয়ে উত্তেজনা বাড়ছে। 'টেস্ট উত্তাপ'-এর মাঝেই আগামী আইপিএলের জন্য দল গুছিয়ে নিতে ব্যস্ত ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলি। ক্রিকেট মহলের চর্চার কেন্দ্রবিন্দু অবশ্য আন্দ্রে রাসেল। ১০ বছর ধরে কলকাতা নাইট রাইডার্সের সদস্য বিস্ফোরক ক্যারিবিয়ান অলরাউন্ডার রাসেলকে নিলামের আগে ছেড়ে দেওয়া হল। সঙ্গে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে গত বছর নিলামে চমকে দিয়ে ২৩.৭৫ কোটি টাকায় নাইট শিবিরে ফেরত আসা ভেঙ্কটেশ আইয়ারকে। গত আইপিএলে প্রত্যাশা অনুযায়ী খেলতে না পারাই মধ্যপ্রদেশের ক্রিকেটারের বিপক্ষে গিয়েছে। কেকেআর ধরে রাখেনি চার বিদেশি আনরিখ নর্তজে (৬.৫ কোটি টাকা), কুইন্টন ডি কক (৩.৬ কোটি), মইন আলি (২ কোটি) ও স্পেনসার জনসনকে (২ কোটি)। যার সুবাদে আসন্ন নিলামে সর্বাধিক ৬৪.৩ কোটি টাকা পকেটে নিয়ে টেবিলে বসার সুযোগ পাবে কেকেআর।

তবে সবকিছু ছাপিয়ে সামনে আসছে রাসেলকে ছেড়ে দেওয়া। আইপিএলে ১৪০ ম্যাচের কেরিয়ারে

চেন্নাই থেকে বিদায় জাদেজার, আগমন সঞ্জুর

২৬৫১ রান করেছেন তিনি। নিয়েছেন ১২৩ উইকেট। যার সিংহভাগটাই এসেছে নাইটদের হয়ে। অবশ্য গত বছর সেই ফর্ম তিনি ধরে রাখতে পারেননি। ১০ ইনিংসে রাসেল করেন ১৬৭ রান। ১১.৯৪ ইকোনমি রেটে ২০২৫ আইপিএলে মাত্র ৮ উইকেট তিনি তুলতে পেরেছেন। সেইসঙ্গে ৩৭ বছর বয়সটা ও আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়ে ফেলা তাঁর বিপক্ষে গিয়েছে।

শনিবার আনুষ্ঠানিকভাবে রবীন্দ্র জাদেজা ও স্যাম কুরানকে ছেড়ে রাজস্থান রয়্যালস থেকে সঞ্জু স্যামসনকে দলে নিল চেন্নাই সুপার কিংস। কুরানকে সঙ্গে নিয়ে নিজের প্রাক্তন দল রাজস্থানে ফিরলেন জাদেজা। চেন্নাইয়ে থাকার সময় ১৮ কোটি টাকা পেতেন জাদেজা। কিন্তু রাজস্থান থেকে তিনি পাবেন ১৪ কোটি টাকা। উলটোদিকে চেন্নাইয়ে যোগ দেওয়ার পরেও সঞ্জুর বেতন ১৮ কোটিই থাকছে।

দীর্ঘদিন ধরেই মহেন্দ্র সিং ধোনির উত্তরসূরি হিসেবে সঞ্জুকে দলে নেওয়ার চেষ্টা করছিল চেন্নাই। অবশেষে সেই লক্ষ্যে সফল তারা। তবে জাদেজাকে ছেড়ে দেওয়ায় অবাক চেন্নাইয়ের সমর্থকরা। গত ১২ বছর ধরে হলুদ জার্সিতে আইপিএল মাতিয়েছেন এই ভারতীয় অলরাউন্ডার। জানা যাচ্ছে, ধোনির সঙ্গে আলোচনা করে চেন্নাই ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন জাদেজা।

ম্যাচের আগে অ্যাঙ্গোলার রাষ্ট্রপতি জোয়াও লৌরেঙ্কোর হাতে বিশেষ জার্সি তুলে দেন আর্জেন্টিনার অধিনায়ক লিওনেল মেসি।

অ্যাঙ্গোলার বিরুদ্ধে প্রীতি ম্যাচে জয় মেসিদের

লুয়ান্ডা, ১৫ নভেম্বর : প্রীতি ম্যাচে অ্যাঙ্গোলার বিরুদ্ধে ২-০ গোলে জিতল আর্জেন্টিনা। শুক্রবার অপেক্ষাকৃত দুর্বল অ্যাঙ্গোলার বিরুদ্ধে আরও বড় ব্যবধানে জয় আশা করেছিলেন ফুটবলপ্রেমীরা। তবে তাদের সেই আশাপূরণ হয়নি। ম্যাচের ৪৪ মিনিটে লওটারো মার্টিনেজের গোলে এগিয়ে যায় আর্জেন্টিনা। এক্ষেত্রে অ্যাসিস্ট করেছিলেন স্বয়ং লিওনেল মেসি। কিন্তু এখানেই থেমে থাকেননি তিনি। ৮২ মিনিটে লওটারোর পাস থেকে ফিনিশ করে যান আর্জেন্টাইন মহাতারকা। গত ১১ নভেম্বর ছিল অ্যাঙ্গোলার ৫০তম স্বাধীনতা দিবস। সেই উপলক্ষ্যেই আর্জেন্টিনা দলকে এই প্রীতি ম্যাচ খেলার আমন্ত্রণ জানিয়েছিল আফ্রিকান দেশটি।

জলপাইগুড়ি দল ঘোষণা

জলপাইগুড়ি, ১৫ অক্টোবর : ১৮ নভেম্বর থেকে কৃষ্ণনগরে শুরু হতে চলেছে সিএবি পরিচালিত আন্তঃ জেলা সিনিয়ার মহিলা টি২০ ক্রিকেট প্রতিযোগিতা। দুইদিন ট্রায়ালের পর শনিবার জলপাইগুড়ি দল ঘোষণা করল জেলা ক্রীড়া সংস্থা। দলে সুযোগ পেয়েছেন- হ্যাপি সরকার, মর্জিনা খাতুন, মৌমিতা সরকার, কোয়েল মণ্ডল, আরাত্রিকা দে, কোয়েল রায়, মেহেক হোসেন, অবন্তিকা রায়, পাপড়িয়া দাস, শিখা সরকার, গার্গী অধিকারী, পার্থেয়া সরকার, হিরন্ময়ী রায়, হৈমবতী রায় ও মুসকান রাউত।

স্মরণে

ঁতপতী রায়

জন্ম: 05-01-1944, প্রয়াণ: 08-11-2025
(বাংলা : ২১শে কার্তিক, ১৪৩২ সন)
শ্রদ্ধানুষ্ঠান ও স্মরণ সভা : 21-11-2025
শুক্রবার মধ্যাহ্নে, অতিথি নিবাস, কাছারী মোড়, কোচবিহার।
তোমার প্রয়াণে আমরা গভীরভাবে শোকাহত :
ভাগ্যহীনা কন্যা : সুতপা রায় ও সুদীপ্তা রায় বসুনীয়া, জামাতা : গোবিন্দ রায় ও শীর্ষেন্দু কুমার রায় বসুনীয়া,
নাতি : অভীক রায় ও স্পন্দন রায় বসুনীয়া, নাতবউ : সাথী রায়।
মোহিত এপার্টমেন্ট, পাটাকুড়া, কোচবিহার।

আশঙ্কা কাটাতে তৈরি ব্রুজোঁর পরিকল্পনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৫ নভেম্বর : সুপার কাপ সেমিফাইনালের আগে ছন্দ হারানোর আশঙ্কা কাটাতে দলকে কড়া অনুশীলনের মধ্যে রাখতে চাইছেন ইস্টবেঙ্গল কোচ অস্কার ব্রুজোঁ।

শনিবার সকালে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন সংলগ্ন দুটি মাঠে অনুশীলন করল লাল-হলুদের দুই দল। একদিকে অর্চিষ্মান বিশ্বাস ও বরুণ সেনগুপ্তর তত্ত্বাবধানে সিকিম গভর্নরস গোল্ড কাপের মহড়ায় ব্যস্ত ইস্টবেঙ্গলের রিজার্ভ দল। অন্যদিকে প্রস্তুতি সারলেন মহম্মদ রশিদ, পিভি বিষ্ণু, মিগুয়েল ফিগুয়েরা। সুপার কাপ সেমিফাইনালের আগে ব্রুজোঁর চিন্তার কারণ হতে পারে দুটি বিষয়। এক গ্রুপ পর্বে পাল্লা দিয়ে গোলের সুযোগ নষ্টের প্রবণতা। দুই মাঝের লম্বা বিরতি।

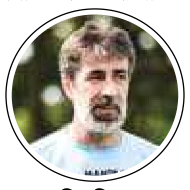

> মাঝে বিরতি না থাকলেই ভালো হত। ডুরান্ড কাপ ও আইএফএ শিল্ড খেলার পর ঠিক সময় দল ছন্দ পেয়ে গিয়েছে। গ্রুপ পর্বে আমাদের পারফরমেন্সেই তা বোঝা গিয়েছে।
>
> **অস্কার ব্রুজোঁ**

প্রথম বিষয়টা নিয়ে যদিও বিশেষ কিছু বলছেন না তিনি। বরং অনুশীলনে বাড়তি পরিশ্রম করাচ্ছেন হামিদ আহদাদ, হিরোশি ইবুসুকিদের। বরং সেমিফাইনালের আগে বিরতি নিয়ে চিন্তিত তিনি। অস্কার বলেছেন, 'মাঝে বিরতি না থাকলেই ভালো হত। ডুরান্ড কাপ ও আইএফএ শিল্ড খেলার পর ঠিক সময় দল ছন্দ পেয়ে গিয়েছে। গ্রুপ পর্বে আমাদের পারফরমেন্সেই তা বোঝা গিয়েছে। এমন একটা সময় লম্বা বিরতি, ছন্দ হারানোর আশঙ্কা তো রয়েছেই। তবে পরিস্থিতি মানিয়ে নেওয়া ছাড়া পথ নেই।' একইসঙ্গে আশঙ্কা কাটাতে পরিকল্পনাও ছকে ফেলেছেন ব্রুজোঁ। তিনি নিজেই বলেছেন, 'আগামী এক সপ্তাহ ছেলেদের কড়া অনুশীলনের মধ্যে রাখব। তারপর ম্যাচের প্রস্তুতি শুরু হবে। এমনভাবে সূচি তৈরির একটাই কারণ, সেমিফাইনালের আগে লম্বা বিরতি যাতে দলের পারফরমেন্সে প্রভাব না ফেলে। যে জায়গায় গ্রুপ পর্ব শেষ করেছি আমরা সেখান থেকেই সেমিফাইনালে শুরু করতে চাই।'

উত্তরের খেলা

ব্রোঞ্জ প্রিয়াংকা, তুষারের

আলিপুরদুয়ার, ১৫ নভেম্বর : প্যারেড গ্রাউন্ডে আলিপুরদুয়ার জেলা বক্সিং অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে আয়োজিত পশ্চিমবঙ্গ এলিট রাজ্য বক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপে মেয়েদের ৪৫-৪৮ কেজি বিভাগে ফাইনালে উঠেছেন মুর্শিদাবাদের অনামিকা ঘোষ ও কলকাতার মণিকা মল্লিক। ব্রোঞ্জ জিতেছেন দার্জিলিংয়ের অলকা থাপা ও পশ্চিম বর্ধমানের ইশা। ৪৮-৫১ কেজিতে ফাইনালে উঠেছেন নেহা শ ও নিশা যাদব। ৫১-৫৪ কেজিতে ব্রোঞ্জ জিতেছেন আলিপুরদুয়ারের প্রিয়াংকা রায়। একই বিভাগে ফাইনালে উঠেছেন স্নেহা ঠাকুর ও তেজস্বিনী দত্ত। ছেলেদের বিভাগে ৮৫-৯০ কেজিতে ব্রোঞ্জ জিতেছেন আলিপুরদুয়ারের তুষার সরকার।

ভারতসেরা হলদিবাড়ির তনুশ্রীরা

হলদিবাড়ি, ১৫ নভেম্বর : উত্তরপ্রদেশের বরেলিতে অনূর্ধ্ব-১৭ মেয়েদের জাতীয় স্তরের ভলিবলে চ্যাম্পিয়ন হল বাংলা দল। হলদিবাড়ির তনুশ্রী রায়ের নেতৃত্বে ফাইনালে বাংলা দল ২৫-১৫, ২৫-১৮ ও ২৫-৬ পয়েন্টে হারিয়েছে রাজস্থানকে। তার আগে তনুশ্রীরা সেমিফাইনালে কেরল ও কোয়ার্টার ফাইনালে হরিয়ানাকে হারিয়েছে। এই নিয়ে টানা তিনবার চ্যাম্পিয়ন হল বাংলা। ১২ জনের দলে ৫ সদস্য হলদিবাড়ি ব্লকের সীমান্তবর্তী দেওয়ানগঞ্জ হাইস্কুলের ছাত্রী- মল্লিকা রায়, তনুশ্রী রায় (একাদশ শ্রেণি) এবং শিউলি রায় সরকার, পূজা রায় ও তনুশ্রী রায় (দশম শ্রেণি)। স্কুলের ক্রীড়া শিক্ষক প্রসেনজিৎ দত্ত বলেছেন, 'পড়ুয়াদের এই সাফল্যের মূল কারিগর খেলোয়াড়দের স্থানীয় কোচিং ক্যাম্প ও প্রশিক্ষক তাপস রায়।' তাপসের মন্তব্য, 'দারিদ্র্যের মধ্যেও পরিশ্রমের ফল আজ পেয়েছে মেয়েরা। আশা করছি আগামীতে তারা দেশের হয়ে নামতে পারবে।' রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু চ্যাম্পিয়ন দলকে সামাজিক মাধ্যমে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

চ্যাম্পিয়ন ট্রফির সঙ্গে তনুশ্রী রায়, মল্লিকা রায়, শিউলি রায় সরকাররা।

জয়ী সুকান্ত স্পোর্টিং, জুবিলি

আলিপুরদুয়ার, ১৫ নভেম্বর : আলিপুরদুয়ার ডুয়ার্স ক্রিকেট অ্যাকাডেমির উদ্যোগে এবং আলিপুরদুয়ার টাউন ক্লাব ও বলাই মেমোরিয়াল ক্লাবের যৌথ সহযোগিতায় আয়োজিত অনূর্ধ্ব-১২ ডুয়ার্স কিডস কাপ ক্রিকেটে শনিবার সুকান্ত স্পোর্টিং ক্রিকেট অ্যাকাডেমি ১০ উইকেটে হারিয়েছে বারোবিশা ডিসিএ-কে। বারোবিশা প্রথমে ১০.৫ ওভারে ২০ রানে গুটিয়ে যায়। তাদের সর্বাধিক ৩ রান অংশ কিস্কুর। ম্যাচের সেরা অবনীশ মজুমদারের শিকার ৩ রানে ৩ উইকেট। জবাবে সুকান্ত ৩.২ ওভারে বিনা উইকেটে ২৫ রান তুলে নেয়। শুভায়ু গঙ্গোপাধ্যায় রেখে আসে ৮ রান।

বি বি মেমোরিয়াল ক্রিকেট অ্যাকাডেমি না আসায় ওয়াকওভার পায় রেইনবো ক্রিকেট অ্যাকাডেমি।

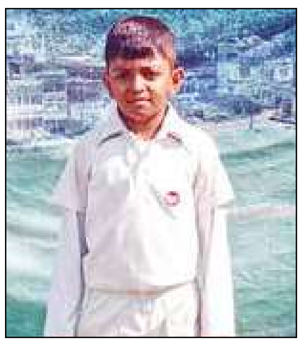

ম্যাচের সেরা অবনীশ মজুমদার।

বিএমসি মাঠে প্রথম ম্যাচে জুবিলি ক্রিকেট অ্যাকাডেমি ৮ উইকেটে জয় পেয়েছে বেলাকোবা পাবলিক ক্লাব ক্রিকেট অ্যাকাডেমির বিরুদ্ধে। বেলাকোবা প্রথমে ২০ ওভারে ৯ উইকেটে ১০২ রান তোলে। লাকি বর্মনের অবদান ২০ রান। অর্কঘ্য সরকার ১৬ রানে ২ উইকেট নেয়। জবাবে জুবিলি ১৪ ওভারে ২ উইকেটে লক্ষ্যে পৌঁছে যায়। নামিস যাদব ৩৫ রান করে। লাকি বর্মন ১৫ রানে ১ উইকেট নেয়। ম্যাচের সেরা দীপ বিশ্বাস।

টাউন ক্লাবে বোড়োল্যান্ড ক্রিকেট অ্যাকাডেমি ৬৩ রানে হারিয়েছে স্পার্টান ক্রিকেট অ্যাকাডেমিকে। বোড়োল্যান্ড প্রথমে ২০ ওভারে ৫ উইকেটে ১৬৫ করে। ম্যাচের সেরা অরিসুল হক মণ্ডল ৭৭ রানে অপরাজিত ছিল। জবাবে স্পার্টান ২০ ওভারে ৯ উইকেটে ১০২ রানে আটকে যায়। স্বরূপ শর্মার অবদান ৩৩ রান। সৌমিত্র সরকার ২ রানে ২ উইকেট নেয়।

ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

কোচবিহার দল ঘোষণা

কোচবিহার, ১৫ নভেম্বর : সিএবি-র আন্তঃ জেলা মেয়েদের ক্রিকেটের জন্য কোচবিহার দল ঘোষিত হল। জেলা ক্রীড়া সংস্থার সচিব সুব্রত দত্ত ঘোষিত দলে রয়েছেন - সঞ্চিতা অধিকারী, ধ্রুতি রায়, ঋতু বড়ুয়া, শ্রেয়া সরকার, রিয়া দত্ত, পিয়ালি রায়, দিয়া দে, দিয়া দত্ত, দিশা দত্ত, সোনিয়া সূত্রধর, দেবলিনা অধিকারী, সমৃদ্ধি গুহরায়, মান্যতা নন্দী, শ্রেয়া দাস ও জাহ্নবী থাপা। কোচ ও ম্যানেজার যথাক্রমে, ধ্রুবজ্যোতি মোহন্ত এবং সুস্মিতা রায়। ১৮ নভেম্বর উত্তর ২৪ পরগনায় বর্ধমানের বিরুদ্ধে নামবে কোচবিহার।

চ্যাম্পিয়ন এনএসকে

কামাখ্যাগুড়ি, ১৫ নভেম্বর : কেপিএল কমিটি নব উদয় সংঘের শ্যাম স্টিল খোয়ারডাঙ্গা প্রিমিয়ার লিগে চ্যাম্পিয়ন হল এনএসকে একাদশ। শনিবার ফাইনালে তারা ৯ রানে হারিয়েছে বিডিএস দলকে। এনএসকে প্রথমে ১৫ ওভারে ১০১ রানে সব উইকেট হারায়। ফাইনালের সেরা বাসুদেব চক্রবর্তী ৫৫ রান করেন। গুড্ডু সাহা ১২ রানে ফেলে দেন ৫ উইকেট। জবাবে বিডিএস ৮ উইকেটে আটকে যায় ৯২ রানে। প্রলয় দাসের অবদান ৫৪ রান। প্রতিযোগিতার সেরা প্রলয় ৯ উইকেটের সঙ্গে ১২৬ রান করেছেন। ১৯ উইকেট নিয়ে প্রতিযোগিতার সেরা বোলার গুড্ডু।

ট্রফি নিয়ে এনএসকে একাদশ। ছবি : পিকাই দেবনাথ